কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

বিবাহ তালাকের বিধান

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

বিবাহ

তালাকের বিধান

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

মূল
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তর
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

হাফেজ মাওঃ আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম.
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বিবাহ

তালাকের বিধান

প্রকাশক

মো ঃ রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : মে – ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা।

www.peacepublication.com

peacerafiq56@yahoo.com

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে, আর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ মহামানবের প্রতি যিনি বলেছেন : বিবাহ ঈমানের অর্ধাংশ ।

ইসলামে বিবাহ মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, বিবাহের মাধ্যমে বর-কনের নবজীবন শুরু হয়, এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কল্পনাতীত অন্তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, পরিবার ও বংশধারা বিস্তার লাভ করে, কিন্তু অনেকেই বিয়েকে একটি গতানুগতিক বিষয় হিসেবে দেখে থাকে, আবার পৃথিবীর এ উন্নতির যুগে এসে বিবাহের সাথে যোগ হয়েছে যৌতুকের টানা পোড়ন, অথচ ইসলাম বিবাহকে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে চিহ্নিত করেছে এবং এ ক্ষেত্রেও বর ও কনের বাছাই এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিভিন্ন নিয়ম নির্ধারণ করেছে যা অবলম্বনে একটি সুন্দর পরিবার গঠন হতে পারে, কিন্তু বিবাহের সময় অনেকেই সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না । আবার যখন সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তখন তা পুর্নগঠনের জন্য অনেকেই আলেমগণের শরণাপন্ন হয়ে থাকে ।

উর্দূভাষী সুলেখক জনাব ইকবাল কীলানী তাঁর “নিকাহকে মাসায়েল” নামক গ্রন্থে কুরআ'ন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বিবাহ সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন, যা একজন মুসলমানের জন্য এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ ।

এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব আমি গোনাহগারের উপর অর্পিত হলে আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্ত্বেও তা অনুবাদে আমি আগ্রহী হই এ আশায় যে, এ গ্রন্থ পাঠে বাংলা ভাষী মুসলমান বিবাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে প্রচলিত রেওয়াজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, আর এ উসিলায় মহান আল্লাহ্ এ গোনাহগারের প্রতি সদয় হয়ে তাকে ক্ষমা করবেন ।

পরিশেষে সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি এ আবেদন রইল যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তি তাদের দৃষ্টিগোচর হলে আর তারা তা আমাকে অবগত করলে আমি পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ।

আবদুল্লাহিল হাদী মু.ইউসুফ
রিয়াদ, সৌদী আরব

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড
তালাকের বিধান

নারী মুক্তি আন্দোলনসমূহের প্রতি আহ্বান

আমরা অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সহনুভূতির সাথে সমস্ত নারী অধিকার আন্দোলনসমূহকে এ আহ্বান করছি যে, তারা ইসলামের নবী ﷺ আনিত জীবন বিধানকে শুধু একটি আক্বীদা (বিশ্বাস) হিসেবে না দেখে একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসেবে দেখে নিরপেক্ষভাবে মন দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে বলুন------!

- কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রথিতকরণ প্রথা কে উৎখাত করেছে?
- একেক জন নারীকে একেই সাথে দশ দশ জন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রথা কে বিলুপ্ত করেছে?
- নারীদেরকে পুরুষদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে অসংখ্য তালাক প্রথা কে রহিত করেছে?
- কন্যা সন্তানকে লালন-পালন ও সুশিক্ষা দানের ফলশ্রুতিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ কে নিয়ে এসেছে?
- নারীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার ভিত্তি প্রস্তর কে স্থাপন করেছে?
- নারীকে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ জীবন যাপনের স্বাধীনতা কে দিয়েছে?
- বিধবা ও তালাক প্রাপ্তা নারীদের জন্য বিবাহের প্রথা চালু করে নারী সমাজকে কে সম্মানিত করেছে?
- নারী তার নারীত্ব সংরক্ষণ করে জীবন যাপন করলে তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদারী কে নিয়েছে?
- নারী সম্ভ্রম হরণকারী অপরাধীদেরকে শাস্তিস্বরূপ পাথর মেরে হত্যা করার প্রথা কে চালু করেছে?
- নারীকে মা হিসেবে সন্তানদের পক্ষ থেকে পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশি শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার কে দিয়েছে?
- বৃদ্ধ বয়সেও নারীর ইজ্জত ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের প্রথা কে চালু করেছে?

আমরা স্বজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও অনুভূতি সহকারে এ দাবি জানাচ্ছি যে, মানবতার ইতিহাসে ইসলামের নবী, মানবতার মুক্তির দূত, মুহাম্মদ ﷺ ই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি যে, পৃথিবীর নির্যাতিত ও অবহেলিত সৃষ্টি নারীকে নির্দয়, যালেম, বর্বর ও কামুক হিংস্র জানোয়ারের থাবা থেকে বের করে পৃথিবীতে তাদেরকে মানবতার মর্যাদা দিয়েছে, নারীর ন্যায্য পাওনা নির্ধারণ করেছে এবং তা সংরক্ষণ করেছে, তাকে সমাজে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে নিরাপত্তার সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্থানে আসীন করেছে।

সত্য কথা এই যে, কোন নারী যদি কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার মুক্তি দূত মুহাম্মদ ﷺ-এর এ কৃতিত্বের জন্য তার কৃতজ্ঞতা করতে থাকে, তবুও তা করা সম্ভব হবে না।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ .

***

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ!

বিবাহ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, পিতা-মাতার কোলে যখন ছেলে জন্মগ্রহণ করে তখন তাদের আনন্দের কোন সীমা থাকে না। পিতা-মাতা অত্যন্ত আদর যত্নসহকারে সন্তান লালন পালনে মনোনিবেশ করে। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নিজের সন্তানের আরামের ব্যবস্থা করে, ত্যাগ তিতীক্ষার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য রাত দিনকে একাকার করে দেয়। দেখতে দেখতেই শিশু সন্তান বড় হয়ে যায়, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সামনে সন্তান যৌবনে পদার্পন করে, আর এ যুবক ছেলে পিতা-মাতার সুন্দর সুন্দর স্বপ্নের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়, যৌবনে পদার্পনের সাথে সাথেই পিতা-মাতা ছেলের বিবাহের ব্যাপারে ভাবতে থাকে, বাবা-মা তাদের সন্তানের জন্য এমন স্ত্রী খুঁজতে থাকে যে লাখে একজন হবে, বরকত ও কল্যাণের দোয়া করতে করতে এক সময় নববধূ ঘরে আসে, কিছু দিন যেতে না যেতেই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। পিতা-মাতা যারা এ দুনিয়াতে সন্তানদের লালন পালনের দায়িত্ব পালন করে ছেলেকে তাদের উপদেশ মেনে চলতে হয়, যে ছেলে আগে পিতা-মাতার চোখের মণি ছিল, যে বউ এ ঘরে আসার পূর্বে লাখে একজন ছিল, কালের এক পর্যায়ে তাকে অযোগ্য মনে হয়, এমনকি এক সময় এ তিন পক্ষ ছেলে, বউ, শশুর-শাশুড়ী এক সাথে থাকা দুষ্কর হয়ে যায়।

পিতা-মাতার কোলে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা জাহেলিয়্যাতের যুগের ন্যায় আজও অন্যচোখে দেখা হয়, কন্যা সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা, তার সম্ভ্রম রক্ষা, উপযুক্ত পাত্র, রীতি নীতি অনুযায়ী যৌতুক সংগ্রহ করা সহ আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তায় পিতা-মাতার ঘুম হারাম হয়ে যায়।

এগুলো সমাজের ঐ সমস্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকদের স্বভাব যারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে, আর এর ব্যতিক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো আছে, নিচের সংবাদ সমূহ দ্র : ।

১. মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে ঝগড়া করে স্বামী তার সাথীদের সহযোগিতায় স্ত্রীর হাত পা কেটে তাকে ফাঁসি দিয়েছে ।[১]

২. পছন্দ অনুযায়ী বিবাহের ব্যবস্থা না করায় ছেলে তার বাপকে গুলি করে হত্যা করেছে ।[২]

৩. দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি না দেয়ায় স্বামী তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছে ।[৩]

৪. বিবাহিতা নারী তার প্রেমিকদের সহযোগিতায় স্বামীকে হত্যা করেছে ।[৪]

৫. দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে সম্মতি না দেয়ায় মাকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়া হয়েছে ।[৫]

৬. লাভ মেরিজে ব্যর্থতার শোকে প্রেমিক যুগল নিজ নিজ বাসগৃহে বিষ পানে আত্মহত্যা করেছে ।[৬]

৭. স্ত্রী আদালত থেকে খোলা তালাক নিতে চাইলে, স্বামী তার স্ত্রীর শরীরে এসিড নিক্ষেপ করেছে, এতে অবস্থা বেগতিক দেখে দুস্কৃতির মামলা করা হয়েছে ।[৭]

৮. বোনের তালাক হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় তিন ভাই মিলে ভগ্নিপতির বাপকে হত্যা করেছে ।[৮]

৯. লাভ মেরিজকারী মহিলাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় গুলি করা হয়েছে, জানাযার নামাযে মেয়ে পক্ষ বা শশুর পক্ষের কেউ উপস্থিত হয়নি, আর স্বামী আগে থেকেই জেলে বন্দী আছে ।[৯]

---

[১]. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,লাহোর,২২ আগষ্ট১৯৯৭ইং ।
[২]. উর্দূ নিউজ,জিদ্দা,১৬ নভেম্বর১৯৯৭ইং ।
[৩]. জনগ,১১নভেম্বর১৯৯৭ইং ।
[৪]. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,লাহোর,১৮ আগষ্ট১৯৯৭ইং
[৫]. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,লাহোর,১১ আগষ্ট১৯৯৭ইং
[৬]. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,লাহোর,১১ আগষ্ট১৯৯৭ইং
[৭]. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,লাহোর,১৩ জুলাই১৯৯৭ইং
[৮]. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,লাহোর,২৯জুলাই১৯৯৭ইং

১০. সন্তান না হওয়ায় স্বামী তার জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে, তালাক চাইতে আসলে মেয়েকে থানায় তলব ।[১০]

এ সমস্ত সংবাদ থেকে এ কথা অনুমান করা কষ্টকর নয় যে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কত কঠিনভাবে চলছে। এ অবস্থার দাবি এই যে, আমাদের গুণীজন, শিক্ষিত ও সমাজের দায়িত্বশীলরা নারীদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করবে, দাম্পত্য জীবনে ইসলাম নারী ও পুরুষকে যে অধিকার দিয়েছে তা সংরক্ষণ করবে। কিন্তু এ বাস্তবতা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, গত ৫০ বছর থেকে প্রিয় জন্মভূমি (পাকিস্তান)-কে এমন শাসকরা শাসন করে আসছে যারা প্রাচ্যের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এত উৎসাহী যে, নিজেদের সমস্ত সমস্যার সমাধান ঐ সমাজ ব্যবস্থার আলোকে করতে চায়। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের এক জজের নেতৃত্বে নারী অধিকার সংক্রান্ত কমিশন যে সুপারিশনামা সরকারকে পেশ করেছে তা এ বাস্তবতারই স্পষ্ট প্রমাণ।

কিছু সুপারিশনামা নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন গুরুতর অন্যায় যার শাস্তি যাবত-জীবন কারাদণ্ড।[১১]

২. ১২০ দিনের গর্ভবতী সন্তানের গর্ভপাত করার জন্য নারীকে আইনী ক্ষমতা দিতে হবে।

৩. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীকে জন্মনিয়ন্ত্রন অপারেশন করার অনুমতি দিতে হবে।[১২]

---

৯. জনগ-৩০ জুলাই ১৯৯৭ইং।

১০. সাহাফাত,লাহোর২৫ আগষ্ট ১৯৯৭ইং।

১১. উল্লেখ্যঃ পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দাম্পত্য সম্পর্ক রাখা গুরুতর অন্যায়, যার শাস্তি জেল। লন্ডনে এক মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে, স্বামী আমার অনুমতি ব্যতীত আমার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এ মামলার রায়ে জজ লিখেছে যে, নারী স্ত্রী হওয়া স্বত্ত্বেও একজন বৃটিশ নগরবাসী, নগরবাসী হওয়ায় তার স্বাধীনতা আছে, যাতে স্বামীর হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। তাই স্বামীকে জোর পূর্বক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে বলে সাব্যস্ত করে তাকে একমাস জেল খাঁটার শাস্তি দেয়া গেল, (আল বালাগ বোম্বাই,আক্টবর ১৯৯৫ইং।

১২. দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবিগুলো মূলত ঐ ধারাবাহিকতারই অংশ যা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কায়রো কনফারেন্স ১৯৯৪ ইং, বেইজিং কনফারেন্স ১৯৯৫, সিদ্ধান্ত হয়ে ছিল, বিশ্বশক্তিধরদেরও এ পরিকল্পনা মূলত "জনবহুলতা ও উন্নতি" "স্বাচ্ছন্দময় জনবহুলতা" "নারী অধিকার" জাতীয় মনোলোভা শ্লোগানের আবরণে বিশ্ব ব্যাপী অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বিস্তার এবং পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থাকে মুসলমান দেশসমূহে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ারই পরিকল্পনা। উল্লেখিত কনফারেন্সসমূহের সিদ্ধান্তগুলোর সার কথা হলো–

৪. কমবয়সী স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করতে হবে।

আমাদের একথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে, চাদর ও চার দেয়ালের অভ্যন্তরে নারী সাধারণভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তার প্রতিকার হওয়া উচিত, কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো এই যে, উল্লেখিত সুপারিশসমূহের মধ্যে এমন কি সুপারিশ আছে যা কোন মুসলিম নারীর ইজ্জত ও নিরাপত্তায় বৃদ্ধি করতে পারে? বা তার প্রতি নির্যাতনকে বন্ধ করতে পারে?

উল্লেখিত সুপারিশসমূহ মূলত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করার ব্যর্থ চেষ্টা।

শাসকদের এ ইসলাম বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাথে আজকাল আমাদের মাননীয় আদালত যে সূরে প্রেমিকের হাত ধরে পলাতক মেয়েদের ব্যাপারে "অবিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বৈধ"[১৩] বলে যে ফাতোয়া দিয়েছে, এতে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রেমী দালালদের দাবি আরো শক্তিশালী হয়েছে। আর ভঙ্গুর প্রায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেমিকা নারীরা "নারী আন্দোলন" "নারী মুক্তি সংগঠন" "দুমন্য ফোরাম" হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন" "দুমন একশন ফোরাম" ইত্যাদি সংগঠন কায়েম করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাচ্ছে।[১৪]

---

১. গর্ভপাত করা নারীর ন্যায্য অধিকারে পরিণত করা এবং এ বিষয়ে তাদের প্রতি আইনী সমর্থন থাকা। ২. বিবাহ ব্যতীত যৌনসম্পর্ক স্থাপন সহজ লভ্য করা। ৩. বিয়ের জন্য বয়স নির্ধারণ করা এবং এর আগে বিবাহ করলে শাস্তি দেয়া। ৪. অবাধ যৌনা চারের অনুমতি দেয়া। ৫. গর্ভধারণ প্রতিষেধকমূলক ঔষধপত্র সহজ লভ্য করা। ৬. স্কুল কলেজসমূহে সহশিক্ষা ব্যাপক করা। ৭. প্রাইমারী স্কুল থেকেই যৌন শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া। উল্লেখ্যঃ কায়রো ও বিইজিং কনফারেন্সের পূর্বে জাতিসংঘ ১৯৭৫ইং মেক্সিকো, ১৯৮০ ইং কোপেন হেগেন, এবং ১৯৮৫ ইং নাইরুভী এ ধরনের আরো কনফারেন্স করেছে। কায়রো ও বেইজিং কনফারেন্সের সিদ্ধান্তসমূহকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে ২৩ হাজার যুবতী মেয়ে গ্রামে গ্রামে নারী ও পুরুষদেরকে কন্ডম ব্যবহার ও জন্ম নিয়ন্ত্রনের শিক্ষা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আরো এক লক্ষ সেন্য তৈরির কাজ চলছে। (তাকবীর, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং। আরো একটি সংবাদ লক্ষ্য করুন, পাকিস্তান সরকার 'নিরাপদ রোজগার' এ শ্লোগানে ঋন গ্রহিতা নারীদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এ ঋন ঐ সমস্ত নারীরা পাবে যারা তাদের স্থানীয় মেজিস্ট্রেটের নিকট এ সার্টিফিকেট পেশ করবে যে সে পর্দা করে না। (খবরে একম, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ইং।)

[১৩]. খবরে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ ইং, নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১১ মার্চ ১৯৯৭ ইং।

[১৪]. এ ধরনের সংগঠন নারীদের প্রতি যে যুলুম চলছে তা দূর করার জন্য কি ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছে তার অনুমান নিম্নোক্ত দুটি সংবাদ থেকে করা যাবে।

১৯৯৪ ইং বিশ্ব নারী দিবসে পাকিস্তানের বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলো সরকারের নিকট নিম্নোক্ত দাবি পেশ করছে।

দুঃখজনক বিষয় হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গত অর্ধ শতাব্দী থেকে ইংরেজ ধাঁচে সাজানো ভবিষ্যত নাগরিক সৃষ্টি করছে, ঐ নাগরিকরা আজ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসে হরদম পাশ্চাত্য সরকারের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে চলছে।

প্রশ্ন হলো, নারীর মর্যাদা এবং নিরাপত্তা পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় না ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়? নারীদের প্রতি যে যুলম ও নির্যাতন চলছে তা থেকে মুক্তি পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায়, না ইসলামী সমাজব্যবস্থায়? নারীর অধিকারের মূল সংরক্ষক পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় না ইসলামী সমাজব্যবস্থায়? এ প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজার আগে আমরা জরুরি মনে করি যে, পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টি দেয়া যাক, যাতে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা কেমন।

পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা

১৮ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে কারিগরী শিল্পের বিপ্লব ঘটে, তাই খুব দ্রুত সেখানে কল কারখানার বিস্তার ঘটে, এ সমস্ত কল কারখানায় কাজ করার জন্য যখন পুরুষ দিয়ে যথেষ্ট হচ্ছিল না তখন কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য পুঁজীবাদীরা নারীকে চাদর ও চার দেয়ালের ভিতর থেকে বের করে কারিগরী শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে তাদেরকে ব্যবহারের চিন্তা করল। আর এ উদ্দেশ্যে "নারী পুরুষের সমান অধিকার" "নারী মুক্তি" "নারী অধিকার" ইত্যাদি লোভনীয় শ্লোগান ও দর্শন দেখাতে থাকে, স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন নারী জাতি পুরুষের সমান অধিকার এ মনোলাভা চক্রান্তে স্বীয় সম্মান ও উন্নতির আশায় পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠে নেমে যায়। এতে মূল লাভ পুঁজিবাদীদেরই হয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত এ লাভও হয়েছে যে, আগে যেখানে একজন পুরুষের উপার্জনে ঘরের চার পাঁচ জন সদস্য কোন রকম জীবন যাপন করতে পারত, এখন

---

১. একাধিক বিয়ের ব্যাপারে রুঠোরতা আরোপ করা হোক এবং এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হোক।

২. "হুদুদ (ইসলামী শাস্তি আইন) অর্ডিনেন্স কানুন শাহাদাত" "কিসাস ও দিয়াত (হত্যার বদলা হত্যা বা রক্ত পণ) অডিনেন্স" বাতিল করা হোক।

৩. নারী পুরুষকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিতে হবে। (জন্‌গ, ৯ মার্চ, ১৯৯৪ ইং।)

১৯৯৭ ইং বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে পাকিস্তানে দুমন্য ফোরামের ব্যবস্থাপনায় নারীরা লাহোরের একটি বড় রুটে নৃত্য করে বিশ্ব নারী দিবস উদযাপন করেছে।(উর্দু নিউজ, জিদ্দা, ১০ মার্চ ১৯৯৭ ইং।)

সেখানে ঐ ঘরের দুই বা তিন জন সদস্যের উপার্জনে জীবন যাপন উন্নত হয়েছে। আর এ নারী পুরুষ কল কারখানায় রাতদিন ব্যাপী মেশিনের ন্যায় কাজ করাই জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা শুধু অফিস, কল-কারখানায়ই সীমিত থাকল না বরং আস্তে আস্তে তা হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, ক্লাব, নৃত্যশালা, মার্কেট, বাজার থেকে শুরু করে রাজনীতি, পর্যটন কেন্দ্র, পার্কসহ খেলা-ধুলায়ও অংশ নিচ্ছে। সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা লজ্জা শরমকে এক এক করে শেষ করে দিয়েছে। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার মাধ্যমে নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন, শরীর প্রদর্শন, চিত্তাকর্ষক, মনলোভা হওয়া স্বাভাবিক বিষয় ছিল,তাই হালকা পাতলা অর্ধালুঙ্গ পোশাক পরিধান করা, উত্তেজনামূলক গান করা, পুরুষের সাথে অর্ধালুঙ্গ অবস্থায় ছবি তোলা, উলঙ্গ ছবি বের করা, ক্লাব, মঞ্চ নাটক, নৃত্যশালায় যাওয়া সমাজ জীবনে একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে গেছে। যার ফলে এ দাঁড়িয়েছে যে, আজ পাশ্চাত্য দেশসমূহে "নারী মুক্তি" নারী অধিকার"-এর নামে নারীদের উলঙ্গ হওয়া এবং বিনা বিবাহে মা হওয়া কোন দোষনীয় বিষয় নয়। বিগত সময়ে আমেরিকান এক স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে দুই মহিলা শিক্ষিকা উলঙ্গ হয়ে পড়ানোর এক অপূর্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, এ উভয় শিক্ষিকা এ যুক্তি দিয়েছে যে, কঠিন সাবজেক্টসমূহে এ পদ্ধতি অবলম্বনে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাঠে মনোনিবেশ করানো যায়। [১৫]

ইতালীতে মুসালিনীর নাতনী সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য উলঙ্গ হয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে বক্তব্য রেখেছে এবং ভোট চেয়েছে।[১৬]

বর্তমান পৃথিবীতে মানবাধিকার নিয়ে সবচেয়ে বড় গলাবাজ আমেরিকার ইন্ডিয়ানায় নেকেড সিটি নামে একটি এলাকা আছে যার অধিবাসীদের শরীরে আকাশ ও যমিন কখনো কোন পোশাক দেখেনি, ওখানে প্রতিবছর পুরো পৃথিবীর জন্মগতভাবে উলঙ্গ হতে আগ্রহী নারীরা "ওইমেন নিউড ওয়ালর্ড" নামে এক প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

---

১৫. তাকবীর১৯ ডিসেম্বর১৯৯৬ইং।

১৬. মাজাল্লা আদ্দাওয়া সেপ্টেম্বর-১৯৯৫ইং।

১৯৯৬ ইং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সেরাকের কন্যা ক্লাডের বিনা বিবাহে সন্তান হয়েছে, তাতে ক্লাড বাচ্চার বাপের নাম বলতে অস্বীকার করেছে, কিন্তু এতে ক্লাডের বাপের মাথায় মোটেও কোন চিন্তা আসেনি।[১৭]

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগানের স্ত্রী নেন্সী রিগান আবিষ্কার করেছে যে, যখন আমি রিগানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই তখন আশা অনুযায়ী সাত মাস পর আমাদের কোলে মেয়ে হয়েছে।[১৮]

১৯৯৭ ইং ব্রিটেনের সংসদ নির্বাচনে এমন এক নারী অংশগ্রহণ করেছে, যে গত ১৮ বছর থেকে বিবাহ ব্যতীত তার বয়ফ্রেন্ডদের সাথে অতিবাহিত করেছে, এতে তার তিন জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সে স্কুল ইন্সপেক্টর মেজিস্ট্রেট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছে। [১৯]

ব্রিটেনের হবু রানী (মৃত) ডায়না তার স্বামী বেঁচে থাকাবস্থায় অন্য পুরুষের সাথে তার যৌন সম্পর্কের কথা টি. ভি.-তে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে। [২০]

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের যৌনসম্পর্কের কথা সংবাদ পত্রে মুখরোচকভাবে আলোচিত হয়েছে। আমেরিকার বড় পোপ এবং খ্রিস্টান জগতের বড় পাদরী "জ্যেমী সোয়াগ্রেট" আমেরিকান টেলিভিশনে স্ত্রীর উপস্থিতিতে নিজের যৌনসম্পর্কের কথা স্বীকার করেছে।[২১]

এর পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই যে, পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার অশ্লীলতার সামনে চারিত্রিক ও দলীয় মর্যাদার কোন মূল্যায়ন নেই। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকেরাও এ সমাজ ব্যবস্থায় ঠিক থাকা সম্ভব হয়নি।

উন্নত দেশগুলোতে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা এবং বে-হায়ার এ সংস্কৃতি আরো কিছু বিচিত্র সংবাদ রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। যেখানে আমেরিকা ও

---

১৭. তাকবীর, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ইং।
১৮. মুসাওয়াত, ২৫ অক্টবর ১৯৯৮ইং।
১৯. তাকবীর, ২৯ মার্চ ১৯৯৭ইং।
২০. তাকবীর, ১৬জানুয়ারী ১৯৯৭ইং।
২১. তাকবীর. ১৭ মার্চ ১৯৮৮ইং।

ইউরোপের দেশসমূহে অবিবাহিত মায়ের শতকরা হার দেখানো হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

রাষ্ট্র	অবিবাহিত মায়ের %	রাষ্ট্র	অবিবাহিত মায়ের %
১. সুইডেন	৫০%	১০. পোর্তুগাল	১৭%
২. ডেনমার্ক	৪৭%	১১. জার্মান	১৫%
৩. নরওয়ে	৪৬%	১২. নেদারল্যান্ড	১৩%
৪. ফ্রান্স	৩৫%	১৩. লালসুমবুরগ	১৩%
৫. বৃটেন	৩২%	১৪. বেলজিয়াম	১৩%
৬. ফিনল্যান্ড	৩১%	১৫. স্পেন	১১%
৭. অ্যাসেরিকা	৩০%	১৬. ইতালী	৭%
৮. অস্ট্রিয়া	২৭%	১৭. সুইজারল্যান্ড	৬%
৯. আয়ারল্যান্ড	২০%	১৮. গ্রীস	৩%

ব্যভিচার, অশ্লীলতা, বে-হায়ার এ ইবলিসী ঝড় পাশ্চাত্যের সমস্ত উন্নত দেশগুলোকে যৌনপিপাসু জন্তুর জঙ্গলে পরিণত করেছে। আমেরিকান দৈনিক 'টাইমস' এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী জার্মানী, ফ্রান্স, চোকোশ্লাভাকিয়া, রোমানিয়া, হাংগেরী, বুলগেরিয়া, বড় বড় শহরসমূহে অশ্লীল নারীদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বার্লিন ও পুরাগের মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী ১২০০ কি: মি: লম্বা হাইওয়েতে পৃথিবীর সবচেয়ে কম মূল্যে এবং যত্রতত্র যৌন আড্ডা চলে, ওখান দিয়ে অতিক্রমকারীরা সহজলভ্যভাবে সুন্দরী যুবতীদেরকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে পেয়ে যায়।[২২]

অন্য একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বৃটেনের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ৭৬% শিক্ষার্থী বিবাহ ব্যতীত যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে। ৫১% ছাত্রী স্বীকার করেছে যে, তারা ইউনিভার্সিটিতে আসার পর কুমারিত্ব হারিয়েছে। ২৫% ছাত্রী গর্ভনিয়ন্ত্রণকারী টেবলেট ব্যবহারের কথা স্বীকার

[২২]. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২৬ জুন, ১৯৯৭ইং।

করেছে। ৫৬% ছাত্র যৌনসাধ গ্রহণের স্বার্থে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া। ৪৮% সমকামিতাকে আরাম ভোগের নিরাপদ রাস্তা হিসেবে বিবেচনা করে।[২৩]

ব্রিটেনের সংবাদ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর এক লক্ষ বৃটিশ ছাত্রী গর্ভবতী হয়।[২৪]

বৃটিশ কানুন অনুযায়ী চার বছর বয়সের পর প্রত্যেক বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতেই হবে, স্কুলে শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুরু থেকেই উলঙ্গ হয়ে এক সাথে গোসল করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উপরের ক্লাসসমূহে যুবক যুবতীদের জন্য এক সাথে থাকা বাধ্যতামূলক। সাথে সাথে বাচ্চাদের অনেক রাত পর্যন্ত ঘরের বাহিরে থাকার ব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং এও শিক্ষা দেয়া হয় যে, যদি তোমাদের বাপ-মা এ বিষয়ে তোমাদেরকে শাসন করে তাহলে পুলিশকে ফোন করে তাদেরকে থানায় পাঠিয়ে দিবে।[২৫]

আমেরিকার অবস্থাও এ থেকে ভিন্ন নয়, এক স্কুলের দুই ছাত্র ১৫ বছর বয়সের এক ছাত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে, আদালতে মামলা করা হলে, জজ তার রায়ে লিখেছে যে, ছেলেরা ছেলেমীর ছলে এ অন্যায় করেছে এটা ব্যভিচার নয়।[২৬]

আমেরিকান এক মাসিক পত্রিকার তথ্য মতে, ১৯৮০ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত বিবাহিত নারীদের মধ্যে বিবাহের আগ পর্যন্ত মাত্র ১৪% কুমারী থাকে বাকি ৮২% বিবাহের আগেই কুমারিত্ব হারিয়ে ফেলে। ৮০% বেশি ছেলে মেয়ে ১৯ বছর বয়সের আগেই যৌনসম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।[২৭]

---

২৩. সিরাতে মোস্তাকীম, বার্মিংহাম,ফেব্রুয়ারী / মার্চ ১৯৯০ ইং।

২৪. উর্দূ নিউজ, জিদ্দা, ১৬ অক্টবর, ১৯৯৭ ইং।

২৫. ঐ সমাজব্যবস্থায় অমুসলিম বাচ্চাদের যে অবস্থা হওয়া দরকার তাতো হচ্ছেই, কিন্তু সেখানে প্রবাসী মুসলমান বাচ্চাদের এ পরিস্থিতির শিকারের অনুমান এ ঘটনা থেকে করা যাবে যে, যা রোযনামাহ জনগ লন্ডন থেকে প্রকাশিত ২৫ অক্টোবর ১৯৯২ ইং প্রকাশিত"বৃটেনে প্রবাসী মুসলমান পিতা-মাতাদের প্রতি এ আবেদন যে, যেহেতু হাইস্কুলের ছাত্রীরা সাধারণত চারিত্রিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমনিভাবে উপযুক্ত সময়ের আগেই মা হয়ে যায়, যার কারণ এই যে, মেয়েরা তাদের বয় ফ্রেন্ডদেরকে No (না) বলতে দ্বিধা সংকোচ করে, তাই পিতা-মাতার প্রতি এ আবেদন যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে No (না) বলার শিক্ষা দিবে, (সিরাত মোস্তাকীম, বার্মিংহাম, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯২ইং)।

২৬. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১ ইং।

২৭. Al-jumua Monthly Madison (u.s.a.) 20 oct.1997.

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় গর্ভপাতকারী নারীদের সংখ্যা ৩৩%,[২৮] ভয়েস অফ আমেরিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকান কংগ্রেসের সাব কমিটির সামনে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বেশ কিছু নারী সেনা পুরুষ সেনা অফিসারদের হাতে স্বীয় ইজ্জত হরণের অভিযোগ করলে কমিটি অত্যাচারী সেনাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করে। এক মহিলা অভিযোগ করল যে, তার 'বস' তার ইজ্জত হরণ করেছে তখন তাকে বলা হলো "এ বিষয়টি তুমি ভুলে যাও"।[২৯]

যৌনতৃপ্তির এ উন্মাদনা ঐ জাতির কাছ থেকে মানবতা বোধকে তুলে নিয়েছে। নিউজার্সির এক স্কুল ছাত্রী নৃত্যশালায় নৃত্য চলাকালে স্কুলের রেষ্ট রুমে গিয়ে বাচ্চাপ্রসব করে তাকে ওখানেই কোন আবর্জনার স্তুপে নিক্ষেপ করে নৃত্য অনুষ্ঠানে আবারো শরীক হয়।[৩০]

বাস্তবতা হলো এই যে, পাশ্চাত্যের এ উন্মুক্ত যৌনাচারের সামাজিকতা, কাম পিপাসার এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, যা নিরসনের নামও নেয়া হয় না। বরং দিন দিন তা বেড়েই চলছে। তাই পাশ্চাত্যে এখন ব্যভিচারের সাথে সাথে সহকামিতার মহামারীও জঙ্গলের আগুনের ন্যায় বিস্তার করছে। বৃটিশ পুলিশের সেন্ট্রাল কম্পিউটারে এমন দশ হাজার ব্যক্তির নাম রেকর্ড করা আছে যাদের ব্যাপারে এ কথা প্রমাণিত যে তারা বাচ্চাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়, তবে পুলিশের বক্তব্য এই যে, এ সংখ্যা মূল সংখ্যার তুলনায় অনেক কম, কেননা পুলিশ এ রেকর্ড মাত্র চার বছর আগে থেকে শুরু করেছে।[৩১]

লন্ডনে খ্রিষ্টানদের রেওয়াজ অনুযায়ী হাজার হাজার উপস্থিত জনতার সামনে টাউন হলের পাদ্রী দুই মহিলার মাঝে বিবাহের ব্যবস্থা করে সমকামিতার এক লজ্জাস্কর উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।[৩২]

---

২৮. Just the facts Dayton Right to life u.s.a..
২৯. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২ জুলাই, ১৯৯২ইং।
৩০. উর্দূ নিউজ,জিদ্দা, ১৯ আগস্ট ১৯৯৭ইং।
৩১. তাকভীর, ২৯ মার্চ, ১৯৯৭ইং।
৩২. খবর ২২ আগস্ট, ১৯৯৬ইং।

আমেরিকার নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত এক নেত্রী 'পেট্রেসিয়া' স্বীকার করেছে যে, সে তার স্বামী ব্যতীত অন্য এক মহিলার সাথেও সমকামিতার সম্পর্ক রাখে। নিউইর্য়ক টাইমের ধারণা অনুযায়ী, আমেরিকার নারী আন্দোলনের ৩০% থেকে ৪০% নারী সমকামিতার সাথে সাথে যৌন সম্পর্কও রাখে। [৩৩]

এ হলো পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়, যা থেকে আমাদের জ্ঞানী গুণীরা এবং শিক্ষিত সমাজপতিরা যারা পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার আলোকে আমাদের সমাজের উন্নতির স্বপ্ন দেখে তারা কিছুটা হলেও চিন্তার সুযোগ পাবে।

পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমান অধিকারের শ্লোগান কিছু কিছু নারী ও জনাবদের মনপুত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবেই কি সেখানে নারীদের পুরুষের সমান অধিকার আছে না, এটা শুধু ধোঁকামূলক একটি প্রোপাগান্ডা মাত্র? নিচে আমরা এর সংক্ষিপ্ত একটি নমুনা পেশ করছি।

নারী পুরুষের সমান অধিকার

ভয়েস অফ জার্মানির এক রিপোর্টি অনুযায়ী পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় নারীদেরকে র্জামানিতে সবচেয়ে কম বেতন দেয়া হয়। জার্মানে সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন যাপনকারী খেঁটে খাওয়া মানুষের মধ্যে বয়স্কা নারীদের সংখ্যা ৯০%, যারা বয়স্ক ভাতা পায় না। র্জামানিতে খেঁটে খাওয়া নারীদের তিন-চতুর্থাংশের আয় এমন যে, তারা একা একা ঘরের খরচ বহন করতে পারবে না, সেখানে উচ্চপদে কাজ করে এমন নারীদের সংখ্যা খুবই কম। ওখানে প্রতিবছর প্রায় চল্লিশ হাজার নারী পুরুষের অত্যাচারের কারণে ঘর ছেড়ে আশ্রালয়ে আশ্রয় নেয়। [৩৪]

নারী-পুরুষের সমান অধিকারের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা রাষ্ট্র আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে আজ পর্যন্ত কোন নারী জজ হতে পারেনি। ফেডারাল এপেল্ট কোর্টে ৯৭ জন জজের মধ্যে মাত্র একজন মহিলা জজ। আমেরিকা বার এসোসিয়েশনে

---

[৩৩]. তাকভীর, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৫ইং।

[৩৪]. খবর-৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ইং।

আজ পর্যন্ত কোন নারী সভাপতি হতে পারেনি। আমেরিকায় যে কাজে একজন পুরুষ সাধারণত পাঁচ ডলার পায় ঐ কাজে একজন নারী তিন ডলার পায়। [৩৫]

১৯৭৮ ইং আমেরিকার হিউস্টনে নারী মুক্তি আন্দোলনের নারীরা এক কন্‌ফারেন্স করে সেখানে তারা সরকারের নিকট দাবি করে যে, একই ধরনের কাজের জন্য নারী পুরুষকে সমান পারিশ্রমিক দিতে হবে। [৩৬]

জাপানে দেড় কোটি নারী বিভিন্ন স্থানে কাজ করে। এর মধ্যে অধিকাংশ নারীই পুরুষ অফিসারদের সহকারী হিসেবে কাজ করে। [৩৭]

এটা কি ভেবে দেখার বিষয় নয় যে, নারী-পুরুষের সমন অধিকারের শ্লোগানদাতা রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিরক্ষাবাহিনীতে কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে কোন নারীকে আজ পর্যন্ত কেন বসাল না, বা জেনারেল র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত নারীদেরকে পুরুষদের সমান পদে কেন বসাল না? পাশ্চাত্যের কোনো দেশ যুদ্ধের ময়দানে লড়াইকারী সৈনিকদের পদে নারী পুরুষদেরকে সমান স্থান দিতে প্রস্তুত আছে কি?

এ হলো ঐ সমান অধিকার যার প্রোপাগান্ডা দিন রাত করা হচ্ছে। নারী পুরুষের সমান অধিকার ছাড়াও আরো একটি শ্লোগান যা সাধারণ মানুষের জন্য বেশ মোহপূর্ণ তাহলো 'নারী স্বাধীনতা' পাশ্চাত্যের দেশসমূহে নারীদের সার্বিক স্বাধীনতা আছে কি?

নিচে আমরা এরও কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি :

নারী স্বাধীনতা

পাশ্চাত্যের নারীদের কি এ স্বাধীনতা আছে যে, তারা ঘরে বসে মাসে মাসে বেতন পেয়ে যাবে? তাদের কি এ স্বাধীনতা আছে যে, তারা ট্রাফিক নিয়ম না মেনে নিজেদের গাড়ি রাস্তায় চালাবে? তাদের কি এ স্বাধীনতা আছে যে, তারা

---

[৩৫]. মাওলানা ওয়াহিদুদ্দীন খাঁন লিখিত খাতুনে ইসলাম, পৃঃ৭৩।
[৩৬]. তাকভীর, ১৩এপ্রিল১৯৯৫ইং।
[৩৭]. খাতুনে ইসলাম, পৃঃ ৭৩।

যে ব্যাংক থেকে খুশি সেখান থেকে টাকা পয়সা লুটে নিবে? না কখনো নয়; নারীরাও রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে বাধ্য যেমন পুরুষরা মেনে চলে। পাশ্চাত্যে নারীদের এ স্বাধীনতাও নেই যে, তারা ডিউটির সময় নিজের ইচ্ছামত পোশাক পরিধান করবে। একদা নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক এয়ার লাইনের হোস্টেজ ঠাণ্ডার কারণে মিনি স্কার্টের পরিবর্তে গরম পায়জামা ব্যবহারের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি।[৩৮]

পাশ্চাত্যে নারীদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহলো কেউ যদি আজীবন উলঙ্গ থাকতে চায় তাহলে থাকতে পারবে। নিজের উলঙ্গ ছবি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করতে চাইলে তা করতে পারবে। ফ্লিমে উলঙ্গপনা করতে চাইলে করতে পারবে, যে পুরুষের সাথে খুশি তার সাথে ব্যভিচার করতে পারবে। আজীবন সন্তান না নিতে চাইলে তা করতে পারবে, গর্ভধারণের পর ইচ্ছা করলে গর্ভপাত করতে পারবে। বয়ফ্রেন্ড যতবার খুশি ততবার পরিবর্তন করতে পারবে, সমকামিতার আগ্রহ জাগলে বিনা বাধায় তা পূরণ করতে পারবে, 'নারীমুক্তি আন্দোলনের' প্রসিদ্ধ পত্রিকা "ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর উইম্যান টাইমস" ১৯৯৮ইং জানুয়ারিতে প্রকাশিত সংখ্যায় নারী মুক্তি বিষয়ে লিখতে গিয়ে "নারী মুক্তির : ব্যাখ্যায় লিখেছে নারীর প্রকৃত মুক্তির জন্য দরকার নারীরা পরস্পরের মাঝে সমকামিতার সম্পর্ক গড়ে তুলবে।[৩৯] (এভাবে পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলা থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, লেখক)। হোটেল, ক্লাব, মার্কেট, সরকারি বেসরকারি অফিসসমূহ এমনকি প্রতিরক্ষাবাহিনীতেও মনভুলানোর জন্য সক্ষ্যতা গড়ে তুলতে চাইলে গড়তে পারবে। মূলত পাশ্চাত্য নারীদের ঐসকল কাজে স্বাধীনতা আছে যার মাধ্যমে পুরুষের যৌনচাহিদা পূরণ হবে তা করে দেয়া। এ হলো ঐ স্বাধীনতা যা পাশ্চাত্যের পুরুষরা তাদের নারীদেরকে দিয়ে রেখেছে। যদি এছাড়া সেখানে নারীদের আরো কোন স্বাধীনতা থেকে থাকে তাহলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ জনাবদের নিকট আমাদের আবেদন তারা যেন অনুগ্রহ করে তা আমাদেরকে জানায়। নারীদের এ স্বাধীনতাকে নারী স্বাধীনতা না বলে পুরুষ স্বাধীনতা বললে ভালো

---

[৩৮]. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,২২ জুন,১৯৯৬ইং।
[৩৯]. তাকভীর,১৩ এপ্রিল, ১৯৯৫ইং।

হয় না? যারা নারীদেরকে স্বাধীনতার এ অর্থে আবেগ-আপ্লুত হয়ে তাদেরকে মূল্যহীন করে তুলেছে যে যখন খুশি যেখানে খুশি বিনা বাধায় তাদেরকে উপভোগ করতে পারবে? কোন মুসলমান নারী চাই সে তার দ্বীন সম্পর্কে যত অজ্ঞই হোকনা কেন সে কি এধরনের স্বাধীনতার কথা কখনো ভুলেও চিন্তা করবে?

পাশ্চাত্যের এ উন্মুক্ত যৌনচর্চার সামাজিকতা পাশ্চাত্য বাসীদেরকে কি কি সুফল এনে দিয়েছে চলুন তারও একটি ধারণা নেয়া যাক।

এর সুফলসমূহের মধ্যে : পারিবারিক জীবনব্যবস্থা বরবাদ, মরণব্যধির আধিক্য, আত্মহত্যার আধিক্য অন্যতম, এর আরো কিছু বাস্তব দিক নিচে উল্লেখ করা হলো :

পারিবারিক জীবনব্যবস্থা বরবাদ

ইউরোপের উৎপাদন বিপ্লব নারীদেরকে জীবনযাপনের স্বাধীনতা তো দিয়েছে কিন্তু পারিবারিক জীবনের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। নারী যখন পুরুষের দায়িত্ব ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়েছে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, যে নারী নিজেই উপার্জন করে সে কেন পুরুষের সেবা করবে? ঘরের দায়িত্বইবা সে কেন নিবে? ব্রিটেনের এক নারীর বক্তব্য" এ ধারণা শক্তিশালী হচ্ছে যে, বিবাহ করে স্বামীর খেদমতের ঝামেলায় কেন পড়তে হবে বরং এমনিই জীবনের স্বাদ উড়াতে থাক, অনেক নারী এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাদের নিজের ভবিষ্যতের জন্য পুরুষের সহযোগিতার কোন প্রয়োজন নেই।[৪০]

আমেরিকার নারী মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা শিইলা কারোইনের বক্তব্য "নারীদের জন্য বিবাহের অর্থ হলো গোলামী, তাই নারী মুক্তি আন্দোলনের উচিত বিবাহ প্রথা রহিত করতে হস্তক্ষেপ করা, বিবাহ প্রথা রহিতকরণ ব্যতীত নারীদের মুক্তি অর্জন হবে না"। নারী আন্দোলনের নারীদের বক্তব্য নারীদের পুরুষদের প্রতি টান থাকা, তাদের প্রয়োজন অনুভব করা নারীদের জন্য হীনতার কারণ, নারীদের সন্তান ও বাড়ি ঘরের দায়িত্ব পালন করা তাদেরকে নীচু করে তোলে।[৪১]

---

[৪০]. তাকভীর, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং।
[৪১]. তাকভীর, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৫ইং।

আমেরিকায় প্রবাসী এক পাকিস্তানী আমেরিকার সামাজিক অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : উঠতি বয়সী যুবকদের মাঝে বিবাহের প্রচলন নেই, বিবাহ ব্যতীতই ছেলে-মেয়েরা বা নারী পুরুষরা এক সাথে থাকে, বাচ্চাও জন্ম দেয় এবং প্রতি দু'চার বছর পর পর নিজের জীবন সঙ্গী পরিবর্তন করে যেমনভাবে পোশাক পরিবর্তন করা হয়। বৃদ্ধ পিতা-মাতা সোশ্যাল সিকিউরিটি বৃদ্ধালয়ে জীবন যাপন করে, মারা গেলে সাধারণত ছেলে-মেয়েরা দাফন কাফনের জন্যও আসে না।[৪২]

স্বাধীন জীবন-যাপন পদ্ধতি শুধু বিবাহের বোঝাই মাথা থেকে দূর করেনি বরং তালাকের পরিমাণও কল্পনাতীত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকান আদমশুমারী ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে প্রতিদিন সাত হাজার দম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় যাদের মধ্যে তিন হাজার তিনশ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে তালাক দিয়ে দেয়।[৪৩]

অর্থাৎ ৫০% বিবাহ তালাকে পরিণত হয়। বাস্তবতা হলো এই যে, পাশ্চাত্যে নারীর স্বাধীনতা ও স্বাধীন জীবন যাপন পদ্ধতি পারিবারিক ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছে। উঠতি বয়সী যুবকদের অধিকাংশ এমন যে, যাদের মায়ের পরিচয় থাকলেও পিতার কোন পরিচয় নেই, বা পিতার পরিচয় থাকলে মায়ের পরিচয় থাকে না, বা বাপ-মা কারোরই কোন পারিচয় নেই আর ভাই বোনের পবিত্র সম্পর্কের কথাতো কল্পনাই করা যায় না।

মরণব্যধির বৃদ্ধি

ব্যভিচার, সমকামিতার আধিক্যের ফলে মরণব্যধি (এইডস) সমগ্র আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যকে কাবু করে রেখেছে, ১৯৯৭ ইং ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত মেডিকেল কন্‌ফারেন্সে এ তথ্য পাওয়া গেছে যে, পৃথিবীতে প্রতিবছর ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ সূযাক, আতসক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, উন্নত দেশসমূহে নারীমৃত্যুর আরো একটি বড় কারণ হলো আতসক ও সূযাক।[৪৪]

---

৪২. উর্দূ ডাইজেস্ট (আমেরিকা বাহাদুর কা আসলী চেহারা) জুন ১৯৯৬ইং।

৪৩. উর্দূ নিউজ, জিদ্দা, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬ইং।

৪৪. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ৭ আগস্ট ১৯৯৭ইং।

১৯৭৫ ইং ব্রিটেনের হাসপাতালসমূহে জরিপ করে যৌন রোগীর পরিমাণ পাওয়া গেছে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার, যার মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার নারী এবং ২ লক্ষ ৭০ হাজার পুরুষ।[৪৫]

১৯৭৮ ইং পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ এইডসের নামই জানত না।

উল্লেখ্য, এইডস (Aids) ইংরেজি শব্দ (Acquired Immune Deficiency Syndrom) এর সংক্ষেপ, যার অর্থ শরীরের উত্তেজনা শক্তি ধ্বংসের আলামত। উন্মুক্ত যৌন চর্চার ফলে সৃষ্ট এ মরণব্যধি উন্নত দেশসমূহে কঠিন আযাবের রূপ নিয়েছে, আমেরিকায় বর্তমানে এইডস রোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ। অন্যদিকে আফ্রিকার এক সতর্কতামূলক অনুমানে এসংখ্যা ৭ কোটি ৫০ লক্ষ। [৪৬]

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী উন্নত দেশসমূহে শুধু এইডস থেকে বাঁচার জন্য ১৫০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার প্রতিবছর খরচ করতে হবে। [৪৭]

আমেরিকান সাইন্স বিশেষজ্ঞ ডা: স্টিকার এইডস সম্পর্কে তার এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে লিখেছে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র প্রধানদের গুরুত্বের সাথে এইডস সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, অন্যথায় একবিংশ শতাব্দীতে এইডসের কারণে অনেক অল্প লোক থাকবে যারা রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা রাখবে। [৪৮]

জন্মনিয়ন্ত্রণ

পাশ্চাত্যের যৌন স্বাধীনতার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের আগ্রাসনে কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা নিচের সংবাদসমূহ থেকে স্পষ্ট হবে :

ব্রিটেনে মুসলমানদের সংখ্যা খ্রিস্টানদের মেথুডাস্ট সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশি। ব্রিটিশ সংবাদ পত্র ডেইলী এক্সপ্রেস-এর তথ্য মতে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে

---

[৪৫]. ডা. সাইফুদ্দীন শাহিন লিখিত আল আমরায আল জিনসিয়া, পৃঃ ৪৩।
[৪৬]. তাকভীর, ১০ অক্টোবর, ১৯৯২ইং।
[৪৭]. ওক্কাজ, (আরবী দৈনিক) জিদ্দা, ৮ জুন, ১৯৯৩ইং।
[৪৮]. তাকভীর, ১০ অক্টোবর, ১৯৯২ইং।

যে মুসলমানদের নির্ভুল পারিবারিক পদ্ধতি, অথচ ইংরেজরা গার্ল ফ্রেন্ড বানিয়ে যৌবন পার করে দিচ্ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক ঔষধ ব্যবহার করছে, বিবাহ করে কিন্তু অধিকাংশ বিবাহ তালাকে রূপ নেয়, তাই তাদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় কমছে। [৪৯]

১৯৯১ ইং আমেরিকার লিখক কালাম নেগার বিনদায়েন বুরগ তাঁর "পহেলা আলমী কাওম" নামক গ্রন্থে লিখেছে যে, এটা মেনে নেয়ার যথেষ্ট বাধ্যকতা আছে যে, ভবিষ্যতে মুসলমানদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, যার একটি কারণ এই যে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি।[৫০]

জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণে ইউরোপ বিশ্ব যে দুশ্চিন্তায় ভুগছে তা এ সংবাদ থেকে অনুমান করা যাবে। রোমানিয়া সরকার এ আইন জারি করেছে যে, ৫টির কম সন্তান সম্পন্ন নারী এবং যাদের বয়স ৫৪ বছরের কম তারা গর্ভপাত করাতে পারবে না। সাথে সাথে যে দম্পতির কোন সন্তান নেই তাদের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হবে। অধিক সংখ্যক সন্তান সম্পন্ন পরিবারসমূহকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে। [৫১]

ইহুদী দম্পতিদেরকে শ্যেমন নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন বেশি করে সন্তান প্রসব করে, কেননা ইস্রাঈলীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, আর এভাবে লোক সংখ্যা কমতে থাকলে বিরাট জাতীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।[৫২]

১৯৯১ ইং আমেরিকার সৈন্যদের বিশেষ কনফারেন্সে এ পেশকৃত রিপোর্টে শুধু এ মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির আশংকাই প্রকাশ করা হয় নি বরং এও বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর অধিক জনসংখ্যা পূর্ণ এলাকাসমূহ বিশেষ করে মুসলমান দেশসমূহে যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লোক সংখ্যা কমানো জরুরি।[৫৩]

---

৪৯. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১২এপ্রিল, ১৯৯৬ইং।
৫০. তাকভীর, ৩০মে, ১৯৯৬ ইং।
৫১. জন্‌গ ,লাহোর, ২৫ জুন ১৯৮৬ইং।
৫২. জন্‌গ, লাহোর, ২৫ মে ১৯৮৬ইং।
৫৩. তাকভীর, ৩০ মে, ১৯৯৬ইং।

হায়! মুসলমানরা যদি এ বাস্তবতা অনুভব করতে পারত! যে আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশসমূহের পক্ষ থেকে পরিবার পরিকল্পনার জন্য যে বে-হিসাব সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলমান দেশসমূহের উপকার বা কল্যাণসাধন নয়, বরং তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিম দেশসমূহকে ঐ শাস্তি অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণের ফাঁদে ফেলা, যে ফাঁদে তারা নিজেরা ফেঁসে আছে। মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ বাণীতেই নিহিত আছে। "অধিক পরিমাণে সন্তান প্রসবকারী নারীদেরকে বিবাহ কর, কিয়ামতের দিন আমি অন্য নবীদের সাথে আমার উম্মতের আধিক্য নিয়ে গৌরব করব।" (আহমদ,ও তাবারানী)

আত্মহত্যার পরিমাণ বৃদ্ধি

বিশ্ব পরিচালনার উন্মাদনায় লিপ্ত কিন্তু বিশ্ব প্রভুর নাফরমান জাতিকে রাব্বুল আলামীন জীবনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত শান্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। ভোগ্যবাদী, মদপান ও ব্যভিচারে লিপ্ত বংশ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত জাতি, পাশ্চাত্যের নতুন প্রজন্ম অপরাধ, নৈরাশ্যতা, বিচ্ছেদের শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে নিজের পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজছে।[৫৪]

বিবিসির এক রিপোর্ট অনুযায়ী এ মুহূর্তে আমেরিকায় ২০ লাখ যুবক এমন আছে যারা নিজেদের শরীর যখম করে শান্তি অনুভব করছে। এদের মধ্যে ৯৯% যুবতী, বিশেষজ্ঞদের মতে, যুবকদের এ অভ্যাসে লিপ্ত হওয়ার কারণ হলো নৈরাশ্য এবং বিচ্ছেদ।[৫৫]

১৯৬৩ ইং আমেরিকার মতো উন্নত দেশে দশ লক্ষ লোক আত্মহত্যা করেছে।[৫৬]

---

৫৪. আমেরিকান সংবাদ পত্র লসএনজেলস টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকায় প্রত্যেক ২৩ সেকেন্ডে একজন নারীর সতীত্ব হরণ হচ্ছে। প্রতি চার সেকেন্ডে একটি করে চুরি হচ্ছে। প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি করে ডাকাতি, প্রতি ২০ সেকেন্ডে একটি সাইকেল চুরি হয়। ১৯৯৫ইং আমেরিকায় ২৩ হাজার ৩০০ শত ৫ জন খুন হয়েছে। এক লাখ দু'হাজার ছাপ্পান্ন জন মহিলা জোরপূর্বক ব্যভিচারের শিকার হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিটি আমেরিকী ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মানুসিকভাবে এ প্রস্তুতি নিয়ে বের হয় যে, যেকোন স্থানে তার উপর আক্রমণ হতে পারে। কেননা ভিড়ে পড়া নিজেকে ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখিন করার শামিল। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,৩ জানুয়ারি ১৯৯৬ইং) । প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র রাসা এজেন্সী এসওসী এইটেড প্রেস এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকায় ১৯৮৫ইং সালের তুলনায় আজ পর্যন্ত অপরাধের তালিকায় ১৩১% বৃদ্ধি পেয়েছে। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং) ১৯৯০ইং আমেরিকায় ৬ লক্ষ নারীর ইজ্জত হরণ করা হয়েছে, একই সাথে হত্যা, লুণ্ঠন এর পরিমাণ আরো বেশি। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,৩০ডিসেম্বর ১৯৯১ইং) ।

৫৫. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ১৯আগষ্ট ১৯৯৭ইং ।

৫৬. পাকিস্তান টাইমস, ২২ নভেম্বর ১৯৬৩ইং ।

মার্চ ১৯৯৭ ইং আমেরিকার এক ধর্মীয় দল Heavens Ga te ৩৯ সদস্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করেছে।

১৯৯৮ ইং গিয়ানা দক্ষিণ আফ্রিকার জোনসুজ শহরে ৯০০ লোক শান্তির আশায় বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। ১৯৭৫ ইং কানাডা, সুইজারলেন্ড ও ফ্রান্সে এ ধরনের গণআত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

১৭৭২ ইং ইউরোপের প্রসিদ্ধ ধর্মীয় দল দেসোলর ট্যামপল-এর আধ্যাত্মিক গুরুদের মধ্যেও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।[৫৭]

এ হলো ঐ সমাজব্যবস্থার ফল যার বাহ্যিক চাক চিক্যতার টানে আমাদের বিজ্ঞ নেতৃবর্গ এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মনে করে যে ঐ সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রাচ্যের নারীদের সমস্যার সমাধান করা যাবে এবং সমাজে তাদেরকে সম্মানজনক ও নিরাপদ পদে বসানো যাবে।

আসুন, ইসলামী সমাজব্যবস্থার উপরও একবার দৃষ্টি দেয়া যাক এবং ইনসাফপূর্ণ দৃষ্টিতে এর একটা ফায়সালা নেয়া যাক যে, কোন সমাজব্যবস্থা নারীর উপযুক্ত অধিকার সংরক্ষণ করেছে, আর কোন সমাজব্যবস্থা নারীর অধিকার হরণ করেছে। কোন সমাজ ব্যবস্থা নারীকে সম্মান ও নিরাপত্তা দিয়েছে এবং কোন সমাজ ব্যবস্থা নারীর সম্মান মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে?

ইসলাম কি চায়?

ইসলাম আল্লাহ্র নাযিলকৃত দ্বীন, যা আল্লাহ্ মানুষের মেজাজ ও স্বভাবের উপযোগী করে অবতীর্ণ করেছেন, এখানে কোন অতিরঞ্জনও নেই, আবার কোন কমতিও নেই। মানুষের মাঝে বিদ্যমান মানবতা ও পশুত্ব এ উভয় নিয়ে ইসলাম এমনভাবে বিশ্লেষণ করে যাতে মানুষের মাঝে মানবিক গুণাবলীই প্রকাশ পায়, পশুত্ব প্রকাশ না পায়। ইসলামী সমাজব্যবস্থাকে বুঝার জন্য শুরুতে বিবাহ সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে, এরপর ব্যক্তির পরিশুদ্ধতার জন্য ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছে শেষে পাশ্চাত্য ও ইসলামী সমাজব্যবস্থার একের সাথে অপরের তুলনামূলক একটি আলোচনা পেশ করা হয়েছে, আমি আশা করছি এতে পাঠকদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট গ্রহণে তাদের জন্য সহজ হবে।

---

[৫৭]. উর্দূ ডাইজেস্ট. (আসমানী দারওয়াজে কি টুকরে) জুন-১৯৯৭ইং।

বিবাহ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

বিবাহের সুন্নাতী খুতবা

বাসর রাতে স্বামী স্ত্রীর একত্রিত হওয়ার পূর্বে যখন উভয় শ্রেণীর অনুভূতিতে ঝড় বইতে থাকে তখন ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনবাসনা এবং উত্তাল অনুভূতিকে মানবিক সীমারেখার মাঝে রাখার জন্য ইজাব কবুলের সময় একটি অত্যন্ত সাহিত্যিকতাপূর্ণ খুতবার (বক্তব্যের) ব্যবস্থা রেখেছে, যেখানে আল্লাহ্‌র প্রশংসাও আছে, আবার জীবনের বিভিন্ন স্তরে সমস্যার সমাধানে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য কামনার শিক্ষা এবং অতীত জীবনের গোনাহসমূহের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার দিক নির্দেশনাও রয়েছে। আর ভবিষ্যত জীবনে নিজের মনের কু প্রবঞ্চনা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি মূল খুতবায় কুরআন মাজীদের তিনটি আয়াত পেশ করা হয়েছে যেখানে ঐ তিনটি আয়াতে চার বার তাকওয়া (আল্লাহ্ ভীতির) ব্যাপারে কঠোর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। (৯১ নং মাসআলা দ্র :)

ইসলামের পরিভাষায় তাকওয়া একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, তাকওয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, একা একা জীবন যাপন হোক আর সমাজ বদ্ধ, চার দেয়ালের ভিতর হোক আর বাহির, দিনের আলোতে হোক আর রাতের অন্ধকারে, সর্বদা এবং সর্বক্ষণ সন্তুষ্ট চিত্তে আগ্রহ নিয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর অনুসরণ ও অনুকরণের নাম তাকওয়া।

এখানে তাকওয়ার ব্যাপারে এত গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্য হলো এই যে, পরম আনন্দের মুহূর্তেও মানুষের মন-মানসিকতা, অঙ্গ-প্রতঙ্গ তথা সমস্ত শরীর এবং প্রাণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের তাবেদার থাকবে। শয়তানী ও অমানসিক চিন্তা চেতনা এবং কর্মকাণ্ড তাকে পরাভুত করবে না। এতদস্বত্ত্বেও ভবিষ্যত জীবনে স্বামীকে তার স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আর স্ত্রীকেও স্বামীর অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

আর স্বামীর উপর তার স্ত্রীর প্রতি স্বভাবগত যে অধিকার রয়েছে তা সে আদায় করবে এমনিভাবে স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রতি স্বভাবগত যে অধিকার রয়েছে তাও সে আদায় করবে। এ ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী উভয়ে আল্লাহ্‌র নির্ধারণকৃত সীমালংঙ্ঘন করবে না। বিবাহের খুতবা যেন সারা জীবনের জন্য একটি

সংবিধান যা নতুন প্রজন্মের ভিত্তি প্রস্তরের সময় প্রজন্মের কর্ণধারদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে উপহার দেয়া হয়েছে। বিবাহের খুতবা শুধু বর কনেকেই নয় বরং বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে। বিবাহের অনুষ্ঠানকে শুধু একটি আনন্দ উৎসবই নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের রূপ দিয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো এই যে–

প্রথমত : বর কনেসহ উপস্থিত লোকদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই থাকে যারা বিবাহের খুতবার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝে।

দ্বিতীয়ত : বিবাহের আয়োজকরাও আনন্দের এ পরম মুহূর্তে একথার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না যে, জীবনের এক নতুন অধ্যায় এবং অতীত জীবনের চেয়ে অধিক দায়িত্বপূর্ণ জীবন সফরে পদার্পনকারী দম্পতিকে ভবিষ্যতের উত্থান ও পতনের সম্ভাবনাময় রাস্তায় চলার পদ্ধতির দিক নির্দেশনামূলক এ খুতবার শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করানো যায়।

ভালো হয় যদি বিবাহের আয়োজকরা বা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্য কোন আলেম এ খুতবার অনুবাদ করে এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে দেয়, অনেক সৌভাগ্যবান ও কল্যাণকামীরা এ খুতবা থেকে বিবাহের বিধানসম্পর্কে অনেক দিকনির্দেশনা পেয়ে আজীবন অনুসরণ করতে পারবে। যা তাদের দাম্পত্য জীবনের সফলতার প্রমাণ হবে। আর এ বিবাহের মজলিশ শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে একটি কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ্ ।

বিবাহে অভিভাবকের অনুমতি ও সন্তুষ্টি

বিবাহের ব্যবস্থাপনার জন্য আজ পর্যন্ত ইসলামী ও প্রাচ্যেরদেশসমূহে এ নিয়মই আছে যে, মেয়েদের বিবাহ অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ঘরে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে উভয়ের পরিবারের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে বর-কনের জন্য কল্যাণময় দোয়া করে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদেরকে বিদায় জানায়। আর পিতা-মাতা আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয আদায় হলো। পিতা-মাতার চেহারায় প্রশান্তি, সম্মান ও তৃপ্তির

একটি স্পষ্ট ছাপ প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন থেকে পাশ্চাত্যের নির্লজ্জ সংস্কৃতি দেশে আসতে শুরু করল, তখন বিবাহের আরো একটি পদ্ধতি চালু হলো আর তাহলো ছেলে এবং মেয়ে গোপনে, চুরি করে, প্রেম করে এবং একে অপরের জন্য জান দেয়ার বা বেঁচে থাকার অঙ্গীকার করে, পিতা-মাতার নাফরমানী করে পালিয়ে গিয়ে দু' এক দিন নিখোঁজ থেকে হঠাৎ করে ছেলে মেয়ে আদালতে পৌঁছে গিয়ে ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিবাহ করে নেয়। আদালত এ বিবাহের ব্যাপারে এ ফাতাওয়া দিয়ে থাকে যে, "অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ জায়েয"। তারা তাদেরকে আদালত থেকে বিয়ের সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়, ফলে পিতা-মাতা লাঞ্ছনা ও অপমানের ছাপ নিয়ে আজীবন সমাজে নীচু হয়ে চলে। এ ধরনের আদালত বিয়েকে 'কোর্ট ম্যারেজ' বলে। এ ধরনের বিবাহ শুধু ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই নয় বরং প্রাচ্যের সমাজ ব্যবস্থারও বিরোধী। যার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, এ ধরনের বিবাহ ইসলামী ভাবধারায় বৈধ করা যাতে পাশ্চাত্যের স্বাধীন পিতা-মাতার কালচার মুসলিম দেশসমূহে চালু করা সহজ হয়।

বিবাহের সময় অভিভাবকের উপস্থিতি এবং তার সন্তুষ্টি ও অনুমতির ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের বিধি-বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট। কুরআন মাজীদের যেখানে নারীর বিয়ের নির্দেশ এসেছে সেখানে সরাসরি নারীকে সম্বোধন না করে তার অভিভাবককে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন "মুসলমান নারীদেরকে মুশরিকদের সাথে বিবাহ দিবে না যতক্ষণ না তারা মুসলমান না হয়"।[৫৮]

(সূরা বাকারা : আয়াত-২২১)

যার স্পষ্ট অর্থ হলো এই যে, নারী নিজে নিজে বিবাহ করার অধিকার রাখে না বরং অভিভাবককে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, সে যেন মুসলিম নারীকে মুশরিকদের সাথে বিবাহ না দেয়। অভিভাবকের সন্তুষ্টি এবং অনুমতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন বিবাহ বৈধ হবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা)

---

৫৮. অন্য আরো কিছু আয়াত-২:৪৩৪, এবং ২৪:৩৬।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, নারী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন বিবাহ করে ঐ বিবাহ বাতিল, ঐ বিবাহ বাতিল, ঐ বিবাহ বাতিল। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা)

ইবনে মাযায় বর্ণিত, এক হাদীসের ধারা বর্ণনা এত কঠোর যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে প্রতি ঈমানদার কোন নারী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন বিবাহের কল্পনাও করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "যে নারী নিজেই নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করে সে ব্যভিচারিণী মাত্র"।

এখানে দু'টি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে :

প্রথমত : যদি কোন নারীর অভিভাবক বাস্তবেই জালেম হয় এবং সে মেয়ের কল্যাণের চেয়ে নিজের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের অভিভাবকের অভিভাবকতা অকার্যকর হয়ে যায় এবং অন্য কোন নিকট আত্মীয় তার অভিভাবক হয়ে যাবে।

আর ভাগ্যক্রমে তার বংশে যদি অন্য কোন ভালো দ্বীনদার লোক না থাকে তাহলে ঐ গ্রাম বা ঐ শহরের দ্বীনদার বিচারক তার অভিভাবক হয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারবে।

নবী ﷺ বলেছেন : "যার কোন অভিভাবক নেই বিচারপতি তার অভিভাবক"। (তিরমিযী)

দ্বিতীয়ত : ইসলাম একদিকে যেমন নারীকে তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করা থেকে নিষেধ করেছে, এমনিভাবে অভিভাবককে নারীর অসন্তুষ্টিতে বিবাহ দেয়া থেকে নিষেধ করেছে। এক কুমারী মেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে অভিযোগ করল যে, তার পিতা তাকে এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছে যাকে সে অপছন্দ করে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দিলেন যে, যদি তুমি চাও তাহলে এ বিবাহ বন্ধনে তুমি থাকতে পার, আর যদি তা তোমার অপছন্দ হয় তাহলে তুমি এ বিবাহ বন্ধন ছিন্নও করতে পার।
(আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযা)

এমনিভাবে এক লোক তার বিধবা মেয়ের বিবাহ নিজের ইচ্ছামত দিয়ে দিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। (বোখারী)

এর অর্থ হলো এই যে, বিবাহে অভিভাবক এবং পাত্রী উভয়েরই অনুমতি অপরিহার্য। কোন কারণে যদি অভিভাবক ও পাত্রীর মধ্যে ঐক্যমত না হয়, তাহলে অভিভাবকের উচিত পাত্রীকে জীবনের উত্থান ও পতনের কথা স্মরণ করিয়ে উপদেশ দেয়া এবং তার ইচ্ছা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা, এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অভিভাবকের উচিত পাত্রীকে এমন পাত্রের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করা যাকে তার পছন্দ হয়।

বিবাহে অভিভাবক ও পাত্রী উভয়ের সম্মতিকে অপরিহার্য করে ইসলাম এমন এক ইনসাফ পূর্ণ ও ভারসাম্য সম্পন্ন রাস্তা অবলম্বন করেছে, যেখানে কোন পক্ষেরই হক নষ্টও করা হয়নি আবার কাউকে হেয় প্রতিপন্নও করা হয়নি।

কুরআন ও হাদীসের এ বিধি-বিধানে অবগতির পর একথা বলার কতটুকু অবকাশ থাকে যে, ছেলে এবং মেয়ে পিতা-মাতার অবাধ্য হবে? যৌবনের উন্মাদনায় পড়ে আদালতে যাওয়ার আগেই ছেলে এবং মেয়ে একে অপরের সংস্পর্শে এসে ভাবের আদান প্রদান করে এরপর হঠাৎ করে আদালতে গিয়ে বিবাহের নাটক করে বৈধ স্বামী-স্ত্রী হওয়ার দাবি করে?

যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ইসলামে বিবাহ বৈধ হয়, তাহলে ইসলামী সমাজব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার মধ্যে কি পার্থক্য থাকল? পাশ্চাত্যে নারীর এটাই তো 'স্বাধীনতা' যার ধ্বংসাত্মক পরিণতিতে স্বয়ং ওখানকার চিন্তাশীল শ্রেণী উৎকণ্ঠায় আছে। ১৯৯৫ ইং আমেরিকান ফাস্ট লেডি হিলারী ক্লিন্টন পাকিস্তান সফরে এসে ইসলামাবাদ কলেজের ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে এ মত ব্যক্ত করেছে যে, আমেরিকার সবচেয়ে বড় সমস্যা এই যে, ওখানে অবিবাহিত ছাত্রী এবং মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে যায়। এ সমস্যার এক মাত্র সমাধান এই যে, যুবক যুবতী চাই মুসলমান হোক আর খ্রিস্টান সবারই উচিত স্বীয় দ্বীন ও সামাজিক রীতি নীতির বিরুদ্ধাচারণ না করে দ্বীনী ও সামাজিকতা রক্ষা করে বিবাহ করা এবং পিতা-মাতার মর্যাদায় আঘাত না করা।[৫৯]

---

[৫৯]. রোজনামা জনগ,লাহোর,২৮ মার্চ,১৯৯৫ইং।

নারী পুরুষের সমান অধিকার

পাশ্চাত্যে নারী পুরুষের সমান অধিকারের অর্থ হলো : সবর্ত্র নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকবে, অফিস হোক বা দোকান, ফ্যাক্টরী হোক আর কর্ম ক্ষেত্র। হোটেল হোক বা ক্লাব, পার্ক হোক বা আনন্দশালা, নৃত্যশালা হোক বা মার্কেট, নারী পুরুষের সমান অধিকার বা নারী স্বাধীনতা বা নারীর অধিকারের এ দর্শন মানার প্রয়োজনীয়তা নারীদের নেই, বরং পুরুষেরই প্রয়োজন যাদের সামনে মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত : উৎপাদন বিপ্লবের জন্যে কল-কারখানা তৈরির পরিমাণ বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত : যৌন তৃপ্তিলাভ। অন্যভাবে বলা যায় যে, পাশ্চাত্যে নারী মুক্তি আন্দোলনের মূল সূত্র "পেট ও লজ্জাস্থান"। মূল কথা হলো পাশ্চাত্যে মানুষের জীবন এ দু'টি বিষয় কেন্দ্রীকই।[৬০]

এ জীবন দর্শন মানবজাতিকে পার্থিব জীবনে কি দিয়েছে এ বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি এখানে "নারী-পুরুষের সমান অধিকারের" ব্যাপারে ইসলামী জীবনব্যবস্থা আলোচনা করতে চাই। ইসলাম নারী পুরুষের মানসিক ও শারীরিক গুণাবলীর প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি রেখে উভয়ের পৃথক পৃথক অধিকার এবং পাওনা নির্ধারণ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়কে সমান চোখে দেখেছে আবার কোথাও কম আবার কোথাও বেশি। যে সমস্ত বিষয়ে উভয়কে সমমান দেয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

মর্যাদা সংরক্ষণ

ইসলামে মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য যে বিধান পুরুষের জন্য রাখা হয়েছে তা নারীর বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। কুরআন মাজীদে পুরুষদেরকে এ নিদের্শ দেয়া হয়েছে যে, তারা একে অপরকে যেন উপহাস না করে, একই নির্দেশ নারীদেরকেও দেয়া হয়েছে যে, তারা একে অপরকে যেন উপহাস না করে। নারী পুরুষকে সমানভাবে বলা হয়েছে যে তারা একে অপরকে মিথ্যা অপবাদ দিবে না। একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ডাকবে না। একে অপরের গীবত করবে না।[৬১]

---

৬০. কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ পেট নিয়ে সার্বিক চিন্তা বা লজ্জাস্থান নিয়ে সার্বিক চিন্তা থাকার এ নীতিবান মানুষকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। যার চেতনা শুধু এদু'টি বিষয়ই গুরুত্ব পায়, বা সে সর্বত্র উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, পানাহারের দ্রব্যাদীর ঘ্রাণ নেয়, এর পর সুযোগ হলেই লজ্জাস্থান নিয়ে মেতে উঠে। এছাড়া দুনিয়াতে তার আর কোন তৃতীয় কাজ নেই। (সূরা আ'রাফ : ১৭৬ নং আয়াত দ্রঃ)।

৬১. সূরা হুজুরাত। ১১-১২।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মুসলমান (নর ও নারী)-এর রক্ত, সম্পদ, সম্মান নষ্ট করা অপরের জন্য হারাম। (মুসলিম)

সম্মান মর্যাদার দিক থেকে নারীদের বিষয়টি পুরুষদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইসলাম নারীদের ইজ্জত ও মর্যাদা সংরক্ষণে পৃথকভাবে কঠোরতা আরোপ করেছে।

আল্লাহ্র বাণী : "যারা সতী-সাধবী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।" (সূরা নূর : আয়াত-২৩)

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : "যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ দেয় তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে।" (সূরা নূর : আয়াত-৪)

"আর নারীর সাথে ব্যভিচার করার শাস্তি একশ বেত্রাঘাত।" (সূরা নূর : আয়াত-২)

"আর যদি পুরুষ বিবাহিত হয় এবং ব্যভিচার করে তাহলে তার শাস্তি তাকে পাথর মেরে হত্যা করা।" (আবু দাউদ)

নবী ﷺ-এর যুগে এক মহিলা রাতের অন্ধকারে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে রাস্তায়, এক ব্যক্তি তাকে ধরে জোরপূর্বক তার সম্ভ্রমহানী করেছে, মহিলার চিৎকারে লোকেরা একত্রিত হয়ে ব্যভিচারীকে ধরে ফেলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পাথর মেরে হত্যা করার ব্যবস্থা করান এবং নারীটিকে মুক্ত করে দেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

নারীর ইজ্জত ও মর্যাদার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, ইসলাম এ বিষয়ে কোন অর্থ দণ্ডের ব্যবস্থা রাখেনি। আর না এই পন্থাকে গ্রহণযোগ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে একটি ছেলে কোন লোকের বাড়িতে কাজ করছিল, ছেলেটি ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করলে ছেলের বাপ এর শাস্তি হিসেবে তার স্বামীকে একশ বকরী এবং এক জন ক্রীতদাসী দিয়ে তাকে মানিয়ে নিল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বললেন : বকরী এবং ক্রীতদাস ফেরত নাও এবং ব্যভিচার কারী নারী-পুরুষের প্রতি ইসলামী শাস্তি প্রয়োগ করলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

নারীর ইজ্জত সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে এমন বিধানের কল্পনা ইসলামের পূর্বে কখনো ছিল না আর না ইসলাম আসার পর অন্য কোন মতাদর্শে আছে। অতএব বলা উচিত যে, নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম বিশেষ বিধান দিয়ে পুরুষের তুলনায় নারীকে বহুগুণ বেশি গুরুত্ব এবং উচ্চাসনে সমাসীন করেছে।

জীবন রক্ষা

মানবিক জীবন হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনের মর্যাদা সমান। আল্লাহ্র বাণী "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোন মুমিন নর ও নারীকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম। (সূরা নিসা : আয়াত-৯৩)

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তোমাদের প্রত্যেক (নর ও নারীর) রক্ত, সম্পদ অপরের জন্য হারাম করেছেন। (মুসনাদ আহমদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক ইহুদী একজন মহিলাকে হত্যা করেছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলার জীবনের বিনিময়ে ইহুদীকে হত্যা করেন।
(বোখারী কিতাবুত দিয়াত)

উল্লেখ্য, ইচ্ছাকৃত হত্যার ব্যাপারে ইসলাম নারী পুরুষের হত্যার ব্যাপারে খুনের বদলায় খুন এ নীতিতে কোন পার্থক্য করেনি।

যিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মী প্রজা)-দের অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মী প্রজাকে) হত্যা করল তার জন্য জান্নাত হারাম। (নাসায়ী)

জাহেলিয়াতের যুগে যেহেতু নারীর কোন মর্যাদা ছিল না বরং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে অকল্যাণের আলামত মনে করা হতো, তাই আল্লাহ্ তায়ালা নারীর জীবন সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

যখন জীবন্ত প্রথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (সূরা তাকভীর : আয়াত-৮-৯)

সৎ আমলের প্রতিদান

সৎ আমলের প্রতিদান নারী পুরুষ সমানভাবে পাবে। আল্লাহ্‌র বাণী : "পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মুমিন হয়ে সৎকর্ম করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে অপরিসীম জীবনোপকরণ। (সূরা মুমিন : আয়াত-৪০)

অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা হাদীদ : আয়াত-১৮)

সূরা আল ইমরানে বর্ণিত হয়েছে, "আমি তোমাদের পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে কোন লোকের আমল নষ্ট করব না তোমরা পরস্পর এক।" (১৯৫)

ইসলামে এমন কোন আমল নেই যার প্রতিফল পুরুষকে শুধু একারণে অধিক পরিমাণে দেয়া হবে যে সে পুরুষ। আর নারীকে একারণে কম দেয়া হবে যে সে নারী, বরং ইসলাম ফযীলতের মানদণ্ড করেছে তাকওয়াকে (আল্লাহ্ ভীতি) যদি কোন নারী পুরুষের মোকাবেলায় অধিক মোত্তাকী হয় তাহলে নিঃসন্দেহে নারীই আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম হবে। আল্লাহ্‌র বাণী– "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাবান যে অধিক মুত্তাকী"।

(সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

জ্ঞান অর্জন

জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারী সাহাবীদের শিক্ষার জন্য সপ্তাহে পৃথক দিন নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, যে দিন তিনি নারীদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। (বোখারী-কিতাবুল ইলম)

আয়েশা এবং উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম শিক্ষা এবং উম্মতের নিকট তা পৌঁছানোর ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নারীদেরকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বলেছেন : "আনসার নারীরা কত উত্তম যে, তারা দ্বীনের ব্যাপারে অবগত হতে লজ্জাবোধ করে না।" (মুসলিম)

কুরআন মাজীদের অনেক আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত বহু হাদীস এমন রয়েছে যা স্পষ্ট প্রমাণ করে, ইসলাম নারীদেরকে শুধু পুরুষদের ন্যায় ইসলামী জ্ঞান অর্জনের অনুমতিই দেয় না বরং তা তাদের জন্য অপরিহার্য করে। কুরআন কারীমে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, "হে ঈমানদাররা! তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ এবং তোমাদের পরিবারকেও বাঁচাও।

(সূরা তাহরীম : আয়াত-৯)

এখানে একথা স্পষ্ট যে, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা এবং পরিবারকে তা থেকে বাঁচাতে হলে নিজে এবং পরিবারের লোকদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য যা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।" (তাবারানী)

আলেমগণের মতে, মুসলমান বলতে এ হাদীসের উদ্দেশ্য শুধু পুরুষই নয় বরং মুসলমান নর ও নারী উভয়ই এখানে উদ্দেশ্য।

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইসলামী জ্ঞান অর্জনের যে পরিমাণ অধিকার পুরুষের আছে সে পরিমাণ অধিকার নারীরও আছে।

আর পার্থিব জ্ঞানের ব্যাপার হলো এই যে, ইসলামী বিধি-বিধানের অধীনে থেকে এমন জ্ঞান যা নারীদেরকে তাদের জন্য ইসলামী আদর্শ বিরোধী না হবে এবং কর্ম ক্ষেত্রে নারীর জন্য কল্যাণকর হবে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন নিষেধ নেই আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ। (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন)

মালিকানা স্বত্ত্ব

পুরুষের যেমন কোন বিষয়ে মালিকানা স্বত্ত্ব থাকে এমনিভাবে ইসলাম নারীর জন্যও মালিকানা স্বত্ত্ব সমুন্নত রেখেছে। নারী যদি কোন কিছুর মালিক হয় তাহলে অন্য করো এতে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। যেমন মোহরানা নারীর মালিকানা স্বত্ত্ব, এ তে তার পিতা, ভাই, এমনকি তার ছেলে স্বামীর হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। ইসলাম যেভাবে পুরুষের জন্য উত্তরাধিকার অংশ নির্ধারণ করেছে এমনিভাবে নারীর জন্যও উত্তরাধিকার অংশ নির্ধারণ করেছে। ইসলাম নারীর মালিকানা স্বত্ত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারে এত সতর্কতা অবলম্বন করেছে যে,

নারী যতই সম্পদশালী হোকনা কেন আর তার স্বামী যতই গরীব হোকনা কেন সর্বাবস্থায় স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর দায়িত্ব। স্ত্রী তার সম্পদ থেকে এক পয়সাও যদি খরচ না করে তবুও ইসলামের দৃষ্টিতে তার কোন পাপ হবে না। এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, স্ত্রীকে মোহরানা পাওনা ক্ষমা করে দেয়ার জন্য কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা বৈধ নয়।

তবে কোন স্ত্রী তার নিজের ইচ্ছায় যদি তা ক্ষমা করে দেয় তবে তা বৈধ, অন্যথায় নির্ধারণকৃত মোহরানা আদায় করা এমন ওয়াজিব যেমন কারো ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এ আশায় লক্ষ টাকা মোহরানা মেনে নেয় যে পরে তা ক্ষমা করিয়ে নিবে সে স্পষ্ট পাপে লিপ্ত হচ্ছে।

স্বামী নির্বাচন

ইসলাম পুরুষকে যেমন এ অধিকার দিয়েছে যে, সে তার স্বাধীনতা অনুযায়ী যে মুসলিম নারীকে বিবাহ করা পছন্দ করে তাকে বিবাহ করতে পারবে। এমনিভাবে নারীকেও ইসলাম এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে যে, সে তার স্বাধীনতা অনুযায়ী তার পছন্দনীয় ব্যক্তিকে স্বামী বাছাই করতে পারবে। কিন্তু কম বয়স এবং অভিজ্ঞতা স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম বিবাহের ব্যাপারে অভিভাবকের সন্তুষ্টির অপরিহার্য করেছে। যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

খোলা তালাকের অধিকার

ইসলাম পুরুষকে যেমন এ অধিকার দিয়েছে যে, তার অপছন্দনীয় নারীকে সে তালাক দিতে পারবে এমনিভাবে নারীকেও এ অধিকার দিয়েছে যে, সে তার অপছন্দনীয় স্বামীর কাছ থেকে তালাক দাবি করতে পারবে, যা নারী পরস্পর সমাঝোতা বা আদালতের মাধ্যমে হাসিল করতে পারবে।[৬২]

এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমাকে মোহরানা হিসেবে দেয়া বাগান ফেরত দিতে প্রস্তুত আছ? মহিলা বলল : হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি তখন

---

৬২. খোলা তালাকের বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থেও খোলা তালাক অধ্যায় দ্রঃ।

তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন যে, তার কাছ থেকে তোমার দেয়া মোহ্‌রানা ফেরত নাও এবং তাকে তালাক দিয়ে দাও। (বোখারী)

উল্লেখিত সাতটি ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে আর যে সমস্ত ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের চেয়ে কম অধিকার দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ–

১. **পরিবার পরিচালনা :** নারী পুরুষের শারিরীক গঠন এবং স্বভাবগত সক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয়ের কর্মসীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে ইসলামের ভূমিকা হলো এই যে, নারী পুরুষ স্ব স্ব শারীরিক গঠন এবং স্বভাবগত গুণাবলীর ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। শারীরিক গঠনের দিক থেকে বালেগ হওয়ার পর পুরুষের মধ্যে তেমন কোন শারীরিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না, শুধু মুখে দাড়ি, মোচ উঠা এবং শরীরে যৌবনশক্তি জাগ্রত হতে থাকে।

   পক্ষান্তরে নারীরা বালেগ হলে যৌবনশক্তি জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে আরো বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, প্রতি মাসে হায়েয (মাসিক) হওয়া এছাড়াও কিছু শারীরিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। নারীদের শ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতি, হজমী শক্তি, দেহ অবয়ব, শারীরিক ও চিন্তা শক্তি, এমনকি পুরা শরীরই এতে প্রতিক্রিয়াশীল হয়, বালেগ নারী পুরুষ ভালো করেই জানে যে, নারীকে প্রতি মাসে আল্লাহ্‌ এ কষ্টদায়ক অবস্থা দিয়ে শুধু এ জন্যই কষ্ট দেন যে মানব জাতির এ শ্রেণীটির সুস্থ থাকার বড় একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

   নারীদের বালেগ হওয়ার পর প্রতি মাসে এক সপ্তাহ, দশ দিন এ কষ্টে পড়তে হয়, এর পর গর্ভধারণকালে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করতে হয়, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর শারীরিক বিভিন্ন রোগের কারণে দুর্বল হওয়া, এরপর এ দুর্বলতার সময়ে দুবছর পর্যন্ত স্বীয় শরীরের রক্ত পানি করে বাচ্চাকে দুধ পান করানো, এরপর আবার একটি দীর্ঘসময় পর্যন্ত রাতের ঘুম হারাম করে বাচ্চা লালন পালন করা, শিক্ষা-দিক্ষা দেয়া, এ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পর আসলেই কি নারী জাতিকে এ অনুমতি দেয় যে, তারা ঘরের চার দেয়ালের বাহিরে গিয়ে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার পরিচালনার দায়িত্বে অংশগ্রহণ করবে?

মানব জাতির এ শ্রেণীটির কল্যাণে আল্লাহ্ বীজ বপন এবং ব্যয়ভার বহনের কোন দায়িত্বই তাদেরকে দেন নি?[৬৩]

স্বভাবগত গুণাবলীর দিক থেকে আল্লাহ্ পুরুষদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্ব, চাপ, কষ্ট, যুদ্ধ এবং ভয়-ভীতি কাটিয়ে উঠার মতো গুণে গুণান্বিত করেছেন। অথচ নারীদেরকে আল্লাহ্ অপরের স্বার্থকে অগ্রাধিকার, ত্যাগ, একনিষ্ঠতা, সহ্য, কোমলতা, লাজুক, সুন্দর, মনলোভা, মনভুলানো ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করেছেন। নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক দৈহিক গঠন এবং গুণাবলী কি একথা স্পষ্ট করে প্রমাণ করে না যে, নারীর কর্মস্থল ঘরের ভিতর থাকাই মানবজাতির এ অংশটির উপযুক্ত স্থান। ওখানে বাচ্চাদের লালন পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, পানাহার এবং ঘরের অন্যান্য কাজে আঞ্জাম দেয়া তাদের কাজ। আর পুরুষের কাজ স্বীয় স্ত্রী, ছেলে মেয়েদের জন্য উপার্জন করা, নিজের পরিবারকে সমাজের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে সংরক্ষণ করা, দেশের সেবায় নিয়োজিত হওয়াসহ অন্যান্য কাজ করা। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করার পর ইসলাম তাদের উভয়ের অধিকারও নির্ধারণ করেছে। তাই ঘরের পরিচালনায় আল্লাহ্ পুরুষদেরকে কর্তৃত্বশীল করেছেন।

আল্লাহ্র বাণী :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ .

অর্থ : "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, এ জন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে"। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্ পুরুষকে স্বভাবগত ভাবেই ঘরের দায়িত্বশীল করে সৃষ্টি করেছেন আর নারীকে স্বভাবগতভাবেই পুরুষের কর্তৃত্ব এবং তার মুখাপেক্ষী করে রেখেছেন।

---

৬৩. মানবজাতির এ শ্রেণীটির কল্যাণে তাদেও প্রতি ঘরোয়া গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকায় আল্লাহ তাদেরও জন্য জেহাদেরও মত ফযিলতপূর্ণ ইবাদতের বিকল্প হিসেবে তাদেও জন্য হজ্বকে জিহাদের সমতুল্য করেছেন।

পুরুষকে তার পরিবারের কর্তা নির্ধারণ করার পর তার উপর এ দায়িত্বও অর্পণ করেছেন যে, সে তার ছেলে-মেয়েদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে, তাদের সাথে ভালো এবং সদাচারণ করবে, আর নারীর দায়িত্ব হলো সে তার স্বামীর খেদমতে কোন প্রকার কোন ত্রুটি করবে না এবং তার সম্পদ সংরক্ষণ করবে এবং প্রতিটি বৈধ কাজে তার অনুসরণ করবে।

২. **ভুলকৃত হত্যায় অর্ধেক রক্তপণ :** কর্ম জীবনে ইসলাম পুরুষের দায়িত্ববোধকে নারীর দায়িত্ববোধের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব বহন করা, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করা, সমাজে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা, এ কাজে আঞ্জাম দিতে গিয়ে বাধা ও কষ্টের সম্মুখীন হওয়া, এমনকি এ কাজে জীবন বাজি রাখা, দেশ ও সমাজের শত্রুদের হাত থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করা ইত্যাদি সমস্ত কাজের দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। দায়িত্বশীলতার এ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম নারী-পুরুষের রক্তপণের মধ্যেও পার্থক্য করেছে। তাই ভুলকৃত হত্যায় নারীর রক্তপণ পুরুষের অর্ধেক রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইচ্ছাকৃত হত্যায় নারীপুরুষের রক্তপণ সমান সমান। কিন্তু ভুলকৃত হত্যায় রক্তপণ অর্ধেক হওয়ার অর্থ এ নয় যে, মানব আত্মা হিসেবে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে। মানব আত্মা হিসেবে ইসলাম উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য রাখেনি। এর স্পষ্ট বর্ণনা আমরা ইতোপূর্বে করেছি।

রক্তপণের পার্থক্য আমরা এ উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারব যে, দু'টি সেনাদলের মাঝে যখন কোন যুদ্ধ হয়, যুদ্ধ শেষে যখন উভয়পক্ষ বন্দী বিনিময় করে, তখন সাধারণ সৈন্যের বিনিময়ে সাধারণ সৈন্যের বিনিময়তো হয় কিন্তু কোন জেনারেলের বিনিময় কোন সাধারণ সৈন্যের সাথে কখনো হয় না। অথচ মানুষ হিসেবে একজন সাধারণ সৈন্য এবং একজন জেনারেল একই, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে (যুদ্ধের ময়দানে) এ দুজনের মর্যাদা ভিন্ন, তাই একজন জেনারেলের বিনিময় হয় কখনো কখনো হাজার হাজার সৈন্যের সাথে। ইসলামও নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র ইনসাফ ভিত্তিক ভিন্ন করেছে।

৩. **উত্তরাধিকার :** ইসলাম সর্বাবস্থায় নারীকে অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে মুক্ত রেখেছে, সে যদি স্ত্রী হয় তাহলে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে তার স্বামী, যদি মা হয় তাহলে তার ছেলে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে, যদি বোন হয় তাহলে তার ভাই তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। যদি মেয়ে হয় তাহলে তার পিতা তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেবে। স্ত্রী হওয়ার কারণে সে শুধু মোহরানারই হকদার নয় বরং যদি কোন নারী জমিদারও হয় আর তার স্বামী নিঃস্ব হয় তবুও স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের খরচ বহন করতে বাধ্য নয়। পুরুষের এ দায়িত্ব এবং নারীর এ অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম নারীকে তার উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক অংশ দিয়েছে।

আল্লাহ্‌র বাণী :

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

অর্থ : "একজন পুরুষের অংশ দু'জন মহিলার অংশের সমান।"
(সূরা নিসা : আয়াত-১১)

৪. **স্মরণ শক্তি এবং নামাযে কমতি :** একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা সদকা কর এবং তাওবা কর, আমি পুরুষদের তুলনায় জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাধিক্য দেখেছি। এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কারণ কি? তিনি বললেন : তোমরা অধিক পরিমাণে লা'নত কর এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। কম বুদ্ধি এবং দ্বীনি আমল কম হওয়া সত্ত্বেও কোন চৌকশ পুরুষকে বোকা বানিয়ে দাও। ঐ মহিলা আরো জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন দিক থেকে নারীরা দ্বীন ও বুদ্ধির দিক থেকে পিছিয়ে? তিনি বললেন : তাদের স্মরণ শক্তি কম হওয়ার প্রমাণ হলো এই যে, দু'জন নারী সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান। আর দ্বীনি আমল কম হওয়ার প্রমাণ হলো প্রতি মাসে কয়েক দিন করে তারা নামায আদায় করতে পারে না এবং রমযানেও কয়েক দিন রোযা রাখতে পারে না। (মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত, বাব আত্ তারগিব ফিস সাদাকা) হাদীসে নারীদের জ্ঞান এবং দ্বীনি আমল কম হওয়ার যে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা অস্বীকার করার কারো কোন সুযোগ নেই।

একথা স্মরণে রাখা চাই যে, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ.

অর্থ : "নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী ও অকৃতজ্ঞ।"
(সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৪)

كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا.

অর্থ : "মানুষতো খুবই দ্রুততা প্রিয়।" (সূরা মায়ারেজ : আয়াত-১৯)

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا.

অর্থ : "মানুষ তো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে।
(সূরা মা'রিজ : আয়াত-১৯)

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا.

অর্থ : "নিশ্চয় মানুষ যালেম ও অজ্ঞ"। (সূরা আহযাব : আয়াত-৭২)

এ সমস্ত আয়াতগুলোতে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের স্বভাবগত দুর্বলতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। এমনিভাবে নারীদের স্মরণ শক্তি কম, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাননি বরং তাদের স্বভাবগত দুর্বলতার কথাই তুলে ধরেছেন।

উল্লেখিত হাদীস থেকে এ ভুল বুঝা মোটেও ঠিক হবে না যে, নারীদেরকে সর্বদিক থেকে কম বুদ্ধি ও দ্বীনি আমলে পিছিয়ে আছে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে তারা কম বুদ্ধি স্মরণ শক্তির দিক থেকে, আর দ্বীনি আমলে পিছিয়ে নামাযের দিক থেকে, এছাড়া কত নারীই ইসলামী মাসআলা মাসায়েল বুঝার দিক থেকে পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে, আবার কত নারীই এমন আছে যাদের দ্বীন, বিশ্বাস, সৎ আমল, তাকওয়া হাজার পুরুষের দ্বীন, বিশ্বাস, সৎ আমল, তাকওয়া থেকে উত্তম। নবী ﷺ এর যুগে তাঁর স্ত্রীগণ ও মহিলা সাহাবীরা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৫. **আকীকা :** আকীকার ক্ষেত্রেও ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে, অনেকের ধারণা এ পার্থক্যও নারী পুরুষের মর্যাদার দিক থেকে করা হয়েছে। যেমন ইতি পূর্বে আমরা রক্তপণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (সঠিক বিষয়ে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন)

ছেলে হলে দু'টি বকরী কুরবানী করতে হবে, আর মেয়ে হলে একটি বকরী। (তিরমিযী)

৬. **বিয়ের অভিভাবক :** ইসলাম নারীকে না নিজে নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করার অনুমতি দিয়েছে না অন্য কোন নারীর বিয়ের অভিভাবক হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন : "কোন নারী অন্য কোন নারীর বিয়ের অভিভাবক হতে পারবে না এবং কোন নারী নিজে নিজের বিয়েরও অভিভাবক হতে পারবে না। যে নারী নিজে নিজের বিয়ের অভিভাবক হবে সে ব্যভিচারিনি। (ইবনে মাযা)

৭. **তালাকের অধিকার :** ইসলাম পুরুষকে তালাকের অধিকার দিয়েছে নারীকে নয়। (সূরা আহযাব ৪৯ নং আয়াত দ্র:)

ইসলামের প্রতিটি বিধানে কি পরিমাণ হিকমতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা থেকে অনুমান করা যাবে, যেখানে পুরুষদের সাথে সাথে নারীদেরও তালাকের অধিকার রয়েছে, সেখানে এত অধিক পরিমাণে তালাক হচ্ছে যে, এর ফলে লোকেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই বাদ দিয়েছে এতে করে বংশীয় ধারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

বংশীয় ধারা রক্ষার জন্য জরুরি ছিল এই যে, তালাকের অধিকার উভয়ের মধ্যে কোন একজনকেই দেয়া হবে, চাই স্ত্রীকে বা স্বামীকে। পুরুষকে এ কাজের অধিকারী তার স্বভাবগত অভ্যাসের দিক থেকে সে সবচেয়ে বেশি হকদার বলে বিবেচিত হয়। যে তালাকের অধিকারী শুধু সেই, অবশ্য প্রয়োজন অনুযায়ী নারীকে ইসলাম খোলা তালাকের অধিকার দিয়েছে।

৮. **নবুওয়াত, জিহাদ, বড় ইমামতি (নেতৃত্ব) ছোট ইমামতি ইত্যাদি :** নবুওয়াতের দায়িত্ব, তরবারীর মাধ্যমে জিহাদ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ও তা পরিচালনা করা (বড় ইমামত) এ তিনটি কাজ অত্যন্ত কষ্টকর, বিপদজনক, পরীক্ষা নিরীক্ষার দাবি রাখে, তাই এ জন্য দরকার অত্যন্ত শক্তিশালী, দৃঢ় প্রত্যয়, লৌহমানব,

তাই ইসলাম এ তিনটি কাজের দায়িত্ব শুধু পুরুষদেরকেই দিয়েছে, নারীদেরকে এ থেকে দূরে রেখেছে। এমনকি নামাযে পুরুষের ইমামতি (ছোট ইমামতি) থেকেও নারীদেরকে দূরে রাখা হয়েছে।

উল্লেখিত ৮টি বিষয়ে ইসলাম পুরুষকে নারীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, আর তা নেকী, তাকওয়ার বিচারে নয় বরং তার শক্তি ও যোগ্যতার স্বভাবগত গুণবলীর কারণে।

ইসলাম পুরুষের মোকাবেলায় নারীদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে তা এখানে আলোচনা করাও অত্যন্ত প্রয়োজন। অতএব নিচে তা আলোচনা করা গেল।

মা হিসেবে নারী

এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট সবচেয়ে উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন : তোমার মা, সে আবার জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা, সে তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা, সে চতুর্থ বার জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা। (বোখারী)

পরিবারে নারীকে পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি মর্যাদা দেয়া এটা ইসলামের দেয়া মর্যাদা ও সম্মানজনক স্থান, বিশ্বব্যাপী "নারী অধিকার" সংগঠনসমূহ শতাব্দী ব্যাপী আন্দোলন করলেও পৃথিবীর কোন দেশ, আদর্শ, আইন তাদেরকে এ মর্যাদা দিতে পারবে না। মুসলিম পরিবারে নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কর্মজীবন শুরু করলে পুরুষের সহযোগিতায় তার এ কর্মজীবন সহজ হয়ে যায়, এরপর তার সন্তান হয়, তখন তার মর্যাদা ঐ পরিবারে আরো বৃদ্ধি পায়, এরপর যখন নাতী নাতনী হতে শুরু করে তখন সে সঠিক অর্থে একটি পারিবারিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নায়িকা হয়ে যায়। একদিকে স্বীয় স্বামীর তত্ত্বাবধানে তার মর্যাদা বাড়তে থাকে আবার অন্য দিকে ৪০/৫০ বছরের ছেলে নিজের মায়ের সামনে কোন কথা বলার সাহস করে না, ঘরের গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ে সিদ্ধান্ত এ মায়ের ইচ্ছা অনুপাতেই হয়। নাতী নাতনীরা সর্বদা তার সেবায় নিয়োজিত থাকে যাতে দাদী অসন্তুষ্ট না হয়, আর দাদীও তার এ বাগানের ফুল ও কলি দেখে দেখে আনন্দিত হয় যে, তাদের জীবনটা নিরর্থক ছিল না। আল্লাহ্‌র দেয়া দায়িত্ব তারা আদায় করেছে; নিজের চোখের সামনে নিজের বংশের ধারা থেকে চোখে মুখে আত্মতৃপ্তি এবং শান্তির ছাপ ফুটে উঠে।

হায় নারী অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ কি একবার চিন্তা করার সুযোগ পাবে যে ইসলাম তাদেরকে কি মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে?[৬৪]

আমরা একথা স্বীকার করতে মোটেও লজ্জাবোধ করছি না যে, ইসলাম নারীকে মা হিসেবে পুরুষের উপর তিনগুণ মর্যাদা দিয়েছে। আর একথা লিখতেও আমরা কোন চিন্তা করছি না যে, পুরুষকে নারীদের উপর ৮টি ক্ষেত্রে তাদের স্বভাবগত গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে মর্যাদা দিয়েছে। ঐ সমস্ত লোক যারা প্রতিটি উপলক্ষে ইসলামের বিষয়ে নারীকে পুরুষের সমতুল্য করার রোগে আক্রান্ত রয়েছে, তাদেরকে আমরা একথা জিজ্ঞেস করতে চাই যে, পৃথিবীর কোন্ ধর্মে বা কোন্ কানুনে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দেয়া হয়েছে? যদি তা না হয় (বাস্তবে তা নেইও)তাহলে আমরা তাদেরকে এ আহ্বান করব যে, পৃথিবীর অন্যান্য নিয়ম-কানুনের ন্যায় ইসলামও যদি নারীকে পুরুষের সমান অধিকার না দেয়, তাহলে এতে লজ্জা ও পরাজয়ের এমন কি আছে। নারী এবং পুরুষের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের বণ্টন নীতি সমস্ত মতাদর্শের তুলনায় যথেষ্ট ইনসাফপূর্ণ, ইসলাম আজ থেকে ১৪শত বছর পূর্বে নারীকে যে অধিকার দিয়েছে অন্যান্য মতাদর্শ হাজারো চেষ্টার পরও আজ পর্যন্ত তাদেরকে সে অধিকার দেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়?

---

[৬৪]. পাশ্চাত্য চাক চিক্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার মানসিকতা নিয়ে দিন রাত অতিক্রমকারী মনযোগ দিয়ে চিন্তা করুন, যে বিয়েকে পুরুষের গোড়ামী বলে বিবেচনা করা হয়, তারা অবিবাহিত থেকে যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টি রঙ্গ মঞ্চে পরিণত হয়, আজ এখানে কাল ওখানে, যখন যৌবনে ভাটা পড়ে তখন তার চাহিদাও কমে আসে, সমস্ত আনন্দ বেদনায় পরিণত হতে শুরু করে, হাঠাৎ মনে হয় অতীতের সমস্ত আনন্দ একটি স্বপ্ন ছিল মাত্র। এখন তার ডানে বামে, সামনে পিছনে কোন সুহৃদয় এবং সহমর্মি নেই, বিশাল জীবন মরুভূমির বৃক্ষলতার ন্যায় একক মনে হয়, তখন বার্ধক্য অতিবাহিত করার জন্য তাকে কোন বিড়াল বা কুকুরকে সাথী হিসেবে বেছে নিতে হয়।

শ্বশুর-শাশুড়ীর অধিকার

আমাদের দেশের ৯০% অধিবাসী বা এরও অধিক এমন যারা বিয়ের পর পরই নিজের ছেলে এবং তার বউয়ের জন্য পৃথক ঘর করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। কিছু দিন বা কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক দিন পর্যন্ত ছেলে ও তার বউকে, পিতা-মাতার সাথেই থাকতে হয়, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এমন অনেক আছে যারা তাদের ছেলেকে শুধু এ আশায় বিবাহ করায় যে, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করার মতো ঘরে আর কেউ নেই, তাই ছেলেকে বিবাহ করানো হয়। বউ হিসেবে ঘরের একজন সাহায্যকারী হয়ে যাবে। এ কারণেই কিছু দিন আগেও পুরানো লোকেরা স্বীয় সন্তানকে আত্মীয়তার বন্ধন করানোর সময় আত্মীয়তার এ সম্পর্ককে খুবই গুরুত্ব দিত। সাধারণত খালা, ফুফু, চাচা, মামা ইত্যাদি নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেদের মাঝে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করত। পিতা-মাতা নিজের সন্তানকে শ্বশুরালয়ে বিদায় জানানোর সময় নসিহত করত যে, "হে মেয়ে! যে ঘরে তোমার বর যাত্রা হচ্ছে ওখানেই তোমার মৃত্যু হওয়া চাই"। অর্থাৎ- এখন থেকে আজীবন তোমার জীবন মরণ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ঐ ঘরকে কেন্দ্র করেই হবে। এর ফল দাঁড়াত এই যে, বউ তার শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের পিতা-মাতার ন্যায় সম্মান করত, তাদের সেবা করতে কোন লজ্জা বোধ করত না, এ বউ শাশুড়ীর মাঝে প্রচলিত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তারা শান্তি ও আরামদায়ক জীবন যাপন করত।

যখন থেকে পাশ্চাত্যে সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ আসক্তি শুরু হলো, তখন থেকে একটি নতুন চিন্তা সৃষ্টি হতে লাগল। আর তাহল, বউয়ের জন্য শ্বশুরালয়ে সেবা করা জরুরি নয়, এমন কি স্বামীর জন্য খাবার পাকানো, কাপড় ধোয়া এবং ঘরের অন্যান্য কাজ কর্ম করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব নয়, আর স্বামীও তার স্ত্রীর নিকট এগুলো চাইতে পারবে না, বাস্তবেই কি তা ঠিক?

আসুন যুক্তির মাধ্যমে তা যাচাই করা যাক যে, এ রেওয়াজ কি ইসলাম সম্মত না ইসলামের নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ ভক্তি প্রকাশ করা হচ্ছে।

স্বামীর সেবা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর বাণী এত স্পষ্ট এবং এত অধিক যে এবিষয়ে অসুসন্ধানের কোন অবকাশ নেই। এখানে আমরা শুধু তিনটি হাদীস সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করব :

১. স্বামী তার স্ত্রীর জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম। (আহমদ, তাবারানী, হাকেম, বাইহাকী)
২. যদি আমি কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে স্ত্রীকে অনুমতি দিতাম যে সে যেন তার স্বামীকে সেজদা করে। (তিরমিযী)
৩. জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা এজন্য অধিক হবে যে তারা তাদের স্বামীদের অকৃতজ্ঞ। (বোখারী)

একথা স্পষ্ট যে, রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর জন্য খাবার পাকাত, তাঁর বিছানা বিছিয়ে দিত, তাঁর কাপড় ধুয়ে দিত, এমনকি তাঁর মাথাও চিরুনী করে দিত, রাসূল ﷺ-এর কথা এবং তার পবিত্র স্ত্রীগণের আচরণের পর এমন কোন বিধান আছে যা থেকে একথা প্রমাণ করা যাবে যে, স্বামীর জন্য খাবার পাকানো, কাপড় ধোয়া এবং ঘরের অন্যান্য কাজ করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব নয়?

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.

অর্থ : "এর পরও তারা কোন কথায় ঈমান আনবে"? (সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৮৫)

শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একথা স্মরণে রাখা দরকার যে, দ্বীন ইসলাম মূলত একটি ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, দয়া, অনুগ্রহ এবং সম্মানের দ্বীন। এক বৃদ্ধ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতে আসলে উপস্থিত লোকেরা ঐ বৃদ্ধকে রাস্তা দিতে দেরী করল তখন দয়ার নবী বললেন : "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে সম্মান করে না এবং আমাদের বৃদ্ধদেরকে তাদের মর্যাদা দেয় না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

ইমাম তিরমিযী তার কিতাবে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, কাবশা বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় শ্বশুর আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্য ওজুর পানি আনল, তাকে ওজু করানোর জন্য, কাবশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ওজু করাতে শুরু করল, তখন একটি বিড়াল এসে পাত্র থেকে পানি পান করতে লাগল, আবু কাতাদা পাত্রটি বিড়ালের সামনে রাখল এবং বলল : রাসূল ﷺ বলেছেন : "বিড়াল নাপাক নয়"। (তিরমিযী)

এ হাদীস থেকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মাহিলা সাহাবীরা শ্বশুরালয়ের খেদমতে আঞ্জাম দিত। শ্বশুরালয়ে সেবা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে, রাসূল ﷺ সন্তানদের জন্য তাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত লাভের মাধ্যম নির্ধারিণ করেছেন। (ইবনে মাযা)

যার অর্থ হলো এই যে, সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার সেবা করা, তাদের আনুগত্য করা, সর্বাবস্থায় তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা জরুরি, এর সাথে সাথে স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীদেরকে তাদের জান্নাত বা জাহান্নাম লাভের মাধ্যম নির্ধারণ করা হয়েছে। পুরা পরিবার পিতা-মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, ছেলে (স্বামী) স্ত্রী (বউ) পরস্পরের মাঝে এমন ভাবে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের দুনিয়া ও পরকালীন বিষয়ে একজনকে অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ছেলে তার পিতা-মাতার সেবা করতে বাধ্য, স্ত্রী তার স্বামীর সেবা করতে বাধ্য, তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, ছেলে দিন-রাত পিতা-মাতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবে অথচ স্ত্রীর জন্য শ্বশুরালয়ে কাজ করা ওয়াজিব নয়। আর স্ত্রী এ ফাতোয়ার চাদর উড়িয়ে আরামে ঘুম পাড়তে থাকবে? যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে ইসলাম যেহেতু শ্বশুর শাশুড়ীর আলাদা হকের কথা কোথাও পাওয়া যায় না, অতএব বউয়ের জন্য শ্বশুরালয়ে সেবা করা ওয়াজিব নয়, তাহলে তুমি অনুমান করতে পারবে যে, এ দর্শন পরিবার ধ্বংস করতে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে?

এর প্রতিরোধের প্রথম কাজ হবে এই যে, স্বামী তার শ্বশুর-শাশুড়ী (স্ত্রীর পিতা-মাতা) এড়িয়ে চলবে, শেষে উভয় পরিবারের মাঝে পরস্পরের মুহব্বত, আন্তরিকতা, দয়া, সম্মানের স্থলে বেয়াদবী, অসৌজন্য, অহংকার, অসন্তুষ্টি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি হবে। এতে শুধু মুরুব্বীদের জীবনকেই বিঘ্ন করবে না বরং স্বয়ং স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও ঝগড়ার সৃষ্টি করবে। এ দর্শন পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় তো গ্রহণযোগ্য যেখানে সন্তানদেরকে পিতা-মাতা সন্তান মনে করে না।

দ্বিতীয়ত : আর যদি সন্তানকে সন্তান মনেও করে তাহলে ছেলের স্বীয় পিতা-মাতার সাথে এতটা সম্পর্কহীন হয়ে যায় যেমন বউ। কিন্তু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এ দর্শন গ্রহণযাগ্য হওয়া কি করে চিন্তা করা যায়?

সন্তান লালন-পালনের ইসলামী ব্যবস্থা

ব্যক্তি সমষ্টির নাম সামাজ, আর ব্যক্তি সমাজের একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ, ইসলাম সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত করে ব্যক্তি থেকে, যাতে করে সৎ ও চরিত্রবান লোক তৈরি হয়ে একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির সংস্কারের লক্ষ্যে ইসলামের লালন-পালন ব্যবস্থা বুঝার জন্য মানব জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়–

১. গর্ভধারণ থেকে ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত।

২. ভূমিষ্ট হওয়া থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত।

৩. বালেগ হওয়া থেকে বিবাহ পর্যন্ত।

৪. বিয়ের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

প্রথম স্তর : গর্ভধারণ থেকে ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত

এটি একটি গ্রহণীয় বাস্তবতা যে, সন্তানদের ভালো বা মন্দ হওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ধর্মভীরুতা, আল্লাহ্ ভীতি, সৎ, চরিত্রবান, কর্মকাণ্ড, অভ্যাস বিরাট ভূমিকা রাখে। আবার পিতা-মাতার মধ্য থেকে মায়ের চিন্তা -চেতনা, উৎসাহ, অভ্যাস, জ্ঞান, চরিত্রের ছাপ সন্তানদের উপর পিতার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে ইসলাম বিয়ের সময় মেয়েদের ধর্মভিরুতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

নবী বলেছেন : "নারীদেরকে চারটি বিষয় দেখে বিবাহ করবে :

১. ধন-সম্পদ, ২. বংশাবলী, ৩. সৌন্দর্য, ৪. ধর্মভীরুতা,

তোমাদের হাত ধূলায় ভূলুণ্ঠিত হোক, তোমাদের উচিত ধর্মভিরু নারীকে বিবাহ করে সফলকাম হওয়া। (বোখারী)

আমরা এখানে ওমর -এর শিক্ষামূলক ঘটনাটি উল্লেখ করতে চাই যা রাসূল -এর বাণীর একটি বাস্তব ব্যাখ্যা।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি রাতে শহর ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, এক রাতে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গেলেন এবং একটি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে গেলেন, ইতোমধ্যে ভিতর থেকে

একটি আওয়াজ আসল, এক মহিলা তার মেয়েকে বলছে : "উঠ দুধে সামান্য পানি মিশাও" মেয়েটি বলল : "মা আমীরুল মুমেনীন দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন", মা উত্তরে বলল : "কোন আমীরুল মুমেনীন এখানে এসে তা দেখতেছে উঠ পানি মেশাও"। মেয়ে বলল : মা আমীরুল মুমেনীন তো দেখছে না কিন্তু আল্লাহ্ তো দেখছেন"। সকাল হতেই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে বলল : "তাড়াতাড়ি ওমুক বাড়িতে যাও এবং দেখ তার মেয়ের বিবাহ হয়েছে না হয় নি" জানা গেল, মেয়ে বিধবা, তিনি কোন প্রকার চিন্তাভাবনা না করে ঐ মেয়ের সাথে তাঁর ছেলে আসেমের বিবাহ করিয়ে দিলেন। আর ঐ মেয়ের সন্তানদের মধ্য থেকেই পঞ্চম খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

গর্ভাবস্থায় মায়ের চিন্তা-চেতনা ও অভ্যাস ছাড়াও মায়ের নিত্য দিনের কর্মকাণ্ড যেমন : তথ্যমূলক কথা বার্তা, পড়ার মতো বই পুস্তক, পত্রিকা, শোনার মতো ক্যাসেট এবং অন্যান্য পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় আওয়াজ, দৃষ্টি পড়ার মতো বিষয়সমূহ, মূর্তি ইত্যাদি সব কিছুই গর্ভজাত সন্তানের উপর প্রতিক্রিয়া করে। তাই ইসলাম প্রথম দিন থেকেই এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, যে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক আচার আচরণের সময়ও যেন শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা থেকে বাঁচা যায় এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন ছিন্ন না হয়। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে প্রথম সাক্ষাতে স্বামীর উচিত স্ত্রীর জন্য এ দোয়া করা, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ স্ত্রীর কল্যাণ কামনা করছি এবং যে অভ্যাস দিয়ে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ সেই ভালো কামনা করছি এবং তোমার নিকট এ স্ত্রীর অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করছি, তুমি তাকে যে অভ্যাস দিয়ে সৃষ্টি করেছ তার অক্যল্যাণকর দিক থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" (আবু দাউদ)

সহবাসের পূর্বে যখন স্বামী স্ত্রী পৃথিবীর সবরকম আকর্ষণ ও অবস্থা সম্পর্কে বে-খবর থাকে, তখনও ইসলাম চেষ্ট করেছে যে তাদের এ কামনার এ মুহূর্তটি যেন লাগামহীন এবং স্বামী স্ত্রীর এ সম্পর্ক শুধু একটি শারীরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং তাদের মিলনের উদ্দেশ্য যেন সৎ সন্তান লাভ করা হয়, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাইবে, তখন তার এ দোয়া পড়া উচিত। "হে আল্লাহ! তুমি

আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং ঐ জিনিসকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ।" (বোখারী ও মুসলিম)

গর্ভধারণের পূর্বেই ইসলাম স্বামী স্ত্রীকে আল্লাহ্র স্মরণাপন্ন হওয়ার জন্য, আল্লাহ্র নিকট ভালো কাজের তাওফিক কামনা করার জন্য এবং খারাপ কাজ থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছে, ইসলাম স্বামী স্ত্রী উভয়ের কামনা, চিন্তা-চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা সব কিছুকেই খারাপ থেকে ভালোর দিকে, পাপ থেকে সওয়াবের দিকে, অকল্যাণ থেকে কল্যাণের প্রতি ফিরাতে চেয়েছে, যাতে করে গর্ভধারণকালে স্বামী স্ত্রীর আচার আচরণে ভালো ও সওয়াবের কাজে অগ্রাধিকার পায় এবং আগত সন্তানটিও ভালো ও সওয়াবের কাজের গুণাবলী নিয়ে পৃথিবীতে আসে।

দ্বিতীয় স্তর : জন্ম থেকে নিয়ে বালেগ হওয়া পর্যন্ত

বাচ্চার জন্মের পর সর্বপ্রথম তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এর পর কোন সৎ এবং দ্বীনি আলেমের মাধ্যমে তাহনিক[৬৫] ও বরকতের দোয়া করানো সুন্নাত।

সপ্তম দিনে বাচ্চার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র নামে আকীকা করা এবং ভালো নাম রাখা সুন্নাত।[৬৬] এ সমস্ত কর্মকাণ্ড বাচ্চাকে ভালো এবং সৎ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নবী ﷺ বলেছেন : "যখন বাচ্চা সাত বছর বয়সে উপনিত হবে, তখন তাকে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দাও, যখন দশ বছর বয়স হয়, তখন যদি নামায না পড়ে তাহলে তাকে মারধর করে নামায পড়াও, আর তাদের শোয়ার স্থান বিছানা পৃথক পৃথক করে দাও। (বোখারী)

চিন্তা করুন নবী ﷺ বলেছেন : এ ছোট নির্দেশে বাচ্চাদেরকে সুশিক্ষা দেয়ার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ দিক নিদের্শনা রয়েছে। নামায পড়ার পূর্বে বাচ্চাকে পায়খানা, পেশাব, ওজু, গোসল ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশ

---

৬৫. কোন মিষ্টি জিনিস যেমন খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেয়াকে তাহনিক বলে।

৬৬. মন বিজ্ঞানীদের মতে ভালো নাম মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং কর্মকাণ্ডে বিরাট প্রভাব ফেলে। নবী বলেছেন, "আল্লাহ্রও নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান"। (মুসলিম)

দিতে হবে, বাচ্চাকে পবিত্রতা এবং পবিত্র স্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে, মসজিদ এবং অস্থায়ী নামাযের স্থান (মুসল্লা) সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। ইমামতী এবং জামায়াতে নামাযের শিক্ষা দিতে হবে, এ সমস্ত বিষয়গুলো থেকে অলৌকিকভাবে বাচ্চাদের মধ্যে পবিত্রতা এবং নিয়ম শৃঙ্খলা মোতাবেক জীবন চলার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

উল্লেখিত হাদীসের শেষ অংশে এ নির্দেশ এসেছে যে, দশ বছর বয়সে বাচ্চার বিছানা বা সম্ভব হলে রুম পৃথক করে দাও। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, ঘুমের সময় মানুষের অবস্থা কি হয়, রুম পৃথক করার মধ্যে হিকমত হলো বাচ্চাদের মধ্যে আল্লাহ্ স্বভাবগত যে লজ্জাবোধ দিয়েছে তা শুধু স্থায়ী হবে না বরং একান্ত আরামের মুহূর্তে নাবালেগ বাচ্চাকে স্বীয় পিতা-মাতার কাছে আসার সময় অনুমতি নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে ইসলাম সম্ভ্রম, পবিত্রতা, লজ্জা, এমন এক উচ্চ মাপকাঠি রেখে দিয়েছে, যা অন্য কোন মতাদর্শে কল্পনাও করা যায় না, আল্লাহ্র বাণী :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ـ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ـ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং এশার নামাযের পর, (যখন তোমরা বিছানায় শুতে যাও)। (সূরা নূর : আয়াত-৫৮)

বালেগ হওয়ার পর এ সমস্ত বিধি-বিধানগুলো বাচ্চাদের মধ্যে বদঅভ্যাস কমিয়ে তোলে এবং অলৌকিকভাবে তাদের মধ্যে পাক পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তৃতীয় স্তর : বালেগ হওয়া থেকে বিবাহ পর্যন্ত

বালেগ হওয়া মাত্র নারী-পুরুষের উপর ঐ সমস্ত বিধি-বিধান কার্যকর হয়ে যায় যা ইতিপূর্বে নাবালেগ থাকার কারণে তাদের উপর তা কার্যকর ছিল না। [৬৭]

বালেগ হওয়ার পর ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শ্রেণীগত আকর্ষণ জাগ্রত হয়, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অলৌকিকভাবে আকর্ষণ তৈরি হয়, ইসলাম এ আকর্ষণকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিধানের মাধ্যমে পূর্ণতা, উত্তম ব্যবস্থাপনা, হিকমতের সাথে বিয়ের পর্যায় পর্যন্ত যৌন কদর্যতা থেকে মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, এ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ নিম্নরূপ :

১. **মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) গাইরে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ অবৈধ) আত্মীয়দের ভাগ :** মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী বাচ্চা অনুভূতির বয়স পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে এটা জেনে যায় যে, তার সাথে ঘরে বসবাসকারী সমস্ত সদস্য যেমন– দাদা, দাদি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, এত মর্যাদাবান যে, এখানে যৌন আকর্ষণের কল্পনা করাও অন্যায়, পিতা-মাতা, ভাই-বোন এরপর কিছু দূরের আত্মীয় আছে যাদের সাথে আজীবন সম্পর্ক থাকে এবং এক পর্যায়ে মানুষ তাদের সাথে গণ্ডোগোল করতেও বাধ্য হয়। যেমন– চাচা, মামা, ফুফী, খালা ইত্যাদি। এরাও সম্মানিত আত্মীয়[৬৮] নির্ধারণ করে শরীয়ত নারী পুরুষদের চর্তুপার্শ্বে সম্মানিত আত্মীয়দের এমন এক শ্রেণী বিন্যাস করে দিয়েছে, যাতে মানুষের শ্রেণীগত আকর্ষণে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ তৈরি না হওয়ার সুযোগ থাকে। সম্মানিত আত্মীয়দের এ শ্রেণীর বাহিরে গাইরে মাহরাম আত্মীয় বা পর আত্মীয়দের সাথে শ্রেণীগত আকর্ষণে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ প্রতি মূহূর্তেই হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ওখানে ইসলাম অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার বর্ণনা পরবর্তীতে আসছে।

---

[৬৭]. উল্লেখ্য ছেলেদের জন্য বালেগ হওয়ার আলামত হলো স্বপ্নদোষ হওয়া, আর মেয়েদের জন্য মাসিক হওয়া।

[৬৮]. সম্মানিত আত্মীয়দের সম্পর্কে জানতে এ গ্রন্থে "সম্মানিত আত্মীয়" অধ্যায় দ্রঃ।

২. **পর্দাপূর্ণ পোশাক পরিধানের নির্দেশ :** ঘরে সাধারণ চলাফিরার সময়ও ইসলাম নারী-পুরুষকে এ নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন এমন পোশাক পরিধান করে যা দিয়ে তাদের আবরিত থাকার অঙ্গসমূহ খোলা না থাকে। পুরুষের সতর (সব সময় ঢেকে রাখার অঙ্গ) নাভী থেকে নিয়ে টাখনু পর্যন্ত। নবী ﷺ বলেছেন পুরুষের নাভীর নিচ থেকে টাখনুর উপরের অংশ ঢেকে রাখতে হবে। (দার কুতনী)

আর নারীদের ঢেকে রাখার অঙ্গ হলো হাত, পা, চেহারা ব্যতীত সমস্ত শরীর। নারীদেরকে রাসূল ﷺ এ নিদের্শ দিয়েছেন, যখন মেয়ে বালেগা হবে, তখন তার চেহারা ও হাতের কবজী ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অঙ্গ খোলা রাখা ঠিক নয়। (আবু দাউদ)

পর্দাযুক্ত পোশাক এটাও যে, পোশাক এত পাতলা ও চাপা না হওয়া যে কারণে ঢেকে রাখা অঙ্গ-প্রতঙ্গ বুঝা যাবে। নবী ﷺ বলেনে : এমন নারী যারা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ থাকে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর না তারা কখনো জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে। (মুসলিম)

উল্লেখ্য, পর্দাপূর্ণ এ পোশাক ঘরের মাহরাম আত্মীয় (দাদা, বাপ, ভাই ইত্যাদির) জন্য। গাইরে মাহরাম আত্মীয় বা পর পুরুষের সাথে পর্দা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যার বর্ণনা পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আসবে।

৩. **অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশের নির্দেশ :** বালেগ হওয়ার পর ঘরের পুরুষ (বাপ-ভাই বা ছেলে)-কে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন তারা স্বীয় ঘরে প্রবেশ করবে তখন যেন তারা অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে, [৬৯] চুপ করে ঢুকে যাবে না, যাতে করে এমন না হয় যে, ঘরের মেয়েরা (স্ত্রী ব্যতীত) এমনভাবে না থাকে যে অবস্থায় তার জন্য দেখা নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র বাণী :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ـ

---

৬৯. ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি হলো এই যে, দরজায় দাঁড়িয়ে আসসালামু আলাইকুম বলবে ভিতর থেকে ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম বলে উত্তর আসলে ভিতরে যাবে আর না হয় অপেক্ষা করবে।

এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা।

(সূরা নূর : আয়াত-৫৯)

নিজের ঘরের নারীদের প্রতি এত নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে ইসলাম নারী পুরুষের মাঝে লজ্জা শরমের অনুভূতিকে পাকা করতে চায়, যাতে ঘরের বাহিরে গাইরে মাহরাম নারী পুরুষ একে অপরের সাথে বেপরোয়া কথাবর্তা, অসামাজিক মেলা মেশার অনুভূতিই তাদের মধ্যে না জাগে।

৪. **পর্দা করার নির্দেশ :** ঘরের নারীদের প্রতি এ নির্দেশ যে তারা তাদের আবরিত রাখার অঙ্গ (হাত, পা, চেহারা ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীর) পরিপূর্ণভাবে আবরিত করে থাকবে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মুসলিম নারীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তাদের চেহারাকেও ঢেকে রাখবে, নবী ﷺ-এর যুগে মহিলা সাহাবীগণ কঠোরভাবে এ নির্দেশ পালন করতেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বীয় হজ্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : হজ্ব করার সময় পুরুষদের কাফেলা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমরা আমাদের চাদর মুখের উপর ঝুলিয়ে দিতাম।

(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ)

উল্লেখ্য, ইহরামের সময় ইহরাম অবস্থায় নারীদের চেহারা না ঢাকার নির্দেশ রয়েছে, যা স্বয়ং চেহারা ঢেকে রাখার বড় প্রমাণ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে "নাহনু" আমরা মহিলা সাহাবীগণ এ শব্দ দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ-এর যুগে চেহারা ঢেকে রাখার অভ্যাস শুধু নবী ﷺ -এর পবিত্র স্ত্রীগণের মাঝেই ছিল না বরং সমস্ত মহিলা সাহাবীগণের মাঝে তা পরিপূর্ণভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট ব্যক্তিরা চেহারার পর্দা থেকে বিরত থাকার জন্য কুরআনের আয়াত ও হাদীসের উপর বিশেষভাবে গবেষণা চালিয়েছে, কিন্তু আমাদের নিকট মূল বিষয় দলীলই নয় বরং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানই মূল বিষয়। তাই আমরা গবেষণার প্রতি গভীর দৃষ্টি না দিয়ে এখানে একটি জাপানি মাসআলা "খাওলা লাকাতা" যে জাপানে জন্মগ্রহণ করেছে, আর

ফ্রান্সে লেখা-পড়া করেছে এবং ওখানেই মুসলমান হয়েছে, মিশর ও সউদী আরবেও ভ্রমণ করে পর্দার ব্যাপারে প্রচারিত কিছু কিছু দিক তথ্যহীনভাবে বর্ণনা করেছে।[৭০]

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি শর্ট প্যান্ট ব্যবহার করতাম, মিনি স্কার্ট ব্যবহার করতাম, কিন্তু এখন আমার লম্বা পোশাক আমাকে আনন্দিত করেছে, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একজন রাজকন্যা। প্রথমবার পর্দা করার পর আমি নিজেকে নিরাপদ ও পবিত্র মনে করলাম, আমার অনুভূতি হলো যে আমি আল্লাহ্‌র খুবই নৈকট্য লাভ করেছি, আমার পর্দা শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনই ছিল না বরং আমার আক্বীদার বড় একটি বহিঃপ্রকাশও ছিল, পর্দাকারী মুসলিম নারীরা জনবহুল কোন স্থানেও তাদেরকে চেনা যায় যে, সে মুসলমান, পক্ষান্তরে অমুসলিমদের আক্বীদা (বিশ্বাস) তাদের কথা থেকেই বুঝা যায়।

'মিনি স্কার্ট' অর্থাৎ যদি তোমার আমার কোন প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে নিতে পার, আর পর্দা পরিষ্কার করে নিষেধ করে যে আমি তোমার জন্য নিষিদ্ধ"।

"গরমের সময় সবাই গরম অনুভব করে কিন্তু আমি পর্দা করাকে স্বীয় মাথা ও গর্দানকে কু-কামনার বিষাক্ত দৃষ্টি থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।"

"আগে আমার বিস্ময় লাগত যে, মুসলিম বোনেরা কি করে বোরকা ব্যবহার করে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, এটা মূলত অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, যখন নারী এত অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন আর কোন সমস্যা হয় না, প্রথমবার আমি যখন নেকাব ব্যবহার করি, তখন আমার খুব ভালো লাগছিল, এত বিস্ময়কর লাগছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, নিজেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্বশীল বলে মনে হচ্ছিল, যা সুপ্ত আনন্দ থেকে অনুভূত হচ্ছিল, আমার নিকট একটি ভাণ্ডার ছিল যার ব্যাপারে কেউ জানত না, আর যা পরপুরুষের দেখার অনুমতি ছিল না।"

---

৭০. বিস্তারিত জানার জন্য তরজমানুল কুরআন, মার্চ ১৯৯৭ইং দ্রঃ।

"যখন আমি ঠাণ্ডার সময়ের বোরকা তৈরি করলাম। তখন সেখানে চোখ ঢাকার জন্য মোটা নেকাবও তৈরি করলাম, এখন আমার পর্দা পরিপূর্ণ হয়ে গেল, এতে আমার একটু আরাম অনুভূত হলো, এখন ভিড়ের মধ্যেও আমার কোন চিন্তা থাকে না, আমার মনে হলো যে, আমি পুরুষের জন্য দেখা নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছি, চোখ ঢাকার আগে ঐ সময়ে আমার খুব অস্বাভাবিক লাগত যখন আমার চোখ কোন পুরুষের চোখে পড়ত, চোখের নেকাব আমাকে কাল গ্লাসের ন্যায় পর পুরুষের বিষাক্ত দৃষ্টি থেকে সংরক্ষণ করেছে।"

সম্মানিত জাপানি মুসলিম রমনীর উল্লেখিত চিন্তা চেতনাসমূহে পাশ্চাত্যা প্রেমীদের বিরোধিতাসমূহের উত্তর রয়েছে, এতে ঐ মুসলিম নারীদের জন্য উপদেশও রয়েছে যাদের শুধু ওড়না ব্যবহার করাই জানের দুশমন বলে মনে হয়।[৭১]

মূল বিষয় হলো এই যে, সমাজে অশ্লীলতা ও বে-হায়ার ক্যান্সার বিস্তার করা, বিপরীত লিঙ্গের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করা এবং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকে বৃদ্ধি করার বড় কারণ বে-পর্দা। অথচ পর্দা শুধু মুসলিম সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ নয় বরং গোপন দেখা সাক্ষাৎ এবং প্রকাশ্য প্রেমসহ সর্বপ্রকার ফেতনার দরজা বন্ধ করার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর মাধ্যমও বটে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, প্রিয় জন্মভূমি (লেখকের) সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মাঝে বেপর্দা এমনভাবে বিস্তার লাভ করছে যে, পর্দাশীল মহিলা খুঁজেও পাওয়া যায় না, তবে আল্লাহ্ যাদের প্রতি রহম করেছেন তাদের কথা ভিন্ন।

---

৭১. এখানে আমরা এক পাকিস্তানী রমণী শাহনাজ লাগারীর কথার উল্লেখ করব। যে গত ৯ বছর থেকে পাকিস্তানে বোরকা ব্যবহার করে কেপটেন পাইলট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, এমন কি পাকিস্তানের উইমেন এসোসিয়েশনের চেয়ার পারসন এবং ইন্টার ন্যাশনাল হিযাব তাহরিকের প্রধানেরও দায়িত্ব পালন করছে, সে এক দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলছে, যখন আমি পঞ্চম শ্রেণীতে ছিলাম তখন আমার পিতা-মাতা আমাকে পর্দা করাতে শুরু করেছে, মেয়েরা আমার সাথে ঠাট্টা করত, কিন্তু আমি বোরকা ছাড়ি নি, এখন সমগ্র বিশ্বের মেয়েরা আমার রেফারেন্স দেয় যে, যদি শাহনাজ বোরকা ব্যবহার করে বিমান চালাতে পারে তাহলে আমরা বোরকা ব্যবহার করে অন্য কোন কাজ কেন করতে পারব না? সে আরো বলেছে যে, তাকে বিভিন্ন মুসলিম বিশ্ব থেকে আকর্ষণীয় অফার দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন ঐ সমস্ত দেশে গিয়ে বোরকা ব্যবহার করে বিমান চালাই। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,২৭ নভেম্বর, ১৯৯৭ইং)। উল্লেখিত ঘটনা থেকে এ বিরোধিতার সমাধানও হয়ে গেল যে পর্দা নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা নয়।

৫. **দৃষ্টি অবনত করা :** সমাজকে অবাধ যৌনর্চচার বিস্তার থেকে রক্ষার জন্য পর্দা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। আর দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, যাতে সমস্ত নারী-পুরুষ স্ব স্ব ঈমান ও আক্বীদার আলোকে আমল করে, দৃষ্টি অবনত রাখার অর্থ হলো পুরুষ নারীর প্রতি বা নারী পুরুষের প্রতি দৃষ্টি না দেয়, একে অপরকে দেখবে না, কোন প্রকার সম্পর্ক গড়বে না, প্রেম করবে না। বলা হয় যে, চোখ শয়তানের তীরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর, প্রেম-ভালোবাসার ঘটনাবলীতে চোখে চোখ পড়া, চোখের ইশারা ইঙ্গিত, চোখে চোখে কথার আদান প্রদান এবং কথাবার্তা বলার আগ্রহ প্রত্যেক বালেগ নারী ও পুরুষের হতে পারে। চোখে চোখ রেখে আনন্দ উপভোগ করাকে রাসূল ﷺ চোখের ব্যভিচার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "হে মুহাম্মদ! মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, এটা তাদের জন্য উত্তম।" (সূরা নূর : আয়াত-৩০)

নারীদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখার ব্যাপারে এভাবে নিদের্শ দেয়া হয়েছে যে,"হে মুহাম্মদ! ঈমানদার নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। (সূরা নূর : আয়াত-৩১)

উল্লেখ্য, অনিচ্ছা সত্ত্বে হঠাৎ কোন দৃষ্টি পড়াকে ইসলাম ক্ষমা করেছে, দ্বিতীয় বার ইচ্ছা করে দৃষ্টি দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন : হে আলী! নারীদের প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বে প্রথম দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিবে না। কেননা প্রথমটি ক্ষমা যোগ্য দ্বিতীয়টি নয়। (আবু দাউদ)

৬. **নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ :** নারী পুরুষের সংমিশ্রণ উভয়ের মাঝের শ্রেণীগত আকর্ষণ, সৌন্দর্য, আবেগ, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন, এ সমস্ত স্বভাবগত দুর্বলতাকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে বালেগ হওয়ার পর নারী-পুরুষের সংমিশ্রিত অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিতি এবং একে অপরের প্রতি দৃষ্টি ফেলে কত সিদ্ধান্তই না নিয়ে ফেলে, এরপর গোপন সম্পর্ক, সাক্ষাৎ, প্রেম-ভালোবাসার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়।

যা ঘর থেকে পালানো, কুপথে পরিচালিত হওয়া, মামলা, কোর্ট ম্যারেজ থেকে নিয়ে হত্যা, আত্মহত্যাও হয়ে থাকে। এ সমস্ত ফেতনার মূল বেপর্দা এবং নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ। তাই ইসলাম সমাজে অশ্লীলতা, বে-হায়াপনা বিস্তার এবং সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্ন করে এমন সমস্ত মাধ্যমগুলোকে নিষেধ করে।

নারী-পুরুষের সংমিশ্রণকে দূর করার জন্য ইসলাম নারীদের জন্য কিছু বিধি-বিধানের মধ্যে ভিন্নতাও এনেছে। যেমন : পুরুষের জন্য জামাত বদ্ধ নামায ওয়াজিব, কিন্তু নারীদের বেলায় এখানে শিথিলতা আনা হয়েছে। পুরুষের জন্য মসজিদে নামায পড়া উত্তম, আর নারীদের জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম। পুরুষের জন্য জুমআর নামায ওয়াজিব, নারীদের জন্য তা ওয়াজিব নয়, পুরুষদের জন্য জিহাদ ওয়াজিব নারীদের জন্য তা নয়, জানাযার নামায পুরুষদের জন্য ফরযে কেফায়া, নারীদের জন্য তা নয়। নারীদের ব্যাপারে ইসলামের এ সমস্ত বিধানসমূহ সামনে রেখে একথা অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, যে দ্বীন সমাজকে শ্রেণীগত আকর্ষণ এবং উন্মুক্ত যৌন চর্চা থেকে বাঁচানোর জন্য নারী-পুরুষের সংমিশ্রিত ইবাদতের অনুমতি দেয় নি, ঐ দ্বীন সংমিশ্রিত অনুষ্ঠান, নাটক, খেলা-ধুলা, শিক্ষা, চলাচল ও রাজনীতির অনুমতি কি করে দিতে পারে?

দুঃখজনক হলো এই যে, আমাদের দেশে জীবনের সকল স্তরে নির্দিধায় এবং নির্লজ্জভাবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ইসলামের এ বিধানটির অমান্য চলছে, সমস্ত জাতিকে আল্লাহ্‌র গজবে নিপতিত করার জন্য এটাই যথেষ্ট। নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ এতটা ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, এর চিকিৎসাকারীরা নিজেরাও এ রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে, অধঃপতনের এ পর্যায়ে জাতির অবস্থা পরিবর্তনের কোন আলো এখোনো চোখে পড়ছে না। (একমাত্র আল্লাহ্‌ই এ অবস্থা পরিবর্তন করতে পারেন)

৭. **আরো কিছু উত্তেজনামূলক পথ নিষিদ্ধকরণ** : ইসলাম যেহেতু সমাজকে পারত পক্ষে শ্রেণীগত উত্তেজনা এবং যৌনতার বহিঃ চর্চা থেকে মুক্ত রাখতে চায়। তাই যেখানে ইসলাম অশ্লীলতা এবং বে-হায়ার বিস্তারকারী

বড় বড় সম্ভাবনাগুলোকে যেমন মূলতপাটন করেছে, এমনিভাবে ছোট ছোট কিন্তু অত্যন্ত বিপদজনক এমন বিষয়গুলোতেও বিধিবদ্ধতা রেখে সর্বপ্রকার চোরাই পথসমূহ বন্ধ করেছে।

নিচে আমরা এমন কিছু বিষয় আলোচনা উপস্থাপন করছি।

ক. **সুগন্ধি ব্যবহার করে ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ :** নবী ﷺ-এর বাণী : "যে নারী নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে চায় সে যেন (সুগন্ধি দূর করার জন্য) এমনভাবে গোসল করে যেমন সহবাসের পর গোসল করা হয়।" (নাসায়ী)

খ. **গাইরে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) তাদের সাথে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ :** নবী ﷺ এর বাণী : কোন নারী মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ অবৈধ) ব্যতীত পর পুরুষের সাথে যেন না মেশে এবং না তার সাথে কোথাও ভ্রমণ করবে। (মুসলিম)

নবী ﷺ-এর বাণী : স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর কাছে যাবে না, কেননা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের সাথে এমনভাবে চলে যেমন শরীরে রক্ত চলাচল করে। (তিরমিযী)

গ. **গাইরে মাহরামকে স্পর্শকরণ নিষিদ্ধ :** নবী ﷺ-এর বাণী : গাইরে মাহরামকে স্পর্শ করার চেয়ে উত্তম হলো এই যে, ঐ পুরুষ স্বীয় মাথায় লোহার শিক ঢুকাবে। (ত্বাবারানী)

ঘ. **একে অপরের গোপন অঙ্গ দেখা নিষিদ্ধ :** নবী ﷺ -এর বাণী : কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী কোন নারীর গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না। (মুসলিম)

ঙ. **এক সাথে শোয়া থেকে নিষিদ্ধকরণ :** নবী ﷺ-এর বাণী : কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সাথে একই চাদরের নিচে শুবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর সাথে একই চাদরের নিচে শুবে না। (মুসলিম)

চ. **গাইরে মাহরামদের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ :** আল্লাহ্‌র বাণী : "হে নবী! আপনি ঈমান আনয়নকারী নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে।

আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে, তারা যেন তাদের আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। (সূরা নূর : আয়াত-৩১)

উল্লেখ্য, শুধু হাত ও চেহারা ব্যতীত যে সমস্ত অঙ্গ যা সচরাচর খোলা থাকে তা ছাড়া নারীর সমস্ত শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছতর। যা ঘরের ভিতর স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামদের সামনেও ঢেকে রাখতে হবে। সৌন্দর্য বলতে বুঝায়, ঘরের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে চিরুনী করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, সুরমা ব্যবহার করা, মেহেদী ব্যবহার করা, ভালো কাপড় ব্যবহার করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, যা শুধু মাহরামদের সামনে প্রকাশ করা যাবে।[৭২]

গাইরে মাহরামদের ব্যতীতও ইসলাম বেহায়া এবং চরিত্রহীন নারীদের সামনেও সৌন্দর্য প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করেছে, যাতে তারা সমাজে ফেতনা সৃষ্টি না করতে পারে।

ছ. গাইরে মাহরাম পুরুষদেরকে বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ শোনানো নিষিদ্ধ : নবী ﷺ-এর বাণী : নামায রত অবস্থায় কোন প্রয়োজনে (যেমন ইমামের ভুল) পুরুষরা সুবহানাল্লাহ্ বলবে, কিন্তু নারীরা হাতে তালি দিবে।
(বোখারী ও মুসলিম)

একারণেই নারীদের আযান দেয়ার অনুমতি নেই।

জ. গান বাদ্য নিষিদ্ধ : নারী ও পুরুষের শ্রেণীগত আকর্ষণকে উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম গান বাদ্য, সিনেমা, আর এ গানের সাথে যদি চলমান ছবিও থাকে তাহলে তা এমন এক দ্বিমুখী শয়তানী অস্ত্র হয়ে যায়, যা শ্রেণীগত আকর্ষণে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মানুষকে জন্তু করে তোলার জন্য যথেষ্ট। তাই রাসূল ﷺ সর্বপ্রকার নেশা ও গান শোনা নিষেধ করেছেন। আর যারা তা অমান্য করে তাদেরকে আল্লাহ্ কঠিন শাস্তির পূর্বাভাস দিয়েছেন। নবী ﷺ-এর বাণী "এ উম্মতের মাঝে ভূ-ধ্বস, আকৃতির পরিবর্তন, আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার মাধ্যমে শাস্তি হবে।

---

৭২. যে সমস্ত আত্মীয়দের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা বৈধ তারা হলো- পিতা, দাদা, উপর পর্যন্ত, নানা উপর পর্যন্ত, স্বামীর বাপ, স্বামীর দাদা উপর পর্যন্ত, তার নানা উপর পর্যন্ত ইত্যাদি, ছেলে,নাতী, নিচ পর্যন্ত, মেয়ের ছেলে নিচ পর্যন্ত ইত্যাদি, ভাই, ভায়ের ছেলে, তার নাতী, যত নিচে যাক, তার মেয়ের ছেলে, যত নিচে যাক, বোনের নাতী যত নিচে যাক, বোনের মেয়ের ছেলে যত নিচে যাক ইত্যাদি।

কোন এক সাহাবী আরয করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ এটা কখন হবে? তিনি বললেন : যখন নারী গান বাদ্য করবে, বাদ্যযন্ত্র ব্যাপকতা লাভ করবে এবং মদ পান করা হবে। (তিরমিযী)

ঝ. **চরিত্র বিনষ্টকারী পত্র পত্রিকা :** নারীদের উলঙ্গ ও অর্ধালুঙ্গ রঙ্গিন ছবি প্রকাশ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, এমনকি সাহিত্যের নামে অশ্লীল নোভেল এবং অন্যান্য চরিত্র বিনষ্টকারী পত্র-পত্রিকা সমাজে অশ্লীলতা বে-হায়াপনা বিস্তারের জন্য একটি বড় শয়তানী হাতিয়ার, আল্লাহ্ এ ধরনের অশ্লীল পত্র-পত্রিকা প্রচারণার কারণে কুরআনে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ্র বাণী : "যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখেরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি"। (সূরা নূর : আয়াত-১৯)

৮. **বিয়ের নির্দেশ :** ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে ইসলাম বিবাহ করার নির্দেশও দিয়েছে, যা শুধু বংশীয় ধারাকেই শক্তিশালী করবে না বরং মানুষের মাঝে হায়া শরম ও সম্ভ্রমবোধও জাগ্রত করবে, নবী ﷺ এর বাণী : বিবাহ চোখকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। (মুসলিম)

তিনি আরো বরেছেন : "বিবাহ ঈমানের অর্ধাংশ"। (বায়হাকী)

বিয়ের গুরুত্বের কথা সামনে রেখে ইসলাম বিয়ের পদ্ধতিকে অত্যন্ত সহজ করে রেখেছে, মোহরানার কোন সীমারেখা রাখে নি, না জিনিস পত্রের কোন বাধ্যবাধকতা, না বরযাত্রীর কোন চাপ না ভাষা, রং. বংশ. জাতির কোন নিয়ন্ত্রণ রেখেছে, শুধু মুসলমান হওয়ার শর্ত রেখেছে। আবদুর রহমান বিন আওফ মদীনায় বিবাহ করেছেন অথচ রাসূল ﷺ জানতেও পারেন নি তিনি আবদুর রহমানের কাপড়ে জাফরানের রং দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? সে বলল : আমি এক আনসারী মেয়েকে বিবাহ করেছি। (বোখারী)

জাবের رضي الله عنه এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবী ﷺ-কে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নতুন বিবাহ করেছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী মেয়ে না বিধবা? সে বলল : বিধবা, তিনি বললেন : কুমারী মেয়ে কেন বিবাহ করলে না, তাহলে তুমি তার সাথে আনন্দ করতে পারতে, আর সেও তোমার সাথে আনন্দ করতে পারত। (মুসলিম)

অতএব বুঝা গেল যে, না সাহাবাগণ নিজেদের বিয়ের সময় রাসূল ﷺ-কে খবর দেয়া জরুরি মনে করত আর না তিনি কখনো এবিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যে, আমাকে কেন দাওয়াত দেয়া হলো না? এক সাহাবীর নিকট বিয়ের সময় কিছুই ছিল না, এমন কি মোহর হিসেবে দেয়ার মতো কোন লোহার আংটি ছিল না। তিনি তার বিবাহ কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত শিখিয়ে দেয়ার বিনিময়ে করিয়ে দিলেন। (বোখারী)

না মোহর, না ব্যবস্থাপনা, না বরযাত্রী কোন কিছুরই বাধ্যবাধ্যকতা ছিল না, এত সহজ ব্যবস্থাপনার পরও যদি কেউ বিবাহ না করে তাহলে তার ব্যাপারে তিনি বলেছেন : "সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (মুসলিম)

৯. **রোযা বিয়ের বিকল্প** : যতক্ষণ পর্যন্ত বিয়ের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূল ﷺ সুযোগ মতো নফল রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ রোযার উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : "যাতে তোমরা মোত্তাকী হতে পার"। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৩)

রাসূল ﷺ ও রোযার উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : "রোযা শুধু পানাহার ত্যাগ করাই নয় বরং অশ্লীল কথাবার্তা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। (ইবনে খুজাইমা)

যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রোযা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কাম ও জন্তুর স্বভাবকে মিটিয়ে দেয়। তাই নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে না সে যেন রোযা রাখে। রোযা তার মনের কু-কামনাকে মিটিয়ে দিবে। (মুসলিম)

উল্লেখ্য, বালেগ হওয়ার পূর্বে ইসলাম বাচ্চাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য বাধ্য করাতে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র বাণী : "নামায খারাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত-৪৫)

নামাযের এ কল্যাণকর দিকগুলোর সাথে রোযার নির্দেশ মূলত মানুষকে শ্রেণীগত কামনা বিস্তার হওয়া থেকে সংরক্ষণ করে।

১০. **শেষ অবলম্বন** : ব্যক্তির সংশোধন এবং আত্মশুদ্ধির সমস্ত অভ্যন্তরীণ বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণের পরও যদি কেউ নিজের কামভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে এবং সে কিছু করে ফেলে যা থেকে ইসলাম সর্বদা নিষেধ

করেছে। অর্থাৎ : যিনা ব্যভিচার, তাহলে তার অর্থ হবে যে, ঐ ব্যক্তি ইসলামী সমাজে বসবাসের উপযুক্ততা রাখে না। তার উপর মানবতার পরিবর্তে পশুত্ব বিজয় লাভ করেছে, এ ধরনের অপরাধীদের উপযুক্ত পাওনা হিসেবে ইসলাম সর্বশেষ অবলম্বন স্বরূপ তাদেরকে আমজনতার সামনে একশ বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ্‌র বাণী–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

"ব্যভিচারিণী এবং ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর : আয়াত-২)

ব্যভিচার ব্যতীত কোন নির্দোষ নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দাতার জন্যও ইসলাম একশ বেত্রাঘাত করার শাস্তি নির্ধারণ করেছে, যাকে অপবাদের শাস্তি বলা হয়। এ ধরনের অশান্তি সৃষ্টিকারী এবং ফেতনাবাজ লোকদেরকে আরো হেয় করার জন্য এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ্‌র বাণী :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

"যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, তারাই সত্য-ত্যাগী। (সূরা নূর : আয়াত-৪)

নোট : বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তার শাস্তি পাথর মেরে তাকে হত্যা করা, যার বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ স্তর : বিয়ের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত

বিয়ের পর শ্রেণীগত দিক থেকে মানুষের মধ্যে তৃপ্তি, সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সন্তুষ্টি আসা উচিত, আর এর সীমাবদ্ধতাও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অন্তরঙ্গতার উপর নির্ভর করে, তাই এ স্তরেও ইসলাম উভয়ের যৌন চাহিদা বিপথগামী করা থেকে বাঁচানোর জন্য পরিপূর্ণভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর জন্য ইসলামী দিক নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

১. **স্বামীর যৌন চাহিদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন** : নারীকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন তার স্বামীর যৌন কামনা পূরণের জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করে এবং তার কামনা পূরণ করে।

   নবী ﷺ বলেছেন : ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার জন্য ডাকবে তখন সে যদি তা প্রত্যাখান করে, তাহলে ঐ সত্ত্বা যিনি আকাশে আছেন তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন যতক্ষণ না তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। (মুসলিম)

   ইসলাম স্ত্রীকে তার স্বামীর যৌন চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখার জন্য এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, যদি নারী কোন নফল রোযা রাখতে চায় তাহলে সে তার স্বামীর অনুমতিক্রমে তা রাখবে। (বোখারী)

২. **বিয়ের অনুমতি** : যেহেতু ইসলাম সর্বাবস্থায় সমাজ থেকে উন্মুক্ত যৌন চর্চা রোধ করতে চায় তাই পুরুষদেরকে সুযোগ অনুযায়ী এক সাথে চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে।

   আল্লাহ্‌র বাণী :

   وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا.

   "আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, এতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের মন মত দু'টি, তিনটি ও চারটি

বিবাহ কর, কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে মাত্র একটি অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী) এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী। (সূরা নিসা : আয়াত-৩)

তাহলে ইসলামে এটা গ্রহণযোগ্য যে, ন্যায়পরায়ণতা ঠিক রেখে কোন ব্যক্তি দু'জন এমনকি চার জন মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে, কিন্তু এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় যে, পুরুষরা গাইরে মাহরাম নারীদের সাথে গোপনে একে অপরের প্রতি আশক্ত হবে, গাইরে মাহরাম নারীদের সাথে মনের ভাব আদান প্রদান করবে, বা তাদের প্রতি চোখ রাখবে, না এটা গ্রহণযোগ্য যে, তারা বিউটি পার্লারে যাবে, মিনা বাজারে যাবে, নৃত্যশালার রওনাক বৃদ্ধি করবে, না এটা গ্রহণযোগ্য যে, পুরুষরা নাইট ক্লাবে যাবে, পতিতালয়ে যাবে, বেশ্যাদের আস্তানাকে আবাদ করবে, না এটা গ্রহণ যোগ্য যে, সমাজে নাবালেগ বাচ্চারা যৌনতার শিকার হবে, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করবে এবং এমন জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যাদের মায়ের বা বাপের কোন পরিচয় থাকবে না!

একাধিক বিবাহের ব্যাপারে আমরা এখানে একথাও আলোচনা করা জরুরি মনে করছি যে, ভারত উপমহাদেশে আদি প্রথা এবং সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী আজও দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে অত্যন্ত ঘৃণা এবং খারাপ চোখে দেখা হয়, এমনকি কোন কোন সময় প্রয়োজনেও যেমন– প্রথম স্ত্রী কোন স্থায়ী রোগে আক্রান্ত, বা সন্তান হয় না) ইত্যাদি কারণ থাকা সত্ত্বেও পুরুষের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা ঘৃণার কাজ বলে মনে করা হয়, এ প্রথার আলোকে সরকার এ নিয়ম চালু করে রেখেছে যে, পুরুষের জন্য দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে, যা সরাসরি ইসলাম বিরোধী, ইসলামে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করা ব্যতীত আর কোন শর্ত নেই। আর এর কল্যাণ এবং হিকমতের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানাবলীর ব্যাপারে অন্তরে কোন অসন্তুষ্টি বা খারাপ অনুভব হলে এ ভয় করা উচিত যে, না জানি এ কারণে জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র বাণী :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ‎.

"এটা এজন্য যে আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, সুতরাং আল্লাহ্‌ তাদের আমল নিষ্ফল করে দিবেন। (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-৯)

৩. **স্বামীর সামনে গাইরে মাহরাম নারীর কথা উল্লেখ করা নিষেধ :** নবী ﷺ এর বাণী : কোন নারী অন্য কোন নারীর সামনে এমনভাবে খোলামেলা থাকবে না যে সে ফেরত গিয়ে তার স্বামীর সামনে তা হুবহু বর্ণনা করতে পারে। (বোখারী)

৪. **স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা অন্যের সামনে প্রকাশ করা নিষেধ :** নবী ﷺ এর বাণী : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে খারাপ লোক সে হবে যে, তার স্ত্রীর নিকট যায় এবং তার স্ত্রী তার নিকট আসে, আর সে তার স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়সমূহ অন্যের নিকট পেশ করে। (মুসলিম)

৫. **স্বামীর আত্মীয়দের সাথে পর্দা করার বিধান :** একদা নবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে উপদেশ দিলেন যে, "মহিলাদের নিকট একা একা যাবে না" এক সাহাবী জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! স্বামীর আত্মীয়দের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বললেন : তারাতো মৃত্যুতুল্য। (মুসলিম)

উল্লেখ্য, স্বামীর আত্মীয় বলতে তার আপন ভাই ছাড়াও অন্যান্য নিকট আত্মীয়। যেমনঃ চাচাতো, ফুফাতো খালাতো, মামাতো ভাইও এর অন্তর্ভুক্ত।

৬. **শেষ অবলম্বন :** যে ব্যক্তি বিবাহ করা সত্ত্বেও ব্যভিচারের মতো অপকর্মে লিপ্ত হয় তার জন্য ইসলাম বাস্তবে এমন কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে যে, তা অন্যের জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা, যারা তা অবলোকন করে তারা ব্যভিচারের কল্পনাও করতে পারে না। মূলত ইসলাম এ কঠিন শাস্তি পাথর মেরে হত্যার ব্যবস্থা এজন্যই নির্ধারণ করেছে যে, দু'এক জন পাপিষ্ঠকে ঐ শাস্তি দিয়ে সমগ্র সমাজকে পরিপূর্ণ রূপে পরিচ্ছন্ন করা।

সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছে যে, যার উপর আমল করে শুধু যৌন আকর্ষণই বা নারী পুরুষের শ্রেণীগত আকর্ষণ বিস্তার রোধই নয় বরং নারীদের প্রতি সংঘটিত যুলুম এবং বাড়াবাড়িকে নির্মূল করে তাকে উপযুক্ত সম্মানও দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে একনিষ্ঠভাবে কিতাব ও সুন্নাতের বিধান মোতাবেক আমল না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমাজ এ সমস্ত সামাজিক সমস্যার আগুনে জ্বলতেই থাকবে, ঐ আগুন নির্বাপিত করার একটি মাত্র রাস্তাই আছে, আর তাহল অবনত মস্তকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে নেয়া।

প্রিয় পাঠক, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে পাশ্চাত্যসমাজ ব্যবস্থা এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এখানে এক নজরে দু'টি সংস্কৃতির তুলনামূলক পার্থক্য নিচে দেখানো হলো–

ক্র/নং	সামাজিক রেওয়াজ	পাশ্চাত্য	ইসলাম
১	বিবাহ	পুরুষের গোলামী	সুন্নাতের অনুসরণ/বংশবিস্তার
২	স্বামীর অনুসরণ	নারী স্বাধীনতায় বাধা	ওয়াজিব
৩	পরিবারে স্বামীর অবস্থান	স্ত্রীর সমান সমান	পরিবারের প্রধান কর্তা
৪	ঘরের দায়িত্ব	কাজের মেয়ের ন্যায়	নারীর দায়িত্ব
৫	জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ভূমিকা	পুরুষের ন্যায় নারীও দায়িত্বশীল	শুধু পুরুষই দায়িত্বশীল
৬	নারীর কর্ম ক্ষেত্র	পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে	শুধু ঘরের মধ্যে
৭	একাধিক স্ত্রী	হাস্যকর বিষয়	প্রয়োজনে চারটি পর্যন্ত বৈধ
৮	মেয়ে বান্ধবী/ছেলে বন্ধু	জীবনের অংশ	এ কেবারেই নিষিদ্ধ
৯	ঘরোয়া পর্দা	কল্পনাই করা যায় না	মাথা থেকে পা পর্যন্ত, তবে হাত ও চেহারা ব্যতীত
১০	ঘরের বাহিরে পর্দা	বর্বরতা তুল্য	সম্ভ্রম রক্ষার নিদর্শন
১১	উলঙ্গপনা	সভ্যতার বহি :প্রকাশ	বর্বর প্রথা

ক্র/নং	সামাজিক রেওয়াজ	পাশ্চাত্য	ইসলাম
১২	নারী পুরুষের সংমিশ্রণ	সামাজিক কর্ম কাণ্ডের অংশ বিশেষ	একেবারেই নিষিদ্ধ
১৩	ব্যভিচার	আনন্দ উপভোগ এবং মনোরঞ্জন	একেবারেই নিষিদ্ধ
১৪	মদ	জীবনের অংশবিশেষ	একেবারেই নিষিদ্ধ
১৫	জারজ সন্তান	বৈধ সন্তানের চেয়ে মর্যাদাবান	জীবনভর লজ্জিত হওয়ার কারণ
১৬	সন্তান লালন পালন	আনন্দ উপভোগের প্রধান বাধা	পিতা-মাতার নৈতিক দায়িত্ব
১৭	পিতা-মাতার সেবা	বৃদ্ধাশ্রম	একটি ইবাদত এবং সৌভাগ্য
১৮	তালাক	পুরুষের ন্যায় নারীও দিতে পারবে	শুধু পুরুষ দিতে পারবে

উপরের ছক দেখে একথা অনুভব করা মোটেও কষ্টকর নয় যে, দু'টি সংস্কৃতি একটি আরেকটির বিপরীত, উভয়ের মাঝে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব। যে বিষয়টি একটি সংস্কৃতিতে ভালো বলে মনে করা হয় অন্য সংস্কৃতিতে তাকে খারাপ মনে করা হয়, যে বিষয়টি একটি সংস্কৃতিতে সভ্যতা বলে মনে করা হয়, অন্য সংস্কৃতিতে তাকে বর্বরতা বলে বিবেচনা করা হয়।

পাশ্চাত্যবাসীদের স্বীকৃতি

মুসলমানদের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে ইতিবাচক মত দেয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়, এটা তাদের ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়।

নিচে আমরা এমন কিছু ব্যক্তির অভিমত পেশ করছি যারা জন্ম থেকেই পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় লালিত পালিত হয়েছে, সেখানেই শিক্ষা লাভ করেছে এবং আজীবন ঐ সমাজের অংশ হিসেবে থেকেছে, কিন্তু যখন তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে তখন তাদের কাছে এর ফল লাভ করা মোটেও কষ্ট কর বলে মনে হয় নি যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই মূলত ঐ সমাজ ব্যবস্থা যেখানে মানুষের জন্য মুক্তি রয়েছে।

১. প্রিন্স চার্লস এ সময়ে কুরআন কারীমের তাফসীরসহ অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে ব্যস্ত আছেন, অধিকাংশ সময়ে মুসলমানদের দ্বীনি অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে তিনি মুসলমানদের নিকট আবেদন করছেন যে, ইসলামের চির সত্য শিক্ষাকে ব্যাপক করা হোক এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা আছে তা দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ১৯ মার্চ ১৯৯৬ ইং লন্ডনের মোহাম্মদী পার্ক মসজিদে এক আলোচনায় তিনি দেড় ঘন্টা মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করেছেন।[৭৩]

উল্লেখ, প্রিন্স চার্লস ১৯৯৩ ইং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

২. অক্সফোর্ডের ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারে সাউথ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : "ইসলাম পরিপূর্ণ রূপে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে একমাত্র জীবনাদর্শ"। আফ্রিকা মহাদেশে যারা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করছে তারা ইসলামের কাছাকাছি হতে পারছে। যদি পাশ্চাত্যেও এ বিশ্বজনীন দ্বীনের ব্যাপারে গভীরভাবে গবেষণা করা হয়, তাহলে তাদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা আছে তা দূর হয়ে যাবে। আমি জোরালোভাবে বলছি যে, এখন এখানে (পাশ্চাত্যের ইসলামের উজ্জ্বলতা আস্তে আস্তে সুদৃঢ় হচ্ছে।[৭৪]

৩. মরোক্কে নিযুক্ত জার্মানী এম্বেসেডার ওয়েলফ্রেড ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামী শাস্তির উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে চুরির শাস্তি হাত কাঁটা, হত্যার বিনিময়ে হত্যা, ব্যভিচারের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মানবতার নিরাপত্তাকে স্থায়ী করার জন্য এ শাস্তির কোন বিকল্প নেই।[৭৫]

৪. প্রেসিডেন্ট নেকসনের সাবেক উপদেষ্টা ডেনিস ক্লের্ক একদা প্রেসিডেন্ট নেকসনকে পরামর্শ দিল যে, আমেরিকার উচিত ইসলাম সম্পর্কে তার

---

৭৩. খবর, ৭ এপ্রিল ১৯৯৬ইং।

৭৪. নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১৩ জুলাই, ১৯৯৭ইং।

৭৫. জনগ, ২ এপ্রিল, ১৯৯২ইং।

অবস্থানের গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন আনা, প্রেসিডেন্ট নেকসনকে একথা বলতে গিয়ে মিষ্টার ডেনিস নিজেই গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন আনার জন্য ইসলাম সম্পর্কে পড়তে শুরু করল, যার ফলে সে মুসলমান হয়েছিল।[৭৬]

৫. আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের পৌত্র জর্জ আসফানকে সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বইরুত, মরোক্ক, ইরিত্রিয়া, আফগানিস্তান ও বসনিয়ায় যেতে হয়, যেখানে তার মুসলমান সাংবাদিক ও ডাক্টারদের সাথে মিশতে হয়েছে, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়ের পর জর্জ আসফান কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করতে শুরু করল, অধ্যয়নের পর সে একথা স্বীকার করল যে, "কুরআন মাজীদ অধ্যয়নের পর আমার ঐ সমস্ত প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ উত্তর মিলেছে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি বহুদিন থেকে পেরেশান ছিলাম, যে সমস্ত উত্তর আমি ইঞ্জিল এবং তার পাদ্রীদের নিকট পাই নি।"

কিছু দিন পর জর্জ আসফান আমেরিকায় এক মুসলমানের মৃত্যুর পর তার দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করে এবং দাফন কাফন দেখে সে এতটা আবেগ আপ্লুত হয় যে, মৃত ব্যক্তির গোসল চলাকালে সে কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেয়।[৭৭]

৬. আমেরিকান কংগ্রেস কমিটির সদস্য জেম মোর্ন বলেন : আমি আমার বাচ্চাদেরকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য দিয়েছি, দ্বীন ইসলামের প্রচারক মুহাম্মদ ﷺ এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যে, ইতিহাসে তাঁর কোন তুলনা মিলে না, কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো এই যে, এ শিক্ষা গ্রহণ না করার দু'টি অজুহাত রয়েছে : অমুসলিমদের উগ্রমনোভাব এবং অমুসলিমদের নিকট এ দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতা।[৭৮]

৭. আমেরিকার সাবেক এটর্নী জেনারেল রিমযেকালার্ক তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে একথা স্বীকার করেছে যে, ইসলাম পৃথিবীতে বর্ণনাতীত এক রূহানী ও আখলাকী শক্তি, আমেরিকার জেলসমূহে হাজার হাজার পরিমাণ

---

[৭৬]. জনগ ২৮ মে, ১৯৯৬ইয়ং।

[৭৭]. আদদাওয়া, রিয়াষ, রবিউল আওয়াল, ১৪১৮হিঃ।

[৭৮]. প্রাগুক্ত, জুন, ১৯৯৬ইং।

এমন বন্দী রয়েছে যাদের কোন বাড়ি-ঘর নেই, পিতা-মাতা নেই, শিক্ষা বঞ্চিত, সর্বপ্রকার অপকর্মই তাদের জীবনের বেঁচে থাকার মাধ্যম। কিন্তু এ সমস্ত বন্দীদেরকে যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়, তখন আশ্চর্যজনকভাবে তাদের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসে, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, মানসিক, শারীরিক এবং নিয়মানুবর্তীতায়ও বর্ণনাতীত উন্নতি লাভ করে, জেলে কোন গন্ডগোল হলে তারাই ছুটে আসে তা মীমাংসা করার জন্য।[৭৯]

৮. জাপানি নওমুসলিম "খাওলা লাকাতা" জাপানে দ্রুত ইসলাম বিস্তার লাভ করা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন : "এসময়ে অধিক পরিমাণে জাপানি মেয়েরা ইসলাম গ্রহণ করছে, বৈরি পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান মেয়েরা মাথা ঢেকে রাখছে এবং তারা একথা স্বীকার করছে যে, তারা তাদের পর্দাশীল জীবন যাপনে সন্তুষ্ট এবং এতে তাদের ঈমান মজবুত হচ্ছে। আমি জন্মগতভাবে মুসলমান নই, নামে মাত্র নারী স্বাধীনতা, নতুন জীবনের মনোলোভা এবং তৃপ্তিকর পদ্ধতিকে বিদায় জানিয়ে ইসলামী জীবন যাপন পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছি। যদি এটা সত্য হয় যে, ইসলাম এমন একটি দ্বীন যা নারীদের প্রতি যুলুম করছে, তাহলে আজ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানসহ অন্যান্য দেশে বহুসংখ্যক মহিলা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে, হয়তবা তারা এ বিষয়ে একটু চোখ দিবে?[৮০]

উল্লেখিত ঘটনাবলী থেকে এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামের বিশ্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মানসিকতা এবং স্বভাব সম্মত, এ আলোকে চিন্তা ও চেতনাকে পরিচালিত করলে মানুষের মানবিক শক্তি মজবুত হয়। পাশ্চাত্যবাসীদের এ সমস্ত স্বীকারোক্তি এবং সাক্ষী ঈমানদারদের জন্য বিরাট একটি পাথেয়, আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, যখন অমুসলিমরা শতাব্দী থেকে শতাব্দী পর্যন্ত কুফরীর অন্ধকারে ডুবে থেকে বিভ্রান্ত হয়ে মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের দিকে ফিরে আসতে চাচ্ছে, তখন হয়ত আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এবং শিক্ষিত সমাজও এ বাস্তবতাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করার সুযোগ পাবে?

---

[৭৯]. তাকভীর,৮ জানুয়ারি, ১৯৯৮ইং।

[৮০]. তরজমানুল কুরআন (হিযাব কি আন্দার) মার্চ ১৯৯৭ইং।

পিতা-মাতার সেবা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহিওয়া সাল্লামের বাণী : "প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের উপর (ইসলামের উপর) জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইহুদী, নাসারা বা অগ্নিপুজক বানায়। (বোখারী)

এ হাদীস থেকে সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দেয়ার গুরুত্বের কথা অনুমান করা যায়, সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে সাধারণত পিতা-মাতার প্রতি গুরু দায়িত্ব তো থাকেই, কিন্তু এখানে আমরা শুধু পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা দিতে চাই।

১. যৌবনকাল সম্পর্কে কিছু কথা

যৌবনকালে উপনিত হওয়া ছেলে এবং মেয়েদেরকে এ বয়সের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে অবগত করানো অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশে (লেখকের) এ বিষয়ে দু'টি বিপরীতমুখী ধারা দেখা যায়।

প্রথম : তারা যারা নিজের যুবক সন্তানের সামনে না নিজে এ সমস্ত মাসায়েল (বিষয়) সম্পর্কে আলোচনা করতে পছন্দ করে, আর না বাচ্চাদের মুখে এধরনের আলোচনা শুনতে চায়।

দ্বিতীয় : তারা যারা পাশ্চাত্য ধারায় স্কুলসমূহে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যৌন শিক্ষা প্রচলন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে থাকে।

এ উভয় পন্থার মধ্যেই অতিরিক্ততা এবং অতিরঞ্জন আছে। মধ্যম পন্থা হলো যৌবনকালে উপনিত হওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতা নিজেরাই সন্তানদেরকে এ বয়সের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে অবগত করাবে। অন্যথায় প্রচার মাধ্যম সংক্রান্ত ফেতনা রেডিও, টি.ভি, ভিসিয়ার, বাজারী নোভেল, অশ্লীলতাপূর্ণ দৈনিক, সাপ্তাহিক, অন্যান্য পত্র পত্রিকার সয়লাব, অপরিপক্ক জ্ঞান এবং উঠতি যৌবনে উপনিত বাচ্চাদেরকে অতিসহজেই বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করবে।

উল্লেখ্য কোন কোন সময়ের সামান্য অসতর্কতার মাশুল জীবনভর চেষ্টা করেও আদায় করা সম্ভব নাও হতে পারে।

সাহাবাগণ যৌবনকাল সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল, পবিত্রতা, নাপাকী, ফরজ গোসলের কারণ, হায়েজ (মাসিক), নেফাস, ইস্তেহাজা ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূল ﷺকে জিজ্ঞেস করত, আর রাসূল ﷺসমস্ত সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে বেশি লজ্জা

বোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু মাসআলা মাসায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কখনো লজ্জা বোধ করতেন না। আর না সাহাবাগণ এ ধরনের মাসআলা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা বোধ করতেন, বরং কোন কোন সময় নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করে সাহাবাগণ মনের সন্দেহ দূর করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মহিলা আনসারী সাহাবীদের এ বিষয়টিকে প্রশংসা করেছেন যে, তারা তাদের ব্যক্তিগত মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা বোধ করতেন না। (মুসলিম)

২. বিয়ের সময় মেয়েদের সন্তুষ্টি

ইতোপূর্বে আমরা একথা স্পষ্ট করেছি যে, ইসলাম নারীদেরকেও পুরুষদের মতো নিজের জীবন সাথী বাছাই করার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে (লেখকের) এ প্রচলন রয়েছে যেমন ছেলেদের পছন্দকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়, আবার কোন কোন সময় ছেলে নিজেও জিদ করে বা কোন না কোন ভাবে নিজের পছন্দকেই মেনে নেয়ার জন্য পিতা-মাতাকে বাধ্য করে। অথচ এর বিপরীতে মেয়েদের পছন্দ বা অপছন্দকে মোটেও মূল্যায়ন করা হয় না। স্বভাবগত ভাবেও মেয়েদের মাঝে ছেলেদের তুলনায় লজ্জাবোধ বেশি, আর তারা তাদের পছন্দ বা অপছন্দকে প্রকাশ করতে পারে না, আবার কিছু আছে প্রচার প্রথা যে, এ ব্যাপারে মেয়েদের কোন অভিমত ব্যক্ত করা লজ্জহীনতার শামিল, আর পিতা-মাতা নিজের মেয়েদের ব্যাপারে এ ধারণা রাখে যে, তারা মেয়ের জন্য যেখানেই সম্পর্ক স্থাপন করবে তারা সেখানেই মুখ বন্ধ করে চলে যাবে। ইসলামের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়, মেয়েদের অসন্তুষ্টিতে সংঘটিত বিবাহ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদেরকে এ এখতিয়ার দিয়েছেন যে, তারা চাইলে ঐ বিবাহ ঠিক রাখতে পারবে, আর অপছন্দ করলে ঐ সম্পর্ক ছিন্নও করতে পারবে। (আবু দাউদ)

তাই বিবাহের পূর্বে ছেলেদের মতো মেয়েদেরকেও নিজের পছন্দ বা অপছন্দের কথা ব্যক্ত করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। আর পিতা-মাতা যদি কোন কারণে মেয়ের পছন্দকে অনুপোযুক্ত বলে মনে করে তাহলে তারা তার ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়ে তার মতের পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারবে। কিন্তু তার অসন্তুষ্টিতে জোরপূর্বক কোথাও বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে না। এটা শুধু ইসলামের দৃষ্টিতেই অবৈধ নয়, বরং পার্থিব দিক থেকেও তার ফলাফল অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু হতে পারে।

৩. সমতাহীন সম্পর্ক

রাসূল ﷺ এর বাণী : চারটি বিষয়ে খেয়াল রেখে মেয়েদেরকে বিবাহ করতে হবে, তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য, দ্বীনদারী, তোমার হাত ধূলায় মলিন হোক দ্বীনদার মেয়েকে বিবাহ করে সফলকাম হও। (বোখারী)

এ হাদীসে স্পষ্ট করে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সম্পর্ক স্থাপন করার সময় অবশ্যই দ্বীনদারীর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। ভালো বংশ, সুন্দর চেহারা, ভালো অবস্থা সম্পন্ন কিনা তা দেখা ইসলামে নিষেধও নয় আবার দোষনীয়ও নয়। যদি এর সবগুলো বিষয় সহজে মিলে যায় বা তার কিছু, তাহলে তো খুবই ভালো, কিন্তু ইসলাম যে দিকটিকে এগুলো বিষয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে বলে তাহলো দ্বীনদারী।

দুর্ভাগ্যবসত যখন থেকে অর্থের লোভ মানুষের মধ্যে এসেছে তখন থেকে কত দ্বীনদার পরিবার এমন রয়েছে যারা তাদের মেয়েদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে, উপযুক্ত পরিবেশে রেখে তাদের লালন-পালন করে, কিন্তু বিবাহের সময় পার্থিব লোভে পড়ে গিয়ে মেয়ের ভালো ভবিষ্যতের মোহে বে-দ্বীন বা বেদআতী বা কোন মুশরিক ছেলের সাথে নিজের মেয়ের বিবাহ দিয়ে দেয় এবং মনে করে যে, মেয়ে নতুন ঘরে গিয়ে সে অবস্থার পরিবর্তন করে ফেলবে, কোন কোন সাহসী, সৎপথ অবলম্বনকারী, সৌভাগ্যবান নারীর উদহারণকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সাধারণ বাস্তবতা এটাই বলে যে, এ ধরনের মেয়েদেরকে পরে বহু পেরেশানে পড়তে হয়, স্বয়ং পিতা-মাতাও আজীবন হাত তুলে ভালো হওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকে।

তাই আমাদেরকে এ বাস্তবতা ভোলা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ্ মেয়েদের মেজাজকে এমন করেছেন যে, তারা তাদের কর্মকাণ্ডে অন্যকে কাবু না করে নিজেরা অন্যের কর্ম কান্ডে কাবু হয়ে যায়। এ কারণেই আহলে কিতাব (ইহুদী নাসারা)-দের মেয়েদের সাথে বিবাহকে বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে বিবাহ দেয়া বৈধ নয়। কমপক্ষে দ্বীনদার পরিবারের লোকদের উচিত কোনোভাবেই যেন তারা দ্বীনদারীতে সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা কোন অবস্থায় অবহেলা না করে। সম্পর্ক স্থাপনের সময় একথাও মাথায় রাখা উচিত যে, নেককার লোকদের এ বিবাহ কিয়ামতের দিন জান্নাতের স্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তি হবে।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন যদি তাওহীদ বাদী, নেককার, মোত্তাকী হয়, আর অপরজন তার উল্টা হয়, তাহলে দুনিয়াতে সম্পর্ক থাকলেও পরকালে এ সম্পর্ক থাকবে না। জান্নাতী নারী বা পুরুষকে অন্য কোন তাওহীদ বাদী, নেককার নারী বা পুরুষের সাথে বিবাহ হয়ে যাবে, তাই বিবাহের সময় আল্লাহ্র এ নির্দেশ স্মরণ রাখা উচিত যে-

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ .

অর্থ : "দুশ্চরিত্র নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্র নারীর জন্য। ভালো চরিত্র সম্পন্ন মেয়ে ভালো চরিত্র সম্পন্ন ছেলের জন্য, আর সচ্চরিত্র ছেলে সচ্চরিত্র মেয়ের জন্য। (সূরা নূর : আয়াত-২৬)

৪. জাহিয প্রথা

জাহিয কথাটি 'জাহায' শব্দ থেকে, যার অর্থ জিনিসপত্র প্রস্তুত করা, ওখান থেকেই 'তাজহিয'। অর্থাৎ যা মৃত ব্যক্তির দাফন কাফন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার জন্য জিনিসপত্র প্রস্তুত করা, আর জাহিয বলা হয় ঐ সমস্ত জিনিসকে যা বর-কনের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। পূর্বে পৃষ্ঠাসমূহে আপনি পড়েছেন যে, পারিবারিক নিয়মে আল্লাহ্ পুরুষকে কর্তৃত্বশীল করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে পুরুষ তার পরিবারে স্বীয় সম্পদ খরচ করে। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৩)

যার অর্থ : বিবাহের পর প্রথম দিন থেকে ঘর প্রস্তুত করা এবং তা পরিচালনা করার সমস্ত ব্যয় ভার পুরুষের দায়িত্বে, রাসূল ﷺ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন : এ বিষয়টি স্ত্রীর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, স্ত্রীর ব্যয়ভার সর্বাবস্থায় স্বামীর উপর, স্ত্রী যতই সম্পদশালী হোকনা কেন। (এ গ্রন্থের 'বিধবার অধিকার' অধ্যায় দ্র :)

বিবাহের সময় ইসলাম পুরুষের প্রতি এ কাজ ফরয করেছেন যে, সে তার সাধ্যমত মোহর নির্ধারণ করবে এবং তা আদায় করবে, এটা ঐ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর ব্যয় ভার বহন করা স্বামীর দায়িত্ব, স্বামীর ব্যয় ভার বহন করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়।

যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে ইসলাম ঐ মূলনীতি সামনে রেখেছে যে, স্বামী যেহেতু আইনগতভাবে স্ত্রীর ব্যয় ভার বহন করে তাই সামর্থ্যবান স্বামী স্বীয় স্ত্রীর যাকাত আদায় করবে না, এমনিভাবে সামর্থ্যবান স্ত্রী তার স্বামীকে এজন্য যাকাত দিতে পারবে, যেহেতু সে নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর খরচ বহনের অধিকার রাখে না। (বোখারী, বাবুয্যাকা আলা যাওয)

রাসূল ﷺ নিজের চার জন মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন এদের মধ্যে উম্মু কুলসুম এবং রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে কোন বিবাহের উপহার দেন নি, তবে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর একটি হার দিয়েছিলেন, যা বদরের যুদ্ধে যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বীয় স্বামী আবুল আসের মুক্তিপণ হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিল, যা রাসূ ﷺ সাহাবাগণের সাথে পরামর্শক্রমে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মোহরানা হিসেবে একটি ঢাল দিয়েছিল, যা বিক্রি করে রাসূল ﷺ ফাতেমা রায়িয়াল্লাহু আনহার ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র যেমন পানির পাত্র, বালিশ, একটি চাদর ইত্যাদি কিনে দিয়েছিলেন। তাঁর এ উত্তম আদর্শ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি অস্বচ্ছল বা গরীব হয়, তাহলে স্ত্রীর পিতা-মাতা সাধ্য অনুযায়ী নিজের কন্যাকে সাহায্য করতে গিয়ে ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র দিতে পারবে।

বর্তমানে যেভাবে বিবাহের পূর্বে যৌতুক দাবি করা হয় এবং বিবাহের সময় যেভাবে তা পেশ করা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্‌র বাণী : "আল্লাহ্ কোন উদ্ধত এবং অহংকারকারীকে পছন্দ করেন না"। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৮)

হাদীসের মধ্যে রাসূল ﷺ একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি দুটি চাদর পরিধান করে অহংকারের সাথে চলতে ছিল, আর মনভরে স্বীয় পোশাকের ব্যাপারে অহংকার করতেছিল, আল্লাহ্ তাকে পৃথিবীতে ধ্বসিয়ে দিলেন, আর কিয়ামত পর্যন্ত ধ্বসতে থাকবে।[৮১]

---

[৮১]. সহীহ মুসলিম,কিতাবুল লিবাস,বাব তাহরীম তাবাখতু ফিল মাসি।

পিতার ইচ্ছা ও আগ্রহ বিরোধী জোরপূর্বক তাদের নিকট যৌতুক দাবি করা নি:সন্দেহে তা অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যতীত অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করবে না"। (সূরা নিসা : আয়াত-২৯)

তাই কেউ যদি জোরপূর্বক যৌতুক দাবি করে তাহলে এ আয়াতের আলোকে সে স্পষ্ট হারামে নিপতিত হলো, যা ফেরত দিতে হবে অথবা ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। রাসূল ﷺ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন, কোন মুসলমানের রক্ত, সম্পদ, মর্যাদা বিনষ্ট করা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে– অত্যাচার কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর জন্য অন্ধকারে রূপ নিবে। (বোখারী ও মুসলিম)

মেয়ের পিতা-মাতার কাছ থেকে জোরপূর্বক যৌতুক স্পষ্ট যুলুম। এ ধরনের যুলুমকারীদের ভয় করা উচিত যেন দুনিয়ার এ সামান্য লোভের কারণে পরকালে বড় ধরনের কোন ক্ষতিতে রূপ না নেয়।

যেখানে অধিকার আদায় করা হবে আমলের বিনিময়ে, সম্পদের বিনিময়ে নয়। কুরআন ও হাদীসের এসমস্ত বিধি-বিধান ছাড়াও যৌতুকের দুনিয়াবী যে সমস্ত ক্ষতিকর দিক আছে তা গুণে শেষ করা কঠিন। গরীব পিতা-মাতা যারা এক মেয়ের যৌতুক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না তাদের যদি তিন বা চার জন মেয়ে জন্ম নেয়, তাহলে তা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, পিতা-মাতার ঘুম হারাম হয়ে যায়। পিতা-মাতা ঋণ করে যৌতুক দিতে চায়, আর ঐ বিবাহ যা ইসলাম দু'টি পরিবারের মাঝে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কারণ করতে চেয়েছে তা পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে, ঐ মেয়ে যাদের লালন-পালন করলে এবং ভালো বিবাহের ব্যবস্থা করলে তারা তাদের পিতা-মাতার জন্য জাহান্নাম থেকে বাধাদানকারীনী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সমাজের এ কুপ্রথার কারণে তা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মেয়েরা পিতা-মাতার জন্য অতিরিক্ত চাপ বলে মনে হয়। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তানে এক কোটির অধিক মেয়ে বিবাহের অপেক্ষায় আছে। যাদের মধ্যে ৪০ লক্ষ নারীর বিবাহের বয়স পার হয়ে গেছে। পিত-মাতা স্বীয় মেয়ের হাতে হলুদ মাখার অপেক্ষায় থেকে থেকে বৃদ্ধ হয়ে গেছে।[৮২]

যারা অধিক পরিমাণে যৌতুক দেয়ার ক্ষমতা রাখে তারা অধিক পরিমাণে যৌতুক না দিয়ে তাদের সাধ্য অনুযায়ী স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা বৃদ্ধি করে লিখিয়ে নিচ্ছে। আর মনে করে যে, এতে করে তার মেয়ের ভবিষ্যত ভালো হবে, অথচ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো আন্তরিকতা, ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান হওয়া। তা যদি না হয় তাহলে কোটি কোটি জোড়া অলংকার তাদের এ সম্পর্ককে মজবুত করার বিকল্প হতে পারে না। আর তা যদি হয় তাহলে অভাবী পরিবারের দিন আনা দিন খাওয়া অবস্থাও তাদের এ সম্পর্ককে দুর্বল করতে পারবে না। অধিক পরিমাণে যৌতুক দেয়া এবং অধিক পরিমাণে মোহরানা লিখানো স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্ককে মজবুত করবে না বরং উভয়ের সম্পর্কের মাঝে বিপদও চলে আসে যা ভবিষ্যতের জন্য পেরেশানীর কারণ হয়।

যৌতুকের এ কুপ্রথার ব্যাপারে মুসলমানদের এদিক নিয়েও চিন্তা করা প্রয়োজন যে, হিন্দুদের মাঝে মেয়েকে উত্তরাধিকারের অংশ দেয়ার বিধান নেই, তাই তারা বিবাহের সময় যৌতুক আকারে নিজের মেয়েকে অধিক পরিমাণে জিনিস পত্র দিয়ে ঐ কমতির মেকাপ করতে চায়। হিন্দুদের দেখা দেখি মুসলমানরাও শুধু যৌতুকের বেলাই নয় বরং উত্তরাধিকারীর অংশের ব্যাপারেও তাদের নিয়ম পালন করতে শুরু করেছে। অনেক লোক মেয়েদেরকে যৌতুক দেয়ার পর একথা মনে করে যে, তাকে তার উত্তরাধিকারের অংশও দিয়ে দেয়া হলো, অথচ এটা পরিষ্কার ইসলাম বিরোধিতা এবং কাফেরদের অনুসরণ করা, যা মুসলমানদের জন্য সর্বাবস্থায়ই নিষেধ।

আমরা ছেলেদের পিতা-মাতাদের নিকট এ আবেদন রাখতে চাই যে, সমাজ থেকে এ ভয়ানক প্রথাকে উঠানোর জন্য তারা প্রথম পদক্ষেপ রাখতে পারে এবং তাদেরই এ ভূমিকা পালন করা উচিত। এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌র

---

৮২. উর্দূ নিউজ, ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৬ইং।

সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যৌতুক প্রথা উঠানোর জন্য যুদ্ধ ঘোষণাকারীদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের বিশেষ অনুগ্রহে অনুগ্রহ করবেন। আর এটাও অসম্ভব নয় যে, জোরপূর্বক যৌতুক আদায়কারী পিতা-মাতা তাদের মেয়েদেরকে নিয়েও আগামী দিন বিপাকে পতিত হবে।

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.

অর্থ : "এবং এ দিবসসমূহকে আমি মানবগণের মাঝে পরিক্রমন করাই"।

(সূরা আল- ইমরান : আয়াত-১৪০)

বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আমাদের বাস্তব জীবনে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে, আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী হাদীসের বিশুদ্ধতা এবং মাসায়েলগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন আলেমগণের পরামর্শ নেয়ার জন্য চেষ্টা করেছি, এরপরও যদি আমার কোন ভুল থেকে থাকে তাহলে তা আমাকে অবগত করালে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। শুরুতে এ বইটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম : বিবাহের মাসায়েল ২য় তালাকের মাসায়েল, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কারণে এ উভয় ভাগকে পৃথক গ্রন্থ হিসেবে লিখতে হলো, আশা করছি এতে এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ্।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য সাথীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা অত্যন্ত খোলামন নিয়ে এ কিতাব প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে এবং আল্লাহ্র নিকট দোয়া করি যে, তিনি যেন তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেন। আমীন!

"হে আমাদের রব! আমাদের শ্রমকে কবুল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী এবং মহাজ্ঞানী, আমাদের প্রতি দয়া কর, নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী এবং দয়াকারী।

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী
কিং সউদ ইউনিভার্সিটি
রিয়াদ, সৌদী আরব

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ .

অর্থ : এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে সে নিজের উপরই অত্যাচার করে।" (সূরা তালাক : আয়াত-১)

اَلنِّيَّةُ
নিয়তের মাসায়েল

মাসআলা-১. আমল (ইবাদত) সঠিক হওয়া না হওয়া নির্ভর করে নিয়তের উপর :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلَى امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

অর্থ : "ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : সমস্ত কাজ (সঠিক হওয়া বা না হওয়া) নির্ভর করে নিয়তের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে, তাই যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত (এক দেশ থেকে অন্য দেশে গেল) করল সে দুনিয়া লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করল সে ঐ নারীকেই পাবে। অতএব প্রত্যেক হিযরতকারী তাই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।" (বোখারী)[৮৩]

فَضْلُ النِّكَاحِ
বিবাহের ফযীলত

মাসআলা-২. বিবাহ মানুষের মাঝে লজ্জা শরম বৃদ্ধি করে :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন : হে যুবসমাজ ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে

---

৮৩. যোবাইদী লিখিত মোখতাসার সহীহ বোখারী হাদীস নং-১।

সে যেন বিবাহ করে, কেননা বিবাহ দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে, লজ্জাস্থানকে ব্যভিচার থেকে সংরক্ষণ করে। আর যে ব্যক্তি (স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার মনের কুকামনাকে বিনষ্ট করে দেয়।" (মুসলিম)[৮৪]

মাসআলা-৪. বিবাহ মানুষকে অবৈধ যৌনাচার এবং শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা থেকে সংরক্ষণ করে :

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِيْ قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ اِلَى امْرَاَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يُرَدُّ مَا فِيْ نَفْسِهِ.

অর্থ : "যাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তির নিকট অন্য কোন নারীকে দেখে দুর্বল হবে এবং তাকে নিয়ে মনে কোন কামনা জাগবে তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট ফিরে আসে এবং তার সাথে মিলা মেশা করে, এরূপ করলে তার অন্তর থেকে ঐ মেয়ের কল্পনা দূর হয়ে যাবে। (মুসলিম)[৮৫]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا اَقْبَلَتْ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ اِمْرَاَةً فَاَعْجَبَتْهُ فَلْيَاْتِ اِلٰى اَهْلِهِ فَاِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِيْ مَعَهَا.

অর্থ : "জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোন নারী সামনে পড়ে, তখন সে শয়তানের আকৃতিতে আসে, তাই তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন নারীকে দেখে এবং তাকে তার পছন্দ হয়, তখন যেন সে তার স্ত্রীর নিকট ফিরে আসে, কেননা তার স্ত্রীর মাঝেও ঐ জিনিস আছে যা ঐ মেয়ের মাঝে আছে।" (তিরমিযী)[৮৬]

---

৮৪. কিতাবুন নিকাহ, বাব ইস্তেহবাব নিকাহ।

৮৫. কিতাবুন নিকাহ,বাব মান রায়া ইমরাআতান ফাওকায়াত।

৮৬. আরবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খাঃ ১ম, হাদীস নং-৯২৫।

মাসআলা-৫. বিবাহ নর ও নারীর মাঝে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা সৃষ্টির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنَ مِثْلَ النِّكَاحِ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দু'জন প্রেমিকের মাঝে ভালোবাসাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিবাহের চেয়ে শক্তিশালী আর কোন মাধ্যম আমি দেখি নি। (ইবনে মাযা)[৮৭]

মাসআলা-৬. বিবাহ মানুষের জন্য আরাম এবং শান্তির কারণ :

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُبِّبَ اِلَيَّ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ.

অর্থ : "আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার নিকট নারী ও সুগন্ধিকে পছন্দনীয় করে তোলা হয়েছে, আর নামাযে রয়েছে আমার চোখের তৃপ্তি।" (নাসায়ী)[৮৮]

মাসআলা-৭. বিবাহের মাধ্যমে ব্যক্তির দ্বীন পূর্ণতা লাভ করে :

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ.

অর্থ : "আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করল। অতএব তার উচিত বাকি অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলা।"

(বায়হাকী)[৮৯]

---

৮৭. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা, খণ্ড ১, হাদীস নং-১৪৭৯।

৮৮. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খণ্ড৩, হাদীস নং-৩৬৮১।

মাসআলা-৮. যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتِبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব, ১. ঐ ক্রীতদাস যে তার মালিকের সাথে মুক্তির ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং সে ঐ চুক্তি পূর্ণ করার নিয়ত রাখে ২. পাপ থেকে বাঁচার নিয়তে বিবাহকারী ৩. আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কারী। (নাসায়ী)[৯০]

মাসআলা-৯. বিবাহ মানুষের বংশধারা বিস্তারের একটি মাধ্যম :

মাসআলা-১০. কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের আধিক্য নিয়ে অন্য নবীদের উপর গৌরব করবেন :

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : اِنِّىْ اَصَبْتُ اِمْرَاَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَاِنَّهَا لَا تَلِدُ، اَفَاَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ :لَا ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : تَزَوَّجُو الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ.

অর্থ : "মা'কাল বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল : একজন সুন্দরী এবং ভালো বংশের মেয়ে আছে, কিন্তু তার সন্তান হয় না, আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বললেন : না কর না। এরপর সে দ্বিতীয় বার আসল, তখনও তিনি বললেন : না কর না, এরপর তৃতীয় বার অনুমতি নেয়ার জন্য আসল, তখন তিনি বললেন : ভালোবাসা পরায়ন এবং বেশি সন্তান প্রসবকারীনী নারী দেখে বিবাহ কর, কেননা আমি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীদের সামনে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরব করব।" (আহমদ, তাবারানী)[৯১]

---

[৮৯]. আলবানী লিখিত মেশকাত আল মাসাবীহ, কিতাবুন নিকাহ, আলফাসলুস সালিস।

[৯০]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী,খণ্ড ১, হাদীস নং-৩০১৭।

[৯১]. আলবানী লিখিত আদাবুযযুফাফ, পৃঃ ৮৯।

اهمية النكاح
বিবাহের গুরুত্ব

মাসআলা-১১. বিবাহ ত্যাগকারী বিবাহের সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে :

عَنْ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ سَاَلُوْا اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا اٰكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا اَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا بَالُ اَقْوَامٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا لٰكِنِّيْ اُصَلِّيْ وَاَنَامُ وَاَصُوْمُ وَاَفْطُرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

অর্থ : "আনাস ﷺথেকে বর্ণিত, নবী ﷺএর কিছু সাহাবী এসে তাঁর স্ত্রীগণকে তাঁর ব্যক্তিগত ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, (উত্তর শুনে) তাদের একজন বলল : আমি কোন মেয়েকে বিবাহ করব না, কেউ বলল : আমি মাংস খাব না, কেউ বলল : আমি বিছানায় শুবনা। একথা যখন নবী ﷺ জানতে পারলেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন : তাদের কি হয়েছে, যারা এমন এমন কথা বলল : অথচ আমি রাতে উঠে নফল নামায আদায় করি, আবার বিছানায় শুয়ে আরামও করি, নফল রোযাও রাখি, আবার নফল রোযা রাখা থেকে বিরতও থাকি, আবার বিবাহও করেছি, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার উম্মত নয়।" (মুসলিম)[৯২]

মাসআলা-১২. দ্বীনদার ও চরিত্রবান আত্মীয় পাওয়ার পর তাদের সাথে বিবাহের বন্ধন স্থাপন না করলে তার প্রতিফল ঘটবে জোরপূর্বক ফিতনা ফাসাদে পতিত হওয়া :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

---

৯২. কিতাবুন নিকাহ, বাব ইস্তেহবাব লিমান ইসতাতা।

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন এমন ব্যক্তি তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিবে যার দ্বীন ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তখন তার সাথে নিজের মেয়ের বিবাহ দিয়ে দাও, যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।" (তিরমিযী)[৯৩]

মাসআলা-১৩. বিবাহ না করলে পাপে নিপতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﵁ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : হে যুব সমাজ ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে, কেননা বিবাহ দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে, লজ্জাস্থানকে ব্যভিচার থেকে সংরক্ষণ করে। আর যে ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ রাখে না, সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা তার মনের কুকামনাকে বিনষ্ট করে দেয়।" (মুসলিম)[৯৪]

মাসআলা-১৪. বিবাহ ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হবে না :

عَنْ اَنَسٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ.

অর্থ : "আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করল, অতএব তার উচিত বাকি অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে চলা।" (বায়হাকী)[৯৫]

---

৯৩. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং-৮৬৫।

৯৪. কিতাবুন নিকাহ, বাব শিগার।

৯৫. কিতাবুন নিকাহ বাব শিগার।

اَنْوَاعُ النِّكَاحِ
বিবাহের প্রকারসমূহ

মাসআলা-১৫. বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ আছে যেমন :

১. সুন্নাতী বিবাহ, ২. শিগার বিবাহ, ৩. হালালা বিবাহ, ৪. মোতা বিবাহ :

১. সুন্নাতী বিবাহ :

মাসআলা-১৬. আভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আজীবন জীবন-যাপনের নিয়তে বিবাহ হওয়াকে সুন্নাতী বিবাহ বলা হয় :

মাসআলা-১৭. নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সাথে সর্বপ্রকার মেলা মেশা হারাম :

মাসআলা-১৮. নারীর একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اِنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ يَخْطُبُ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّته اَوْ اِبْنَتَهُ فَيَصْدُقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحُ اٰخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلَ لِاِمْرَاتِهِ : اِذَا طَهُرَتْ مِنْ طِمْثِهَا اِرْسَلِيْ اِلٰى فُلَانَ فَاسْتَبْضِعِيْ مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا اَبَدًا حَتّٰى يَتَبَيَّنُ حَمْلَهَا مِنْ ذَالِكَ الرَّجُلُ الَّذِيْ تَسْتَبْضِعِيْ مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجَهَا وَلَا يَمَسُّهَا اَبَدَا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ حَمْلَهَا مِنْ ذَالِكَ الرَّجُلُ الَّذِيْ تَسْتَبْضِعُيْ مِنْهُ فَاِذَا تَبَيَّنَ حَمْلَهَا اَصَابَهَا زَوْجُهَا اِذَا اَحَبَّ وَاِنَّمَا يَفْعَلُ ذَالِكَ رَغْبَةً فِيْ نَجَابَةِ الْوَلِدِ، فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحَ نِكَاحُ الْاِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحُ اٰخرِ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَادُوْنَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُوْنَ الْمَرْاَةَ كُلُّهُمْ يُصِيْبُهَا فَاذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ اَنْ تَضِعَ حَمْلَهَا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِيْعُ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَنْ يَمْتَنِعُ حَتّٰى يَجْتَمِعُوْهَا عِنْدَهَا ، تَقُوْلُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِيْ كَانَ مِنْ اُمُرُكُمْ وَقَدْ

وُلِدَتْ فَهُوَ اِبْنَكَ يَا فُلَانُ، تُسَمِّى مِنْ اَحْبَبْتَ بَاِسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدَهَا، لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ : اَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْنَعُ مِنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبُغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى اَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٌ تَكُوْنُ عِلْمًا لِمَنْ اَرَادَهُنَّ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَاِذَا حَمَلَتْ اِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمَعُوْا لَهَا وَدَعُوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ الْحَقُوْا وَلَدَهَا بِالَّذِىْ يَرَوْنَ فَالتَّاطِتَهِ بِهِ وَ دَعِى اِبْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَالِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ اِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ.

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জাহেলিয়াতের যুগে বিবাহ চার প্রকার ছিল।

প্রথম পদ্ধতি : যা আজও চালু আছে, একজন পুরুষ অপর একজন পুরুষের নিকট (মেয়ের অভিভাবকের নিকট) তার মেয়ে বা কোন আত্মীয়ের মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দিত, অভিভাবক মোহরানা নির্ধারণ করত এবং নিজের মেয়ে বা আত্মীয়ের মেয়ের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : নারী যখন মাসিক থেকে পবিত্র হয়ে যেত তখন স্বামী তাকে বলত অমুক সুন্দর বাহাদুর ও ভালো বংশের পুরুষকে ডেকে তার সাথে যিনা কর, এরপর যতক্ষণ গর্ভধারণের আলামাত না দেখা যেত ততক্ষণ স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকত, গর্ভধারণের আলামত স্পষ্ট হলে স্বামী চাইলে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করত, এটা এজন্য করা হতো যে, এতে ভালো বংশের সুন্দর সন্তান পয়দা হবে। এ বিবাহকে ইস্তেবজা বিবাহ বলা হতো।

তৃতীয় পদ্ধতি : দশজনের কম পুরুষ মিলে একজন মেয়ের সাথে ব্যভিচার করত, গর্ভধারণের পর যখন সে বাচ্চা প্রসব করত তখন কিছু দিন অতিক্রম হওয়ার পর ঐ মহিলা ঐ সমস্ত পুরুষদেরকে ডাকত, যাদের সাথে সে ব্যভিচার করেছিল, এদের কারো জন্যই এ সুযোগ থাকত না যে সে এ ডাকে সাড়া দেয়া থেকে বিরত থাকবে, যখন সমস্ত পুরুষরা একত্রিত হয়ে যেত, তখন মহিলা তাদেরকে বলত "তোমরা যা করেছ তার ব্যাপারে তোমরা ভালো করেই

অবগত আছ, এখন আমি এ বাচ্চা প্রসব করেছি, হে অমুক! এটা তোমার সন্তান" মেয়ে যাকে খুশী তার নাম নিত আর সন্তান আইনগতভাবে তারই হয়ে যেত, মেয়ে যার নাম নিত তাকেই ঐ সন্তান গ্রহণ করতে হতো, অস্বীকার করার কোন সুযোগ ছিল না।

চতুর্থ পদ্ধতি : একজন মহিলার নিকট বহু পুরুষ আসা যাওয়া করত, সবাই তার সাথে যিনা করত, ঐ মহিলা কাউকেই নিষেধ করত না, এরা ছিল পতিতা, তারা পরিচয়ের জন্য বাড়িতে কোন পতাকা উড়িয়ে দিত আর তা দেখে যার খুশি সে ব্যভিচারের জন্য তার কাছে আসত, এ নারী যখন গর্ভধারণ করত এবং বাচ্চা প্রসব করত, তখন কোন গণককে তাদের কাছে পাঠাত সে যে ব্যক্তিকে ঐ বাচ্চার পিতা হিসেবে চিহ্নিত করত সে বাচ্চার পিতা হিসেবে নির্ধারিত হতো, আর ঐ পুরুষের তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ থাকত না। যখন মুহাম্মদ ﷺ দ্বীন ইসলাম নিয়ে আসলেন, তখন তিনি জাহেলিয়াতের সর্বপ্রকার বিবাহ হারাম করে দিলেন, শুধু ঐ পদ্ধতিই চালু রাখলেন যা আজও চলছে। (বোখারী ও মুসলিম)[৯৬]

نِكَاحُ الشِّغَارِ
শিগার বিবাহ

মাসআলা-১৯. নিজের মেয়ে বা বোনকে এ শর্তে কারো নিকট বিবাহ দেয়া যে এর বিনিময়ে সেও তার মেয়ে বা বোনকে তার সাথে বিবাহ দিবে, বা কারো মেয়েকে এ শর্তে বিবাহ করা যে সেও এর মেয়েকে বিবাহ করবে একে শিগার বিবাহ বলে, এ ধরনের বিবাহ হারাম :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ

অর্থ : "ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার বিবাহ করা থেকে নিষেধ করেছেন।" (বোখারী)[৯৭]

---

৯৬. কিতাবুন নিকাহ,বাব শিগার।

৯৭. কিতাবুন নিকাহ,বাব আল মোতা।

نِكَاحُ الْحَلَالَةِ
হালালা বিবাহ

মাসআলা-২০. নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর দ্বিতীয় বার তাকে বিবাহ করার উদ্দেশে অন্য কোন পুরুষের সাথে চুক্তি করা, যে তুমি আমার স্ত্রীকে এক বা দু'দিন পর তালাক দিয়ে দিবে এবং এর পর প্রথম স্বামী তাকে আবার দ্বিতীয় বার বিবাহ করবে, এ বিবাহকে হালালা বিবাহ বলা হয় : এটা পরিষ্কার হারাম :

মাসআলা-২১ : হালালাকারী এবং যার জন্য হালালা করা হয় তাদের উভয়েই অভিশপ্ত :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

অর্থ :"আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালালাকারী এবং যার জন্য হালালা করা হয় তাদের উভয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন।" (তিরমিযী)[৯৮]

نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
মোতা বিবাহ

মাসআলা-২২. তালাক দেয়ার নিয়তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (চাই তা কয়েক ঘণ্টার জন্য হোক বা কয়েক দিনের জন্য বা কয়েক মাসের জন্য) কোন মহিলার সাথে মোহরানা নির্ধারণ করে বিবাহ করা, এ বিবাহকে মোতা বিবাহ বলে :

عَنِ الرَّبِيْعِ ابْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ﷺ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اِنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَالِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا وَتَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا.

---

[৯৮]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাযায়ী, খণ্ড ২, হাদীস নং-৩১৪৯।

অর্থ : "রাবি বিন সাবুরা জুহানী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তার পিতা এক বর্ণনায় তাকে বলেছে যে, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে ছিল, তিনি বলেছেন : হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে মোতা বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম করে দিয়েছেন। অতএব এ ধরনের বিবাহের বন্ধনে কোন নারী যদি কারো কাছে থাকে, সে যেন তাকে তালাক দিয়ে দেয়, আর তোমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছ তা তাদের কাছ থেকে ফেরত নিবে না।" (মুসলিম)[৯৯]

নোট : উল্লেখ্য, মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মোতা বিবাহ বৈধ ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হারাম করেছেন। কিছু কিছু সাহাবী যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর এ নির্দেশ সম্পর্কে অবগত ছিল না তারা এ বিবাহকে বৈধ বলে মনে করত। কিন্তু ওমর ﷺ স্বীয় শাসনামলে যখন কঠোরভাবে এ নির্দেশের বাস্তবায়ন করতে শুরু করলেন, তখন সমস্ত সাহাবাগণ তা হারাম বলে অবগত হয়েছেন, এরপর আর কেউ তা হালাল বলে মনে করেননি।

اَلنِّكَاحُ فِيْ ضُوْءِ الْقُرْاٰنِ

আল কুরআনের আলোকে বিবাহ

মাসআলা-২৩. সতী নারীদের বিবাহ সৎ পুরুষদের সাথে আর অসৎ নারীদের বিবাহ অসৎ পুরুষদের সাথে দেয়ার নির্দেশ :

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ.

অর্থ : "দুশচরিত্র নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্যে, দুশ্চরিত্রা পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্যে, সুচরিত্রা নারী সুচরিত্র পুরুষের জন্যে এবং সু চরিত্র পুরুষ সুচরিত্রা নারীর জন্যে। (সূরা নূর : আয়াত-২৬)

---

[৯৯]. কিতাবুন নিকাহ,বাব ইযা কানা আল ওয়ালী ইয়াল খাতিব।

মাসআলা-২৪. তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত : (৩ মাস পর্যন্ত) মাসিক শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহ করবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংসার করার পর ঐ স্বামী তার স্ব ইচ্ছায় তাকে তালাক দিয়ে দিলে তালাক প্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালন করার পর প্রথম স্বামীর সাথে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে :

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ "এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে তালাক দাও, তৎপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিত ভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিবাহ করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমাদের জন্য এটা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা অবগত নও।" (সূরা বাক্বারা-২৩২)

নোট : উল্লেখিত আয়াতে বিবাহের জন্য মেয়েদেরকে সম্বোধন করা হয়নি বরং অভিভাবকদেরকে করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, মেয়ে চাই কুমারী হোক, তালাক প্রাপ্তা হোক, বিধবা হোক নিজে নিজের বিবাহ ব্যবস্থা করতে পারবে না।

মাসআলা-২৫. জোর পূর্বক নারীর উত্তরসূরী হওয়া নিষেধ :

মাসআলা-২৬. স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীকে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দেয়া নিষেধ :

মাসআলা-২৭. নারীর অপছন্দনীয় চেহারা বা কথাবার্তা শুনে বা আচরণ দেখে দ্রুত তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত না নিয়ে যতদূর সম্ভব ধৈর্য ধরা এবং মেনে নেয়া ও ক্ষমার মাধ্যমে কাজ করে দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ

عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا .

অর্থ : "হে মুমিনগণ! এটা তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দাংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে প্রতিরোধ করো না এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর, কিন্তু যদি অরুচি অনুভব কর তবে তোমরা যে বিষয়ে দুষিত মনে কর আল্লাহ্ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন।" (সূরা নিসা : আয়াত-১৯)

মাসআলা-২৮. দাম্পত্য নিয়মে পুরুষ কর্তা আর নারী পুরুষের অধীনস্ত, পুরুষ পরিচালক আর নারী তার পরিচালনাধীন, পুরুষ অনুসরনীয় আর নারী অনুসরণকারীনি হিসেবে থাকে :

মাসআলা-২৯. পুরুষ ঘরের কর্তা হওয়ার কারণে তার পরিবারের সর্বপ্রকার জীবন উপকরণ ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ববান তিনি নিজেই :

মাসআলা-৩০. স্বামী ভক্তি এবং অঙ্গিকার পূরণ সতী নারীর পরিচয় :

মাসআলা-৩১. স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্পদ সংরক্ষণ করা আদর্শ স্ত্রীর পরিচয় :

মাসআলা-৩২. দুশ্চরিত্রবান নারীকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো তাকে বুঝানো, দ্বিতীয় পদক্ষেপ তার বিছানা পৃথক করে দেয়া, এরপরও যদি স্বামীর কথা না মানে তাহলে সর্বশেষ পদক্ষেপ হবে হালকা মারধর করা :

মাসআলা-৩৩. স্ত্রী যদি স্বামীর বাধ্য হয়ে যায় তাহলে তার উপর কোন রকমের দুর্ব্যবহার করা নিষেধ :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا .

অর্থ : "পুরুষগণ নারীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, যেহেতু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং এ হেতু যে তারা স্বীয় ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে। সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহ্র সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশংকা করা হয়, তবে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে শয্যা থেকে পৃথক কর এবং তাদেরকে প্রহার কর, অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমুন্নত, মহীয়ান।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

মাসআলা-৩৪. ভালোবাসা এবং মনের টানের দিক থেকে সমস্ত স্ত্রীদের (একাধিক স্ত্রী থাকলে) মাঝে সমতা রাখা স্বামীর নিয়ন্ত্রণে নয়, তবে খরচ এবং অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে ন্যায় নীতি বজায় রাখা জরুরি :

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থ : "তোমরা কখনো স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, যদিও তোমরা কামনা কর। সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড় না ও অপরজনকে ঝুলান অবস্থায় রেখো না এবং যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সূরা নিসা : আয়াত-১২৯)

নোট : আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করে নিজের স্ত্রীগণের মাঝে ন্যায় নীতি বজায় রাখার জন্য পরিপূর্ণরূপে চেষ্টা করার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বা মানবিক কারণে কোন কম বেশি হলে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ইনশা আল্লাহ্ (লেখক)।

মাসআলা-৩৫. স্বামীর মৃত্যুর পর সহবাস হোক বা না হোক ঐ স্ত্রী চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, সাজগোজ করতে পারবে না, ঘরের বাহিরে রাত্রি যাপন করতে পারবে না, ইসলামের পরিভাষায় তাকে শোকের ইদ্দত বলা হয়।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ : "এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুবরণ করে তাদের বিধবাগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে, অত:পর যখন তারা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে বিহিতভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই এবং তোমরা যা করছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক খবর রাখেন।" (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৩৪)

নোট : বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক বা না করুক উভয় অবস্থায়ই শোক ইদ্দত চার মাস দশ দিন, অবশ্য গর্ভবতীর ইদ্দত হবে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে তাকে বলা হয় মাদখুলা (সহবাসকৃতা), আর যার সাথে সহবাস হয় নি তাকে বলা হয় গাইরে মাদখুলা।

মাসআলা-৩৬. মুশরিক পুরুষের সাথে মুমিন মহিলার বিবাহ এবং মুমিন পুরুষের সাথে মুশরিক মহিলার বিবাহ হওয়া নিষেধ :

মাসআলা-৩৭. মুমিন ক্রীতদাসী স্বাধীনা মুশরিক মহিলা থেকে উত্তম :

মাসআলা-৩৮. মুমিন ক্রীতদাস আযাদ মুশরিক পুরুষ থেকে উত্তম :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ : "এবং মুশরিকরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করবে না এবং নিশ্চয় ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশিরেক স্বাধীন মহিলা অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে ফেলে এবং মুশিরকরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলমান নারীকে বিবাহ) দিবে না এবং নিশ্চয় মোশরেক তোমাদের মনপুত হলেও ঈমানদার ক্রীতদাস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এরাই জাহান্নামের অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানবমণ্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।" (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২২১)

মাসআলা-৩৯. অপরের বিবাহিতার সাথে বিবাহ হারাম :

মাসআলা-৪০. যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসা বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারী তাদের মালিক মুসলমানদের জন্য বিবাহ করা বৈধ ।

মাসআলা-৪১. বিবাহের উদ্দেশ্যে যিনা ব্যভিচার অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হয়ে পাক পবিত্র জীবন যাপন করা

وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ .

অর্থ : "এবং নারীদের মধ্যে সধবাগণ, কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে যে, তোমরা স্বীয় ধন সম্পদের মাধ্যমে ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান করবে ।"

(সূরা নিসা : আয়াত-২৪)

নোট : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ ক্রীতদাসদের সাথে বিবাহ ব্যতীত তাদেরকে বিবাহিত স্ত্রীদের ন্যায় ঘরে রাখার অনুমতি দিয়েছেন । ক্রীতদাসদের ব্যাপারে ইসলামের অন্যান্য বিধান এই :

১. যুদ্ধের পর বন্দী হয়ে আসা নারীদেরকে একমাত্র সরকারই সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করার ক্ষমতা রাখে, বণ্টনের পূর্বে কোন সৈন্য কোন বন্দী নারীর সাথে নিজে সহবাস করলে তা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে ।

২. গর্ভবতী বন্দী নারীর সাথে তার মালিক (যে ব্যক্তি তাকে ভাগে পেল তার জন্যও) সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে সহবাস করা তার মালিকের জন্যও নিষেধ ।

৩. বন্দী নারী যে ইসলাম ব্যতীত অন্য যেকোন ধর্মেরই হোক না কেন তার সাথে সহবাস করা তার মালিকের জন্য বৈধ ।

৪. ক্রীতদাসীকে তার মালিক ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারবে না ।

৫. ক্রীতদাসীর মালিকের সহবাসের মাধ্যমে যে সমস্ত সন্তান প্রসব হবে তাদের অধিকার মালিকের নিজের সন্তানদের মতোই । সন্তান জন্মগ্রহণের পর ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করা যাবে না, আর মালিক মারা যাওয়া মাত্রই ক্রীতদাসী আযাদ বলে গণ্য হবে ।

৬. ক্রীতদাসীর মালিক ক্রীতদাসীকে অন্য কারো সাথে বিবাহ দিয়ে দিলে, মালিকের সাথে তার আর কোন যৌন সম্পর্ক থাকবে না ।

৭. কোন নারীকে সরকার কোন পুরুষের অধীনে দিয়ে দিলে এ সরকার ঐ নারীকে ফেরত নেয়ার কোন অধিকার রাখে না, যেমন অভিভাবক কোন মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দিলে, তাকে ফেরত নেয়ার আর কোন ক্ষমতা রাখে না।

৮. সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তিকে কোন অধিকার বা মালিকানা সত্ত্ব দেয়া এ ধরনের বৈধ যেমন বিবাহের মধ্যে ইজাব কবুলের পরে স্বামী স্ত্রী একে অপরের জন্য হালাল হয়ে যাওয়া বৈধ এবং আইনসম্মত কাজ। এ উভয় আইনই এক দ্বীন এবং এক আল্লাহ্র ই প্রবর্তনকৃত।

মাসআলা-৪২. আহলে কিতাবদের সতী নারীদের সাথে বিবাহ বৈধ

وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

অর্থ : "আর সতী সাধবী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মধ্যকার সতী-সাধবী নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় মোহরানা প্রদান কর, এরূপে যে তোমরা তাদেরকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর, আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-৫)

নোট : আহলে কিতাবদের মেয়েদের সাথে বিবাহ করার অনুমতি আছে, কিন্তু তাদের কাছে মুসলমান নারীদেরকে বিবাহ দেয়ার অনুমতি নেই, আহলে কিতাবদের নারী যদি মুশরেক হয়, তাহলে তাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয়। (৩৬ নং মাসআলা দ্র :)।

মাসআলা-৪৩. যে বাচ্চা দু'বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত বা এর আগে কোন নারীর দুধ পান করে থাকে তাহলে ঐ নারী তার জন্য দুধ মা বলে বিবেচিত হবে এবং রেজায়াত (দুধপান সংক্রান্ত) বিধান তার উপর কার্যকর হবে :

দু'বছর বয়স হওয়ার পর কোন নারীর দুধ পান করলে দুধ মা বলে প্রমাণিত হবে না।

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ .

অর্থ : "আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি, তার জননী তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।" (সূরা লুকমান : আয়াত-১৪)

নোট : দুধ পান করার ক্ষেত্রে কমপক্ষে পাঁচ ঢোক খাওয়া শর্ত এর কমে দুধ মা বলে প্রমাণিত হবে না। (২২৭ নং মাসআলা দ্র :)।

মাসআলা-৪৪. মৌখিক আত্মীয়তার মাধ্যমে বিবাহের বিধান কার্যকর হবে না :

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا.

অর্থ : "অত:পর যায়েদ যখন তার (যায়নাবের) সাথে বিবাহের সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করালাম, যাতে মুমিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিবাহ করতে মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৭)

মাসআলা-৪৫. রমযানের রাতে নিজের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা বৈধ :

মাসআলা-৪৬. স্বামী স্ত্রী একে অপরের জন্য পোশাকস্বরূপ :

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

অর্থ : "রোযার রাতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তারা তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ আর তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।" (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৮৭)

মাসআলা-৪৭. বিবাহের বন্ধন পুরুষের অধীনে থাকে স্ত্রীর অধীন নয় :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا

بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۭ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۭ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

অর্থ : "যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না কর অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করে তালাক প্রদান কর তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দেবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার অবস্থানুসারে বিহিত সংস্থান করে দিবে সৎকর্মশীল লোকদের উপর এটা কর্তব্য।

আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহরানা নির্ধারণ করে থাক, তবে যা নির্ধারিত করে ছিলে তার অর্ধেক, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে বা যার হাতে বিবাহ বন্ধন সে ক্ষমা করে বা তোমরা ক্ষমা কর, তবে এটা আল্লাহ্ ভীরুতার অতি নিকটবর্তী এবং পরস্পরে উপকারকে যেন ভুলে যেও না, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী।" (সূরা বাক্বারা-২৩৬-২৩৭)

মাসআলা-৪৮. বিবাহ মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির মাধ্যম।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ .

অর্থ : "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাতে করে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রূম : আয়াত-২১)

মাসআলা-৫০. সতী সাধবী নারী বা পুরুষকে ব্যভিচারী নারী বা পুরুষের সাথে বিবাহ দেয়া নিষেধ :

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : "ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করবে এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত অন্য কেউ বিবাহ করবে না। মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।" (সূরা নূর : আয়াত-৩)

মাসআলা-৫১. মাসিক শুরু হওয়ার আগে অল্প বয়সে বিবাহ বৈধ :

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا.

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যেসব নারীর ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে উপনিত হয়নি তাদেরও এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত, আল্লাহ্কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দিবেন।" (সূরা তালাক : আয়াত-৪)

أَحْكَامُ النِّكَاحِ

বিবাহের মাসায়েল

মাসআলা-৫২. নারী ও পুরুষের মাঝে ইজাব কবুল হওয়া বিবাহের রুকন এটা ব্যতীত বিবাহ হবে না :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَائَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِنِّيْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٍ؟ قَالَ مَا اَجِدُ شَيْئًا قَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ؟ قَالَ نَعَمْ! سُوْرَةٌ كَذَا وَسُوْرَ كَذَا سَمَّاهَا . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلٰى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ :" সাহাল বিন সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক মহিলা এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমাকে আপনার নিকট সপে দিলাম, (এরপর) সে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করল, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : যদি আপনার তার কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দিন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার নিকট কি কোন কিছু আছে? সে বলল : না আমার নিকট কোন কিছু নেই, তিনি বললেন : খুঁজে দেখা যদিও একটি লোহার আংটিই হোক না কেন? সে খুঁজে কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি কুরআনের কোন অংশ জান? সে বলল : হ্যাঁ। ওমুক ওমুক সূরা এ বলে সে সূরার নাম বলল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম, এর বিনিময়ে যে তুমি তাকে কুরআন শিখাবে। (নাসায়ী)[১০০]

---

[১০০]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খণ্ড ২, হাদীস নং-৩১৪৯।

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ لِأُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ قَارِظٍ اَتَجْعَلِيْنَ اِمْرَكِ اِلَيَّ؟ قَالَتْ نَعَمْ! فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ .

অর্থ : "আবদুর রহমান বিন আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মু হাকীম বিনতে কারেযকে বলল : তুমি কি আমাকে তোমার বিবাহের ব্যাপারে সুযোগ দিবে? সে বলল : হ্যাঁ। সে বলল : আমি তোমাকে বিবাহ করলাম।" (বোখারী)[১০১]

قَالَ عَطَاءٌ : لِيَشْهَدْ اِنِّيْ قَدْ نَكَحْتُكِ .

অর্থ : "আতা (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : পুরুষের উচিত সাক্ষীদের সামনে একথা বলা যে, "আমি তোমাকে বিবাহ করলাম"। (বোখারী)[১০২]

মাসআলা-৫৩. ধার্মিকতায় সামঞ্জস্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব :

মাসআলা-৫৪. বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ ইত্যাদির সামঞ্জস্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা নিষেধ নয় :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : নারীদেরকে চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করতে হবে, তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার ধার্মিকতা, তোমার হাত ধূলুণ্ঠিত হোক ধার্মিক নারীদেরকে বিবাহ করে সফলতা অর্জন কর।" (বোখারী)[১০৩]

মাসআলা-৫৫. বিবাহের জন্য কমপক্ষে দু'জন আল্লাহভীরু এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষী থাকা জরুরি :

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَصِدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .

---

১০১. কিতাবুন নিকাহ,বাব ইযা কানা আর ওয়ালি হুয়াল খাতেব।

১০২. কিতাবুন নিকাহ,বাব ইযা কানা আর ওয়ালি হুয়াল খাতেব।

১০৩. কিতাবুন নিকাহ, লাইয়ান কিফুল অব, ওয়া গাইরিহি আল বিকর ওয়াস্সাইব ইল্লা বিরিযাহু।

অর্থ : "ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : অবিভাবক, মোহরানা এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ বৈধ হবে না।" (বায়হাকী)[১০৪]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : لَا نِكَاحَ اِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাক্ষী ব্যতীত কোন বিবাহ হবে না।"(তিরমিযী)[১০৫]

মাসআলা-৫৬. বিবাহের পর কোন বৈধ পন্থায় বিবাহের ঘোষণা দেয়া চাই :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفُ. وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ.

অর্থ : "মুহাম্মদ বিন হাতেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হালাল ও হারাম বিবাহের মধ্যে পার্থক্য হল দফ বাজানো এবং বিবাহের অনুষ্ঠানে শোরগোল হওয়া।" (নাসায়ী)[১০৬]

মাসআলা-৫৭. বাসর রাতে স্ত্রীকে উপহার দেয়া মুস্তাহাব :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِعْطِهَا شَيْئًا. قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ قَالَ اَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বিবাহ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : তাকে কোন কিছু উপহার দাও, সে বলল : আমার নিকট দেয়ার মতো কোন কিছু নেই, তিনি বললেন : তোমার হাতমী বর্ম কোথায়? ওটাই তাকে দাও।" (আবু দাউদ)[১০৭]

মাসআলা-৫৮. বিবাহের পূর্বে নির্ধারণকৃত বৈধ শর্তসমূহের আলোকে কাজ করা জরুরি :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ .

---

[১০৪]. ইরওয়াউল গালীল,খণ্ড ৬, পৃঃ২৬৯।

[১০৫]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনানআবু দাউদ, খণ্ড ২,হাদীস নং-৮৬৫।

[১০৬]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ; ২, হাদীস নং-১৮৬৫।

[১০৭]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ; ২, হাদীস নং-৮৬৫।

অর্থ : "ওকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে সমস্ত শর্তের ভিত্তিতে তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ ঐ সমস্ত শর্ত পূরণ করা অন্যান্য শর্তের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

(বোখারী ও মুসলিম)[১০৮]

মাসআলা-৫৯. ইসলাম বিরোধী এবং আইন বিরোধী শর্ত করা নিষেধ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرَاةٍ تَسْاَلُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صِحْفَتُهَا فَاِنَّهَا لَهَا مَاقُدِّرَلَهَا.

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, সে নিজের বিবাহের জন্য স্বীয় বোনের তালাক দাবি করবে এবং তার পাত্র খালী করে দিবে বরং তার ভাগ্যে যা আছে সে তা পাবে।" (বোখারী)[১০৯]

মাসআলা-৬০. নিজের সাধ্যের বাহিরে কোন শর্ত পূরণ না করার উদ্দেশ্যে মেনে নেয়া বা নির্ধারণ করা পাপ কাজ ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থ "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (তিরমিযী)১১০

মাসআলা-৬১. মেয়ের ঘর নির্মাণের জন্য পিতার ব্যবস্থাপনা করে দেয়া যৌতুক হিসেবে সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

---

১০৮. আল লুলু ওয়াল মারজান, খণ্ড ২, হাদীস নং-১০৬০।

১০৯. যুবাইদী লিখিত মোখতাসার সহীহ আল বোখারী।

১১০. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ২, হাদীস নং-১০৬০।

الولى فى النكاح
বিয়েতে অভিভাবক

মাসআলা-৬২. বিয়েতে অভিভাবকের উপস্থিতি জরুরি।

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی رضی الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِیٍّ .

অর্থ "আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ হবে না।" (তিরমিযী)[১১১]

মাসআলা-৬৩. যদি নিকট আত্মীয়ের মধ্য থেকে কোন অভিভাবক মেয়ের কল্যাণকামী না হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার অভিভাবকত্বের অধিকার থাকবে না, তখন অন্য কোন নিকট আত্মীয় তার অভিভাবক হবে।

মাসআলা-৬৪. অভিভাবক হওয়ার মতো নিকট আত্মীয় না থাকলে দূরের আত্মীয় অভিভাবক হবে আর না হয় দেশের বিচারপতি বা সরকার অভিভাবক হবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضی الله عنهما عَنِ النَّبِیِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نِكَاحَ اِلَّا بِاِذْنِ وَلِیٍّ مُرْشِدٍ اَوْ سُلْطَانٍ .

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন- কল্যাণকামী অভিভাবকের, বিচারকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হবে না।" (ত্বাবারানী)[১১২]

নোট : উল্লেখ্য, অমুসলিম জজ বা কাফের দেশের আদালত মুসলিম নারীর অভিভাবক হতে পারবে না।

---

[১১১]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং-৮৭৯।

[১১২]. ইরওয়াউল গালীল, খণ্ড ৬,পৃঃ-২৩৯।

حُقُوْقُ الْوَلِيِّ
অভিভাবকের দায়িত্ব

মাসআলা-৬৫. মেয়ে নিজের বিবাহ নিজে করতে পারবে না ।

মাসআলা-৬৬. বিবাহের জন্য অভিভাবকের অনুমতি এবং সন্তুষ্টি জরুরি ।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ .

অর্থ "এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে তালাক দাও, তৎপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিত ভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিবাহ করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমাদের জন্য এটা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা অবগত নও ।" (সূরা বাক্বারা-২৩২)

নোট : উল্লেখিত আয়াতে বিবাহের জন্য মেয়েদেরকে সম্বোধন করা হয় নি বরং অভিভাবকদেরকে করা হয়েছে । এর অর্থ এই যে, মেয়ে চাই কুমারী হোক, তালাক প্রাপ্তা হোক, বিধবা হোক নিজে নিজের বিবাহ ব্যবস্থা করতে পারবে না ।

মাসআলা-৬৭. অভিভাবকের অনুমতি এবং সন্তুষ্টি ব্যতীত অনুষ্ঠিত বিবাহ সরাসরি বাতিল ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا .

অর্থ : "আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হলো, ঐ বিবাহ বাতিল, ঐ বিবাহ বাতেল, ঐ বিবাহ বাতেল, এ বিবাহের পর যদি সহবাস করে তাহলে মোহরানা আদায় করতে হবে, যার বিনিময়ে সে ঐ নারীর লজ্জাস্থান ভোগ করেছে। আর অভিভাবকদের পরস্পরের মাঝে ঝগড়া হলে, বিচারপতি তার অভিভাবক হবে।" (তিরমিযী)১১৩

নোট :

১. মেয়ের পিতা তার অভিভাবক, পিতা না থাকলে ভাই বা চাচা বা দাদা বা নানা তার অভিভাবক হতে পারবে।

উল্লেখ্য, নিকট আত্মীয় থাকলে দূরের আত্মীয় অভিভাবক হতে পারবে না।

২. অভিভাবকদের মাঝে মতানৈক্য হতে পারে এভাবে, অভিভাবকের প্রথম অধিকারী (চাই পিতা হোক বা ভাই বা চাচা হোক, বে-দ্বীন হোক বা যালেম, আর সে জোরপূর্বক কোন বে-দ্বীন বা ফাসেক বা কোন দুশ্চরিত্রবান লোকের সাথে বিবাহ দিতে চায়, অথচ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের অভিভাবক তা হতে দিচ্ছে না, এমতাবস্থায় যালেম বা বে-দ্বীন ব্যক্তির অভিভাবকত্ব অকার্যকর হয়ে যাবে এবং গ্রামের বা এলাকার দ্বীনদার বিচারক বা আদালত তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে।

মাসআলা-৬৮. কুমারী বা বিধবা উভয়ের বিবাহের জন্য অভিভাবকের অনুমতি বা সন্তুষ্টি জরুরি।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صِمَاتُهَا.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন- বিধবা নারী তার অভিভাবকের চেয়ে বিবাহের ক্ষেত্রে তার নিজের অধিকারই বেশি, কুমারীর নিকট অনুমতি চাইতে হবে, আর তার অনুমতি হলো চুপ থাকা।" (মুসলিম)১১৪

---

১১৩. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং-৮৮০।

১১৪. কিতাবুন নিকাহ্,বাব ইস্তেযান আস সায়েব ফি নিকাহ।।

মাসআলা-৬৯. এক মেয়ে অপর মেয়ের অভিভাবক হতে পারবে না।

মাসআলা-৭০. অভিভাবক ব্যতীত মেয়ে নিজে নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারবে না।

মাসআলা-৭১. অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহকারী নারী ব্যভিচারিণী।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاتُزَوِّجُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْاَةُ نَفْسَهَا فَاِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِىْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

অর্থ : "আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- এক মেয়ে অপর মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারবে না এবং মেয়ে নিজে নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারবে না, কেননা ব্যভিচারিনীই নিজে নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করে।" (ইবনে মাযাহ)[১১৫]

مَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ
অভিভাবকের দায়িত্ব

মাসআলা-৭২. মেয়ের সন্তুষ্টির বাহিরে অভিভাবকের জোরপূর্বক কোন সিদ্ধান্ত নেয়া নিষেধ।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ "এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে তালাক দাও, তৎপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিত ভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিবাহ করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও

---

[১১৫]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনানে ইবনে মাযা, খণ্ড ১, হাদীস নং-১৫২৭।

পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমাদের জন্য এটা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা অবগত নও।" (সূরা বাক্বারা-২৩২)

নোট : উল্লেখিত আয়াতে বিবাহের জন্য মেয়েদেরকে সম্বোধন করা হয় নি বরং অভিভাবকদেরকে করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, মেয়ে চাই কুমারী হোক, তালাক প্রাপ্তা হোক, বিধবা হোক নিজে নিজের বিবাহ ব্যবস্থা করতে পারবে না।

মাসআলা-৭৩. কুমারী এবং বিধবাদের অভিভাবকদের তাদের অনুমতি এবং সন্তুষ্টি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানো উচিত নয়।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذِنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- বিধবা নারীকে তার বিবাহ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না, আর কুমারী নারীকে তার অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না, তার অনুমতি হলো চুপ থাকা।" (বোখারী)[১১৬]

মাসআলা-৭৪. মেয়ের অসন্তুষ্টিতে জোরপূর্বক বিবাহের ব্যবস্থা করা অভিভাবকের উচিত নয়।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُسْتَاْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِيْ نَفْسِهَا فَاِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কুমারী মেয়েকে তার বিবাহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে হবে, সে যদি উত্তরে চুপ থাকে, তাহলে এটাই তার অনুমতি, আর যদি অসম্মতি জানায় তাহলে তাকে জোরপূর্বক বিবাহ দেয়া যাবে না।" (আবু দাউদ)[১১৭]

নোট : ছেলে বা মেয়ে যদি না বুঝে কোন কিছু করে তাহলে অভিভাবক ঐ ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য উৎসাহিত করবে, কিন্তু জোর করে বিবাহ দিতে পারবে না।

---

[১১৬]. কিতাবুন নিকাহ, লা ইয়ানকিহু আল আব ওয়া গাইরুহু আল বিকর ওয়াস সায়্যিব বিরিযাহা।
[১১৭]. কিতাবুন নিকাহ, বাব ইঙা যাওয়াজা রাজুল ইবনাতাহু ওয়া হিয়া কারেহা।

মাসআলা-৭৫. মেয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি অভিভাবক জোরপূর্বক বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে মেয়ে ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হয়ে এ বিবাহ বাতিল করতে পারবে।

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْاَنْصَارِيَّةِ ﷺ اِنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

অর্থ : "খানসা বিনতে হিযাম আল আনসারী রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - তার পিতা তাকে বিধবা অবস্থায় জোরপূর্বক বিবাহ দিয়েছিল, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে অভিযোগ করল, তখন তিনি ঐ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।" (বোখারী)[১১৮]

মাসআলা-৭৬. মেয়ে এবং ছেলে রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) তালাকের পর দ্বিতীয় বার বিবাহ্ করতে চাইলে অভিভাবকের তাতে বাধা দেয়া ঠিক হবে না।

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ كَانَتْ لِيْ اُخْتٌ تُخْطَبُ اِلَيَّ فَاَتَانِيْ ابْنُ عَمٍّ لِيْ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّٰى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ اِلَيَّ اَتَانِيْ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَا وَاللّٰهِ اِلَّا اُنْكِحُهَا اَبَدًا قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ.

অর্থ : "মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমার এক বোন ছিল যার বিবাহের প্রস্তাব আসল, এরপর আমার এক চাচাতো ভাইও আসল, তখন আমি আমার বোনের বিবাহ তার সাথেই দিয়ে দিলাম, কিছুদিন পর সে আমার বোনকে রাযয়ী তালাক দিয়ে দিল, এরপর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যখন আমার বোনের জন্য অন্য কোন স্থান থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসল তখন আমার চাচাতো ভাইও বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসল, তখন আমি

---

[১১৮]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ; ২, হাদীস নং-১৮৪৫।

বললাম- আল্লাহ্‌র কসম এখন আমি কিছুতেই তোমার সাথে তার বিবাহ দিব না, তখন আমার ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো।

"এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে তালাক দাও এর পর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে তাহলে সে অবস্থায় স্ত্রীরা স্বীয় স্বামীদেরকে বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না।" (আবু দাউদ)১১৯

اَلصَّدَاقُ

মোহরানা

মাসআলা-৭৭. স্ত্রীর মোহরানা আদায় করা ফরয।

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً .

অর্থ : "অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দিয়ে দাও।" (সূরা নিসা : আয়াত-২৪)

মাসআলা-৭৮. স্ত্রী নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী মোহরানা আংশিক ক্ষমা করে দিতে চাইলে সে তা করতে পারবে।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا .

অর্থ : "আর নারীদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান কর, কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে পরে কিয়দাংশ তোমাদেরকে প্রদান করে তবে বিবেচনা মতো তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (সূরা নিসা : আয়াত-৪)

মাসআলা-৭৯. উভয়পক্ষের মাঝে সম্মতিক্রমে স্ত্রীর অধিকার মোহরানা বিবাহের সময় বা বিবাহের পর কোন সময়ে আদায় করার সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধ।

মাসআলা-৮০. বিবাহের পূর্বে উভয় পক্ষ মোহর নির্ধারণ করতে না পারলে বিবাহের পরও তা নির্ধারণ করা যাবে।

---

১১৯. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ; ২, হাদীস নং-১৮৪৫।

মাসআলা-৮১. বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে মোহরানা আদায় করার আগেই যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তার মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব নয়, তবে নিজের সাধ্য অনুযায়ী তাকে কিছু না কিছু উপহার দেয়া উচিত।

মাসআলা-৮২. বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে মোহরানা নির্ধারিত হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তাকে অর্ধেক মোহরানা আদায় করতে হবে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّ مَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ - وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

অর্থ : "যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না কর অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করে তালাক প্রদান কর তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দেবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার অবস্থানুসারে বিহিত সংস্থান করে দিবে, সৎকর্মশীল লোকদের উপর এটা কর্তব্য। আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহরানা নির্ধারণ করে থাক, তবে যা নির্ধারিত করেছিলে তার অর্ধেক, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে বা যার হাতে বিবাহ বন্ধন সে ক্ষমা করে বা তোমরা ক্ষমা কর, তবে এটা আল্লাহ্ ভীরুতার অতি নিকটবর্তী এবং পরস্পরে উপকারকে যেন ভুলে যেও না, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী। (সূরা বাক্বারা-২৩৬-২৩৭)

মাসআলা-৮৩. মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণ করা :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ .

অর্থ : "সাহাল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন- বিবাহ কর যদিও একটি লোহার আংটি মোহরানা নির্ধারণ করেই হোকনা কেন।" (বোখারী)১২০

عَنْ اَبِيْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِاَزْوَاجِهِ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ اَوْقِيَةٍ وَنَشًا قَالَتْ اَتَدْرِيْ مَا نَشٌّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ اَوْقِيَةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهٰذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ لِاَزْوَاجِهِ .

অর্থ : "আবু সালামা বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মোহরানার পরিমাণ কি ছিল? তিনি বললেন, বার উকিয়া এবং এক নশ, এরপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান নশ কতটুকুকে বলে? আবু সালামা বলল - না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলল- আধা উকিয়া এবং এ সাড়ে অর্থাৎ, সাড়ে বার উকিয়া। পাঁচশ দিরহাম। এ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মোহরানা।" (মুসলিম)১২১

নোট : সাড়ে বার উকিয়া চান্দি বা পাঁচশ দিরহামে বর্তমান বাজারে প্রায় ১০ হাজার টাকা।

عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِاَرْضِ الْحَبْشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِي النَّبِيَّ ﷺ وَاَمْهَرَهَا عَنْهُ اَرْبَعَةَ اٰلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَ شُرَاحْبِيْلَ اِبْنِ حَسَنَةَ .

---

১২০. কিতাবুন নিকাহ,বাব আর মোহর বিল আরোজ।

১২১. কিতাবুন নিকাহ,বাব সাদাকুন নব্বী লি আযওয়াজিহি।।

অর্থ : "উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা উবাইদুল্লাহ্ বিন জাহাশের অধীনে ছিল, সে হাবশায় হিজরত করার পর ওখানেই মারা গিয়েছিল, তখন নাজ্জাশী উম্মু হাবীবার বিবাহ নবী ﷺ-এর সাথে দিয়ে দিল, তাঁর পক্ষ থেকে মোহরানা নির্ধারণ করা হলো চার হাজার দিরহাম, এরপর উম্মু হাবীবাকে শরাহবীল বিন হাসানার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হলো।" (আবু দাউদ)১২২

মাসআলা-৮৪. মোহরানার পরিমাণ কম হওয়া উত্তম।

মাসআলা-৮৫. নবী ﷺএর স্ত্রী এবং কন্যাগণের মোহরানা বার উকিয়া প্রায় দশহাজার টাকা ছিল।

عَنْ اَبِي الْعَجْفَاءَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ خَطَبَنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ اَلَا لَا تَغْلُوْا بِصَدَقِ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُكَرَّمَةً فِي الدُّنْيَا اَوْ تَقْوٰى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ اَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا اَصْدَقَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِمْرَاَةً مِّنْ نِسَائِهٖ وَلَا اَصْدَقَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْ بَنَاتِهٖ اَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ اَوْقِيَةٍ .

অর্থ : "আবু আজফা আস্ সুলামী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- ওমর রাযিয়াল্লাহ আনহু আমাদেরকে একটি বক্তব্য শুনালেন এবং বললেন- হে লোকেরা! শুন, মেয়েদের মোহরানা বেশি নির্ধারণ করবে না, যদি অধিক মোহরানা নির্ধারণ করা পৃথিবীতে সম্মানের কারণ হতো বা আল্লাহ্র নিকট তাকওয়া (আল্লাহ্ ভীতির) দাবি হতো, তাহলে নবী ﷺ এটা করার সবচেয়ে বেশি অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদের মোহরানা বার ওকিয়ার বেশি নির্ধারণ করেন নি, আর না নিজের মেয়েদের মোহরানা বার ওকিয়ার বেশি নির্ধারণ করেছেন।" (আবু দাউদ)১২৩

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرَ النِّكَاحِ اَيْسَرُهُ .

অর্থ "ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- সর্বোত্তম বিবাহ হলো যা সহজভাবে হয়।" (আবু দাউদ)১২৪

---

১২২. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ; ২, হাদীস নং-১৮৫৩।

১২৩. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ২, হাদীস নং-১৮৫৩।

১২৪. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ; ২, হাদীস নং-১৮৫৯।

মাসআলা-৮৬. মোহরানা যে কোন কিছুই হতে পারে এমন কি কোন মানুষের ইসলাম গহণ করা বা তাকে কুরআন ও হাদীস শিখানোও মোহরানা হিসেবে নির্ধারিত হতে পারে :

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ تَزَوَّجَ اَبُوْ طَلْحَةَ اُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْاِسْلَامُ اَسْلَمَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ ﷺ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْاِسْلَامُ اَسْلَمَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عنها قَبْلَ اَبِيْ طَلْحَةَ ﷺ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ اِنِّيْ قَدْ اَسْلَمْتُ فَاِنْ اَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَاَسْلِمْ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا .

অর্থ : "আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালহা উম্মু সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বিবাহ করল, আর তাদের মাঝে মোহরানা ছিল ইসলাম গ্রহণ করা, উম্মু সুলাইম আবু তালহার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে উম্মু সুলাইম বলল : আমি ইমলাম গ্রহণ করেছি, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাকে বিবাহ করব, তখন আবু তালহা মুসলমান হলো, আর তাদের মাঝে মোহরানা ছিল ইসলাম গ্রহণ করা। (নাসায়ী)১২৫

নোট : আরেকটি হাদীস ৫২ নং মাসআলা দ্র : ।

মাসআলা-৮৭. বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মোহরানা অধিকারী হবে এবং স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারীও হবে।

মাসআলা-৮৮. মোহরানা বিবাহের সময় আদায় করা জরুরি।

মাসআলা-৮৯. বিবাহের সময় উভয়পক্ষ যদি মোহরানা নির্ধারণ করতে নাও পারে তাহলে বিবাহের পরেও তা নির্ধারণ করা যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ فِيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا الصَّدَاقُ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا وَعَلَيْهَا

[১২৫]. আলাবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী,খণ্ড২, হাদীস নং-৩১৩২।

الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ فَقَالَ مَعْقَلُ بْنُ سِنَانٍ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِهِ فِيْ بُرُوْعِ بِنْتِ وَاشِقٍ .

অর্থ : আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি কোন এক মেয়েকে বিবাহ করে মারা গেল, মেয়ের সাথে সহবাসও করে নি এবং মোহরানাও নির্ধারণ করে নি, তখন আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে ফয়সালা দিল যে, মেয়েকে পূর্ণ মোহরানা দিতে হবে এবং মেয়েকে ইদ্দতও পালন করতে হবে এবং সে উত্তরাধিকারীর অংশও পাবে। মা'কাল বিন সিনান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন - আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিরু বিনতে ওয়াশেকের ব্যাপারে এরকম ফায়সালা দিতে শুনেছি।" (আবু দাউদ)১২৬

মাসআলা-৯০. ৩২ টাকা মোহরানা নির্ধারণ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

خُطْبَةُ النِّكَاحِ

বিবাহের খুতবা

মাসআলা-৯১. বিবাহের সময় নিম্নোক্ত খুতবা পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ

---

১২৬. আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-১৮৫।

آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا .

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুতব্যাতুল হাজা শিক্ষা দিয়েছেন, আর তাহলো এই-

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আমরা তাঁরই নিকট সাহায্য চাই, তাঁরই নিকট ক্ষমা চাই, আমরা তাঁর নিকট আমাদের মনের কু প্রবঞ্চনা থেকে আশ্রয় চাই, তিনি যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না, আমি আরো সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল।

"হে মানবমণ্ডলী তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন, সে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা কর, আত্মীয়তার সম্পর্ককে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।"

(সূরা নিসা : আয়াত-১)

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম হওয়া ব্যতীত মরো না।" (সূরা আল ইমরান : আয়াত-১০২)

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটি মুক্ত করবেন, তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরা আহযাব-৭০-৭১)

(আহমদ,আবু দাউদ,তিরমিযী,নাসায়ী, ইবনে মাযাহ,দারেমী)[১২৭]

---

[১২৭]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ;২, হাদীস নং-১৮৬।

اَلْوَلِيْمَةُ
ওলীমা

মাসআলা-৯২. ওলীমার দাওয়াত দেয়া সুন্নাত।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ اَثَرَ صَفْرَةٍ قَالَ مَا هٰذَا قَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

অর্থ : "আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর গায়ে হলুদের রং দেখতে পেলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন- এটা কি? সে বলল, আমি এক মেয়েকে এক টুকরো স্বর্ণ মোহরানা ধার্য করে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার কাজে বরকত দিন, একটি বকরীর মাধ্যমে হলেও ওলীমা কর।" (বোখারী ও মুসলিম)১২৮

নোট : হাদীসে বর্ণিত নাওয়াত (এক টুকরোর পরিমাণ প্রায় ৩ গ্রাম)।

মাসআলা-৯৩. ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ.

অর্থ : "জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যদি তোমাদের কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলে সে যেন তা গ্রহণ করে, ইচ্ছা হলে খাবার খাবে, আর ইচ্ছা না হলে তা বাদ দিবে।" (মুসলিম)১২৯

মাসআলা-৯৪. যে ওলীমার দাওয়াতে সাধারণ লোকদেরকে দাওয়াত না দিয়ে শুধু গণ্যমান্য লোকদেরকেই দাওয়াত দেয়া হয় সে ওলীমা অনুষ্ঠান নিকৃষ্টতম অনুষ্ঠান।

---

[১২৮]. আল লুলু ওয়াল মারযান,খং১, হাদীস নং-৮৯৯।

[১২৯]. কিতাবুন নিকাহ, বাব আল আমর বি ইজাবাতি দায়ী ইলা দাওয়া।

মাসআলা-৯৫. বিনা কারণে যে দাওয়াত গ্রহণ না করে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানকারী।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيْمَةُ يَمْنَعُهَا مَنْ يَّأْتِيْهَا وَيُدْعٰى اِلَيْهَا مَنْ يَّأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصٰى اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- নিকৃষ্ট খাবার হলো ঐ ওলীমার খাবার যেখানে আসতে আগ্রহীদেরকে বাধা দেয়া হয়, আর যারা আসতে চায় না তাদেরকে ডাকা হয় এবং যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।" (মুসলিম)[১৩০]

মাসআলা-৯৬. যে দাওয়াতে হারাম কাজ (নাচ, গান ছবি উঠানো ইত্যাদি) হয়ে থাকে বা হারাম জিনিস (মদ) পান করা হয় তাতে অংশগ্রহণ করা হারাম।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَقْعَدُ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

অর্থ : "ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন এমন খাবার অনুষ্ঠানে না বসে যেখানে মদ আছে।" (আহমদ)[১৩১]

دَعَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اَبَا اَيُّوْبَ فَرَاىَ فِى الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارَ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ مَنْ كُنْتُ اَخْشٰى عَلَيْهِ فَلَمْ اَكُنْ اَخْشٰى عَلَيْكَ وَاللّٰهِ لَا اَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ.

---

[১৩০]. আলবানী লিখিত সংক্ষিপ্ত সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৮২৭।

[১৩১]. আলবানী লিখিত ইরওয়াউল গালীল৭/৬।

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -কে দাওয়াত দিল, তিনি ঘরের দেয়ালে ছবিযুক্ত পর্দা দেখতে পেলেন, তখন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলল- মেয়েরা আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে, আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলল- আমার আশঙ্কা ছিল যে, এ কাজ হয়ত অন্য কেউ করেছে, কিন্তু তুমি একাজ করবে তা আমি চিন্তাও করি নি, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার খাবার খাব না এ বলে তিনি ফিরে চলে গেলেন।" (বোখারী)[১৩২]

মাসআলা-৯৭. গৌরব, লৌকিকতা ও অহংকারকারীদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা নিষেধ।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنَ اَنْ يُّؤْكَلَ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৌরব ও অহংকারকারীদের খাবারে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" (আবু দাউদ)[১৩৩]

اَلنَّظْرُ اِلَى الْمَخْطُوْبَةِ
পাত্রী দেখা

মাসআলা-৯৮. বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখা বৈধ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

অর্থ : "জাবের বিন আবদুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ কোন মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তখন যেন সে সম্ভব হলে তাকে দেখে।" (আবু দাউদ)[১৩৪]

---

[১৩২]. কিতাবুন নিকাহ, বাব হাল ইয়ার জি ইযা রায়া মুনকারা ফিদ্ দাওয়া।

[১৩৩]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ;২, হাদীস নং-৩১৯৩।

[১৩৪]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ;১, হাদীস নং-১৮৩২।

মাসআলা-৯৯. ঘরের প্রতিদিনের কাজে সচরাচর প্রকাশিত হয় এমন অঙ্গ যেমন হাত এবং চেহারা ব্যতীত পাত্রীর অন্য কোন অঙ্গ দেখা বা দেখানো নিষেধ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنَظَرْتَ اِلَيْهَا فَقَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ فَاِنَّ فِيْ اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا .

অর্থ : "আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আসল এবং তাঁকে বলল যে, সে এক আনসারী মেয়েকে বিবাহ করেছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মেয়েকে দেখেছ? সে বলল- না, তিনি বললেন- যাও দেখ গিয়ে, কেননা আনসারদের চোখে কিছু থাকে।" (মুসলিম)১৩৫

মাসআলা-১০০. গাইরে মাহরাম নারী (যার সাথে বিবাহ বৈধ) তার সাথে একা সাক্ষাত করা বা কথা বলা, বা তার পাশে বসা নিষেধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَفَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ .

অর্থ : "ওকবা বিন আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নারীদের সাথে একা একা দেখা করা থেকে বিরত থাক, এক আনসারী বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ দেবরের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বললেন- দেবর তো মৃত্যু (তুল্য)।" (বোখারী)১৩৬

নোট : আরবী ভাষায় হামু শব্দটি স্বামীর সমস্ত নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে ব্যবহার হয়, যেমন- স্বামীর আপন ভাই, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই ইত্যাদি।

---

[১৩৫]. কিতাবুন নিকাহ, বাব নদবু মান আরাদা নিকাহুল মারআ আন ইয়ান যুরা ইলা ওজহিহা ওয়া কাফফাইহা।

[১৩৬]. কিতাবুল গোসল বাব আন নাহি আনিননযরি ইলা আওরাতির রাজুলি ওয়াল মারয়া।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَاَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ.

অর্থ : "ওকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে যখন একাকী সাক্ষাত করে, তখন শয়তান তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে থাকে।" (তিরমিযী)১৩৭

মাসআলা-১০১. গাইরে মাহরাম মেয়ের সাথে হাত মিলানো নিষেধ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ اِمْرَاَةً قَطُّ اِلَّا اَنْ يَّاْخُذَ عَلَيْهَا فَاِذَا اَخَذَ عَلَيْهَا فَاَعْطَتْهُ قَالَ اِذْهَبِيْ فَقَدْ بَايَعْتُكِ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাত কখনো কোন নারী স্পর্শ করে নি, তবে তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন, যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করত, তখন তিনি তাদেরকে বলতেন- যাও আমি তোমাদের বাইয়াত গ্রহণ করেছি।" (মুসলিম)১৩৮

মাসআলা-১০২. যখন নারী বে-পর্দা হয়ে পুরুষের সামনে আসে তখন শয়তানের জন্য ফেতনা সৃষ্টি করা সহজ হয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- নারী পর্দা (নারীর সর্বাঙ্গ পর্দা করার মত) যখন সে (বে-পর্দা হয়ে) বের হয়, তখন শয়তান তাকে ভালো করে দেখে নেয়।" (তিরমিযী)১৩৯

---

[১৩৭]. কিতবুন নিকাহ্, বাব লা ইয়াখলুওয়ান্না রজুলু বি ইমরায়া ইল্লা যু মাহরাম।

[১৩৮]. কিতাবুল ইমারা,বাব কাইফিয়াত বাইয়াতিন নিসা।

[১৩৯]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড১, হাদীস নং-৯৩৬।

مُبَاحَاتُ النِّكَاحِ

বিবাহের ক্ষেত্রে বৈধ কাজসমূহ

মাসআলা-১০৩. ঈদের মাসে বিবাহ অনুষ্ঠান বৈধ :

মাসআলা-১০৪. বিবাহ এবং বাসর ভিন্ন সময়ে করা জায়েয :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شَوَّالٍ وَبَنٰى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ أَحْظٰى عِنْدَهٗ مِنِّيْ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَسْتَحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ نِسَاءَهَا فِيْ شَوَّالٍ .

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই আমার সাথে বাসর করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কে আমার চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান ছিল? বর্ণনাকারী বলেন- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পছন্দ করতেন যে তার বংশের মেয়েদের যেন শাওয়াল মাসে বিবাহ হয়।" (মুসলিম)[১৪০]

মাসআলা-১০৫. বালেগ হওয়ার পূর্বে বিবাহ হওয়া জায়েয।

মাসআলা-১০৬. বয়সে বড় ছেলের, বয়সে ছোট মেয়ের সাথে এবং বয়সে ছোট ছেলের সাথে বয়সে বড় মেয়ের বিবাহ জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ .

অর্থ: "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যখন বিবাহ করেন তখন তার বয়স ছিল সাত বছর, আর যখন তিনি তার সাথে বাসর করেন তখন তার বয়স ছিল নয় বছর, তার খেলনাগুলোও তার সাথেই ছিল, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু হয় তখন তিনি আঠার বছর বয়স্কা ছিল।" (মুসলিম)[১৪১]

নোট : উল্লেখ্য, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ছিল ৫৪ বছর।

---

[১৪০]. আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম, হাদীসং-৮২২।

[১৪১]. কিতাবুন নিকাহ,বাব জাওয়ায তাযবিয আল আব আল বিকর, আস সাগীরা।

مَمْنُوْعَاتٌ فِي النِّكَاحِ
বিবাহে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

মাসআলা-১০৭. যে মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবং সে তা গ্রহণ করেছে ঐ মেয়েকে অন্য স্থান থেকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বেচা-কেনা চলার সময় বেচা-কেনার প্রস্তাব দিবে না এবং কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব চলা কালে বিবাহের প্রস্তাব দিবে না।" (তিরমিযী)[১৪২]

মাসআলা-১০৮. ইহরাম করা (হজ্বের নিয়ত) অবস্থায় বিবাহ করা বা বিবাহ করানো বা বিবাহের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

অর্থ : "উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহরাম করা অবস্থায় বিবাহ করবে না এবং করাবে না, বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।" (মুসলিম)[১৪৩]

---

[১৪২]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং-৯০৬।
[১৪৩]. আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম, হাদীসং-৮১৪।

مَا يَجُوْزُ عِنْدَ الْفَرْحِ
আনন্দের সময় যা যা করা বৈধ

মাসআলা-১০৯. পুরুষেরা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে যার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে কিন্তু রং দেখা যাবে না আর মহিলা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে যার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে না কিন্তু রং দেখা যাবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخُفِيَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخُفِيَ رِيْحُهُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে কিন্তু রং দেখা যাবে না, আর নারীদের সুগন্ধি হলো যার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে না কিন্তু রং দেখা যাবে।"

(তিরমিযী)১৪৪

মাসআলা-১১০. ফিতনার আশংকা না থাকলে ছোট মেয়েরা আনন্দের সময় এক দিক খোলা ঢোল বাজাতে পারবে, এর সাথে এমন গান গাইতে পারবে যেখানে কুফর, শিরক, ফাসেকী, অশ্লীলতা, নারীদের সৌন্দর্য এবং যৌনতার প্রতি আহ্বান থাকবে না।

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ اِذْ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذِهٖ وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ.

অর্থ : "রাবি বিনতে মুওয়ায়েয রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বিবাহের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমার বিছানায় এমনভাবে বসলেন যেমন তুমি বসে আছ, তখন আমাদের কিছু বাচ্চা ঢোল বাজাতেছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাত

---

১৪৪. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড১, হাদীস নং-৯০৬।

বরণকারী আমার কিছু আত্মীয়ের বীরত্বের কথা গাইতে ছিল, বাচ্চা মেয়েদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল আমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি গায়েব সম্পর্কে জানেন, তিনি একথা শুনে বললেন - এ অংশটি বাদ দাও এবং এটা ব্যতীত আর যা তোমরা বলছিলে তা বলতে থাক।" (বোখারী)[১৪৫]

মাসআলা-১১১. মেয়েদের জন্য স্বর্ণের অলংকার এবং রেশমী পোশাক পরিধান করা জায়েয।

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اُحِلَّ الذَّهَبُ وَ الْحَرِيْرُ لِاِنَاثِ اُمَّتِيْ وَحُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهَا.

অর্থ : "আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের নারীদের জন্য স্বর্ণ এবং রেশমী কাপড় ব্যবহার করা হালাল করা হয়েছে, আর আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। (নাসায়ী)[১৪৬]

মাসআলা-১১২. সাদা চুলে মেহেদী এবং মেটে রং মেশানো জায়েয।

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهٖ هٰذَا الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ.

অর্থ : "আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাদা চুল রঙ্গিন করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো মেহেদী এবং মেটে রং দিয়ে পরিবর্তন করা। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা)[১৪৭]

---

[১৪৫]. কিতাবুন নিকাহ,বাব জারবুদুফ ফি নিকাহি ওয়াল ওলীমা।

[১৪৬]. আলাবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খণ্ড ৩, হাদীস নং-৪৭৫৪।

[১৪৭]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ, খ;২, হাদীস নং-৩৫৪২।

مَالَا يَجُوْزُ عِنْدَ الْفَرْحِ

আনন্দের সময় যা জায়েয নয়

মাসআলা-১১৩. চুলে জোড়া লাগানো অভিসম্পাদের কারণ।

মাসআলা-১১৪. আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এমন স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুসরণ করা জায়েয নয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجَتْ اِبْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعْرُ رَأْسِهِ فَجَائَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِيْ اَنْ اَصِلَ فِيْ شِعْرِهَا فَقَالَ لَا لِاَنَّهُ قَدْ لَعَنَ الْمُوْصِلَاتِ.

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছে, অসুস্থতার কারণে তার মাথার চুল পড়ে যাচ্ছিল, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে অভিযোগ করল যে, তার স্বামী আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যে, আমি যেন তার চুলে জোড়া লাগিয়ে দেই, (আমি কি তা করব?) তিনি বললেন : তুমি এরূপ করবে না, কেননা যারা চুল জোড়া দিয়ে দেয় তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।" (বোখারী)১৪৮

মাসআলা-১১৫. সোনা এবং চাঁদির প্লেটে পানাহারকারীরা তাদের পেটে আগুন ঢুকাচ্ছে।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَنْ شَرِبَ فِيْ اِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ.

অর্থ : "উম্মু সালামা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সোনা ও চাঁদির পাত্রে পানাহার করল সে অবশ্যই তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকাল।" (মুসলিম)১৪৯

---

১৪৮. কিতাবুন নিকাহ,বাব লাইউতিয়ু মারআত যাওযিহা ফি মা'সিয়াতিহি।

১৪৯. কিতাবুল্লিবাস ওয়াযযিনা,বাব তাহরীম ইস্তে'মাল আওয়ানী আযাহাব ওয়াল ফিয্যা।

মাসআলা-১১৬. স্বর্ণের আংটি ব্যবহারকারী পুরুষ তার হাতে আগুনের আংগার ব্যবহার করল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَاٰى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِىْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْتَمِدُ اَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِىْ يَدِهٖ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ একজন পুরুষ লোকের হাতে একটি আংটি দেখতে পেলেন, তিনি তার হাত থেকে ঐ আংটি খুলে ফেলে দিলেন, এরপর বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি নিজের হাতে আগুনের আংটা রাখতে পছন্দ করে? তাহলে সে যেন স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করে।"[১৫০]

মাসআলা-১১৭. পুরুষদের টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِى النَّارِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা নবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে কাপড় টাখনুর নিচে গেল তা জাহান্নামে যাবে।" (বোখারী)[১৫১]

মাসআলা-১১৮. অপরের সামনে নিজের গৌরব ও অহংকার করার শাস্তি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِىْ فِىْ بُرْدَيْهِ قَدْ اَعْجَبَتْهُ نَفْسَهُ فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الْاَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, এক ব্যক্তি দু'টি চাদর পরিধান করে অহংকার করে চলতেছিল, আর নিজে নিজে এ দামী চাদর নিয়ে গৌরব করছিল, আল্লাহ্ তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিলেন, সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটিতে ধ্বস হতে থাকবে।" (মুসলিম)[১৫২]

---

[১৫০]. আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৩৭২।

[১৫১]. কিতাবুল লিবাস, বাব মা আসফালাল কা'বাইন ফাহুয়া ফিন্নার।

[১৫২]. কিতাবুল লিবাস, বাব তাহরিমি তাবাখতুর ফির মাসি মায়া ইযাবিহি ।

মাসআলা-১১৯. পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম।

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اُحِلَّ الذَّهَبُ وَ الْحَرِيْرُ لِاِنَاثِ اُمَّتِيْ وَحُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهَا.

অর্থ : "আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের নারীদের জন্য স্বর্ণ এবং রেশমী কাপড় ব্যবহার করা হালাল করা হয়েছে, আর আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। (নাসায়ী)[১৫৩]

মাসআলা-১২০. শরীরে উল্কী অঙ্কনকারিণীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত :

মাসআলা-১২১. সৌন্দর্যের জন্য ভ্রুর চুল উঠানো বা উঠিয়ে দেয় ঐ সমস্ত নারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত :

মাসআলা-১২২. সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ঘর্ষণ করে সরুকারিণী এবং যে তা করায় তাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالٰى مَالِيْ لَا اَلْعَنَ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এমন নারীদের প্রতি যারা শরীরের অংগে উল্কি অঙ্কন কারিণী, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিণী, চোখের পাতা বা ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী এবং এভাবে আল্লাহ্র সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়নকারিণীদের প্রতি লা'নত করেছেন। জনৈক মহিলা ইবনে মাসউদকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন। যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন আমি তাকে কেন লা'নত

---

[১৫৩]. আলাবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খণ্ড ৩, হাদীস নং-৪৭৫৪।

করব না? আর এটাতো কুরআনেও আছে আল্লাহ্ বলেছেন, "রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেয়, তোমরা তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।" (বোখারী)[১৫৪]

নোট : মেহেদী দিয়ে মেয়েরা শরীরে ফুল অঙ্কন করতে পারবে।

মাসআলা-১২৩. কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি হবে যারা ফটো উঠায় তাদের প্রতি :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন- আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে কঠিন শাস্তির হকদার হবে তারা যারা ছবি উঠায়।" (বোখারী)[১৫৫]

মাসআলা-১২৪. যারা এমন শর্ট পোশাক পরিধান করে যার ফলে শরীরের অঙ্গ বুঝা যায় বা এমন পাতলা পোশাক পরিধান করে যার ফলে শরীর দেখা যায়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا كَذَا.

অর্থ : "আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামীদের এমন দু'টি দল রয়েছে, যাদের আমি দেখিনি, তাদের এক দলের সাথে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তারা তা দিয়ে লোকদেরকে মারতে

---

[১৫৪]. কিতাবুল লিবাস,বাব তাহরিম ইস্তে'সাল আয জাহাব ওয়াল ফিয্যা।

[১৫৫]. কিতাবুল লিবাস বাব আযাবুল মোসাওরিন ইয়ামুল কিয়ামা।

থাকবে, আর এক দল হবে নারীদের, তারা পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ থাকবে, গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথ চলবে, বুখতী উটের উঁচু কুঁজের মতো করে খোঁপা বাঁধবে। এসব নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমন কি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।" (মুসলিম)[১৫৬]

মাসআলা-১২৫. নারীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বনকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের সাদৃশ্যতা অবলম্বনকারিণী নারীদের প্রতি নবী ﷺ লা'নত করেছেন :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা'নত করেছেন ঐ সমস্ত নারীদের প্রতি, যারা পুরুষদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে, আর ঐ সমস্ত পুরুষদের প্রতি যারা নারীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে।
(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, তিরমিযী)[১৫৭]

মাসআলা-১২৬. মদ ক্রয়কারী, পানকারী, পরিবেশনকারী সকলের প্রতি লা'নত করা হয়েছে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلٰى عَشَرَةِ اَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُوْلَةِ اِلَيْهِ وَاٰكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيْهَا.

অর্থ : "ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মদের কারণে দশ প্রকার লোকের প্রতি লা'নত করা হয়েছে, ১. তা সংগ্রহকারী, ২. তা তৈরিকারী, ৩. যার জন্য তৈরি করা হয়, ৪. বিক্রয়কারী, ৫. ক্রয়কারী, ৬. বহনকারী, ৭. যার জন্য বহন করা হয়, ৮. মদের পয়সা যে ভক্ষণ করে, ৯. মদ যে পান করে, ১০. মদ যে পরিবেশন করে। (ইবনে মাযাহ)[১৫৮]

---

[১৫৬]. কিতাবুল লিবাস, বাবুত্ তাসবীর।
[১৫৭]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড২, হাদীস নং-২২৩৫।
[১৫৮]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড ২,হাদীস নং-২৭২৫।

মাসআলা-১২৭. নারীদের সুগন্ধী ব্যবহার করে পুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ।

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اِسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ .

অর্থ : "আবু মূসা আশআরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে নারী আতর ব্যবহার করে এবং পুরুষদের পাশ দিয়ে এজন্য অতিক্রম করে যে তারা যেন তার ঘ্রাণ পায়, তাহলে ঐ নারী ব্যভিচারিণী।" (নাসায়ী)১৫৯

মাসআলা-১২৮. দাড়ি ছাটা নিষেধ :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَمَرَ بِاِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَاِعْفَاءِ اللُّحَى .

অর্থ : "ইবনে ওমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন গোফ ছাঁটতে এবং দাড়ি ছাড়ার জন্য। (তিরমিযী)১৬০

মাসআলা-১২৯. চল্লিশ দিনের বেশি সময় পর্যন্ত নখ না কাটা নিষেধ।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً تَقْلِيْمَ الْاَظْفَارِ وَاَخْذَ الشَّارِبِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ .

অর্থ : "আনাস বিন মালেক ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের জন্য নখ কাটা, গোফ ছাটা এবং নাভীর নিচের চুল পরিষ্কারের জন্য চল্লিশ দিন সময় নির্ধারণ করেছেন।" (তিরমিযী)১৬১

মাসআলা-১৩০. নারীদের পুরুষদের সামনে আসা নিষেধ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ .

---

১৫৯. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খণ্ড ৩, হাদীস নং-৪৭৩৭।

১৬০. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ২, হাদীস নং-২২।

১৬১. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড২, হাদীস নং-২২১৫।

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- নারী পর্দা (নারীর সর্বাঙ্গ পর্দা করার মতো) যখন সে (বে-পর্দা হয়ে) বের হয়, তখন শয়তান তাকে ভালো করে দেখে নেয়।" (তিরমিযী)[১৬২]

মাসআলা-১৩১. মেয়েদের পায়ে ঘুঙুর ব্যবহার করা নিষেধ।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جُلْجُلٌ وَلَا جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ.

অর্থ : "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, ঐ ঘরে ফেরেশ্তা প্রবেশ করে না যেখানে ঘুঙুর থাকে, ঘণ্টা থাকে এবং ঐ সমস্ত লোকদের সাথেও ফেরেশ্তা থাকে না যারা ঘণ্টা ব্যবহার করে।" (নাসায়ী)[১৬৩]

মাসআলা-১৩২. কুফর , শিরক, ফিসক, অশ্লীলতা, নারীদের সৌন্দর্য এবং যৌনতাকে আকর্ষণকারী কবিতা আবৃত্তি করা বা শোনা নিষেধ।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আরজ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে পথ অতিক্রম করছিলাম, এক কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে আসছিল, তখন তিনি বললেন : এ শয়তানকে ধর, বা বললেন- এ শয়তানকে দূর কর, এরপর বললেন- এ ধরনের অশ্লীল কবিতা মুখে আনার চেয়ে বমি করা অনেক ভালো।" (মুসলিম)[১৬৪]

---

[১৬২]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড১, হাদীস নং-৯৩৬।
[১৬৩]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খণ্ড৩, হাদীস নং-৪৭১৮।
[১৬৪]. কিতাবুসসে'র।

মাসআলা-১৩৩. নারী ও পুরুষের কালো রংয়ের খেজাব ব্যবহার করা নিষেধ।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكُوْنَ قَوْمٌ يَخْضَبُوْنَ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ بِالسُّوْدِ كَحَوَاصِلِ الْحِمَامِ لَايَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ যামানায় এমন কিছু লোক হবে, যারা কবুতরের পাকস্থলির ন্যায় কালো খেজাব ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"(আবু দাউদ, নাসায়ী)১৬৫

মাসআলা-১৩৪. নারী ও পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠানাদিকে গুরুত্ব দেয়া নিষেধ।

মাসআলা-১৩৫. গান-বাজনা করা এবং তা শোনা কানের ব্যভিচার।

মাসআলা-১৩৬. গাইরে মাহরাম নারী পুরুষের একে অপরের সাথে কথা বলা, একে অপরকে স্পর্শ করা, এক সাথে উঠা বসা করা নিষেধ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَتَبَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ لَا مُحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْاُذْنَانِ زِنَاهُمُ الْاِسْتِمْتَاعُ وَاللِّسَانِ زِنَاهُ الْكَلَامِ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخَطْئُ وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذَالِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ.

অর্থ "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের প্রতি ব্যভিচারের পরিমাণ লিখা আছে, যা সে অবশ্যই করবে তা থেকে বাঁচতে পারবে না। চোখের ব্যভিচার গাইরে মাহরামের প্রতি তাকানো, কানের ব্যভিচার হারাম কথা শোনা, মুখের ব্যভিচার অশ্লীল কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হারাম জিনিস স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হারাম পথে চলা, মনের ব্যভিচার হারামের কল্পনা করা। লজ্জাস্থান এ বিষয়গুলোকে হয় সত্য করে বাস্তবায়ন করে, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করে।"

(মুসলিম)১৬৬

---

১৬৫. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবু দাউদ, খ; ৩, হাদীস নং-৩৫৪৮।

১৬৬. কিতাবুল ইমারাত,বাব কাইফিয়াত বাইয়াতুন নিসা।

মাসআলা-১৩৭. গান বাজনা এবং নৃত্যকারীদের প্রতি শাস্তি আসবে আর না হয় আল্লাহ্ তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করবেন।

عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِيْ الْخَمْرَ يَسْمُوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا يَعْزِفُ عَلٰى رُؤُسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغْنِيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ.

অর্থ : "আবু মালেক আশআরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মদ পান করবে, কিন্তু তারা মদকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবে, তাদের কাছে বাদ্য যন্ত্র বাজবে, গায়িকারা গান গাইবে আল্লাহ্ তাদেরকে যমিনে ধ্বসিয়ে দিবেন, আর তাদের কিছুকে বানর এবং শুকরে পরিণত করবেন।" (ইবনে মাযা)[১৬৭]

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتٰى ذَاكَ قَالَ اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ.

অর্থ : "ইমরান বিন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- এ উম্মতের মাঝে যমিনের ধ্বস হবে, চেহারা পরিবর্তন করা হবে, আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হবে। মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কখন হবে? তিনি বললেন- যখন গায়িকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, বদ্যযন্ত্র বিস্তার লাভ করবে, মদ পান করা হবে।" (তিরমিযী)

বিবাহ সংক্রান্ত কিছু বিষয় যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয় ।

১. বিবাহের পূর্বে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য পয়সা উঠানো।

২. মেয়ের পক্ষ থেকে ছেলের পক্ষের জন্য অনিষ্ট কর কিছু নিয়ে যাওয়া।

৩. বিবাহের অনুষ্ঠানের সময় ছেলেকে স্বর্ণের আংটি পরানো।

---

[১৬৭]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড২,হাদীস নং-৩২৪৭।

৪. মেহেদী এবং হলুদের অনুষ্ঠান করা।

নোট : বর-কনের মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয কিন্তু এজন্য অনুষ্ঠান করা গান-বাজনা করা নিষেধ।

৫. ছেলে এবং মেয়েকে সালামী দেয়া নিষেধ।

৬. বিবাহের পূর্বে বর-কনে একে অপরকে মাহরাম মনে করা নিষেধ।

৭. ৩২ টাকা মোহরানা নির্ধারণ করা এবং স্বামীর সাধ্যের বাহিরে মোহরানা নির্ধারণ করা।

৮. মেয়ের ঘর তৈরির জন্য যৌতুক দেয়া নিষেধ।

৯. যৌতুক চাওয়া নিষেধ।

১০. বরযাত্রী অধিক পরিমাণে আসা।

১১. বরযাত্রীর সাথে গান বাজনার দল যাওয়া।

১২. বিবাহের খুতবার পূর্বে ছেলে এবং মেয়েকে কালিমা শাহাদাত পড়ানো।

১৩. বরের জুতা চুরি করা এবং পয়সা নিয়ে তা ফেরত দেয়া।

১৪. মেয়েকে কুরআনের ছায়া দিয়ে ঘর থেকে বের করা।

১৫. মুখ দেখানো এবং কোলে নেয়ার পয়সা আদায় কারা।

১৬. মহররম এবং ঈদের মাসসমূহে বিবাহ অনুষ্ঠান না করা।

১৭. নিজের সাধ্যের অধিক পরিমাণ খরচ করে ওলীমা অনুষ্ঠান করা।

১৮. ইউনিয়ন কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত বিবাহ বা তালাক গ্রহণযোগ্য হবে না বলে বিশ্বাস করা।

১৯. নাচ গানের ব্যবস্থা থাকা।

২০. নারী পুরুষের পৃথক পৃথক বা সম্মিলিত ছবি উঠানো বা ভিডিও করা নিষেধ।

২১. কুরআন মাজীদ দিয়ে বিবাহ করানো।[১৬৮]

২২. বিবাহের সময় মসজিদের জন্য কিছু পয়সা উঠানো নিষেধ।

২৩. ছেলের পক্ষের লোকদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে কাজের লোকদেরকে তা দেয়া নিষেধ।

২৪. তালাকের নিয়তে বিবাহ করা নিষেধ।

২৮. পেটে সন্তান থাকা অবস্থায় বিবাহ করা নিষেধ।

২৯. দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রথম স্ত্রীর নিকট অনুমতি নেয়া শর্ত নয়।

---

[১৬৮] আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ;২, হাদীস নং-১৮৬৬।

اَلْاَدْعِيَةُ فِى الزَّوَاجِ

বিবাহ সংক্রান্ত দোয়াসমূহ

মাসআলা-১৩৮. বিবাহের পর বর-কনের জন্য এ দোয়া করা উচিত ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَّا الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ .

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বর-কনের জন্য এবলে দোয়া করতেন– "আল্লাহ্ তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুন, আর তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে কল্যাণমূলক কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ও মিল মহব্বতের সাথে জীবন যাপনের সামর্থ প্রদান করুন ।"

(আবু দাউদ)[১৬৯]

মাসআলা-১৩৯. প্রথম সাক্ষাতে স্বামীকে তার স্ত্রীর জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে হবে :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَةً اَوِ اشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ .

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন - তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে বিবাহ করে বা কোন দাস ক্রয় করে তখন যেন সে এ দোয়া পড়ে ।

"হে আল্লহ্! আমি তোমার নিকট তার (স্ত্রী বা কৃতদাসের) কল্যাণের প্রার্থনা করি এবং প্রার্থনা করি তার ঐ কল্যাণময় স্বভাবের যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট থেকে এবং তার আদীম প্রবৃত্তির অকল্যাণ থেকে, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ ।" (আবু দাউদ)[১৭০]

---

[১৬৯]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ২, হাদীস নং-১৮৯২ ।

أَدَابُ الْمُبَاشِرَةِ
সহবাসের আদব

মাসআলা-১৪০. সহবাসের পূর্বে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া সুন্নাত :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَرَادَ اَنْ يَأْتِيَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اَنْ يُقَدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدَ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانَ .

অর্থ : "ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায়, সে যেন বলে- আল্লাহ্‌র নামে (আমরা মিলন করছি) হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের নিকট থেকে শয়তানকে দূরে রাখ, আর আমাদেরকে তুমি এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।" (বোখারী ও মুসলিম)[১৭১]

মাসআলা-১৪১. পাপ থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সওয়াবের কাজ।

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ﷺ اِنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْتِيْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنَ لَهُ فِيْهَا اَجْرَ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَ فِيْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرُ فَكَذَالِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ .

অর্থ : "আবু যার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এর কিছু সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার যৌন চাহিদা পূরণ করে এতে কি তার সওয়াব হবে? তিনি বললেন, বল যদি তারা হারামভাবে তাদের যৌন চাহিদা পূরণ করত, তাহলে কি তাদের পাপ হতো না? তারা বলল : হ্যাঁ হবে। তিনি বললেন- এমনিভাবে যখন সে হালাল ভাবে তার যৌন চাহিদা পূরণ করবে তখন তার সওয়াব হবে।" (মুসলিম)

[১৭১]. আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম, হাদীসং-৫৪৫।

মাসআলা-১৪২. দ্বিতীয় বার সহবাস করার পূর্বে অজু করা মুস্তাহাব।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهٗ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّاْ.

অর্থ : "আবু সাইদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর নিকট সহবাসের জন্য আসে এবং দ্বিতীয় বার সহবাস করতে চায় সে যেন অজু করে।" (মুসলিম)[১৭২]

মাসআলা-১৪৩. বৃহস্পতিবার রাতে সহবাস করা মুস্তাহাব।

عَنْ اَوْسِ بْنِ عَوْسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اِغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمِعُوْا نَصَتَ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اَجْرَ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

অর্থ : "আউস বিন আউস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করে এবং (স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে) তাকেও গোসল করায়, জুমার নামাযের জন্য আগে ভাগে মসজিদে চলে আসে, খতীবের নিকটবর্তী স্থানে বসে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শ্রবণ করে, চুপ থাকে, সে মসজিদে আসা এবং যাওয়ার সময় প্রতি কদমে কদমে এক বছর রোযা রাখা এবং এক বছর নামায পড়ার সওয়াব পাবে।" (তিরমিযী)[১৭৩]

মাসআলা-১৪৪. বাচ্চাকে দুধ পান করানোর সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ :

عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ ﷺ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِىْ اُنَاسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغَيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِى الرُّوْمِ وَفَارِسٍ فَاِذَا هُمْ يَغْلِبُوْنَ اَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ اَوْلَادَهُمْ شَيْئًا.

---

[১৭২]. আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম, হাদীসং-১৬৪।

[১৭৩]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং-৪১০।

অর্থ : "জুযামা বিনতে ওহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি লোকদের উপস্থিতিতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি বললেন- আমি চাচ্ছিলাম যে লোকদেরকে গাইলা (বাচ্চাকে দুধ পান করানোর বয়সে) স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে নিষেধ করব। কিন্তু আমি দেখলাম রোম এবং পারস্যের লোকেরা তা করে এবং তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না, (তখন আমি নিষেধ করা থেকে বিরত থাকলাম)।" (মুসলিম)[১৭৪]

মাসআলা-১৪৫. দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা জায়েয :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন - স্ত্রীর জন্য জায়েয নয় যে সে তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখবে।" (বোখারী)[১৭৫]

মাসআলা-১৪৬. সহবাসের পর স্বামী স্ত্রী একে অপরের গোপন কথা প্রকাশ করা নিষেধ।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ اِلَى امْرَاَتِهِ وَتُفْضِيْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যে, তার স্ত্রীর নিকট যায় এবং স্ত্রী তার নিকট আসে (তাদের প্রয়োজন মেটায়) এরপর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা মানুষকে বলে বেড়ায়।" (মুসলিম)[১৭৬]

---

[১৭৪]. আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম, হাদীসং-১৬৪।

[১৭৫]. যোবাইদী লিখিত মোখতার সহীহ বোখারী, হাদীস নং-১৮৬০।

[১৭৬]. কিতাবুন নিকাহ, বাব তাহরীম ইফসা সিররুল মারআ।

মাসআলা-১৪৭. স্ত্রীর সাথে সামনে এবং পিছন থেকে পায়খানার রাস্তা ব্যতীত সহবাস কারা জায়েয।

عَنْ اَبِي الْمُنْكَدِرِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ﷺ يَقُوْلُ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ اِذَا اَتَى الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ مِنْ دُبُرٍ فِيْ قِبَلِهَا كَانَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ .

অর্থ : "আবুল মুনকাদের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন- ইহুদীরা বলত যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পিছন দিক থেকে যোনিপথ দিয়ে সহবাস করলে, সন্তান ট্যারা হয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদের সাথে সহবাস কর।" (সূরা বাক্বারা -২২৩)

মাসআলা-১৪৮. ফরয গোসলের পূর্বে শুইতে চাইলে ওজু করে শোয়া মুস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّاَ لِلصَّلَاةِ .

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলের আগে শুইতে চাইলে তিনি লজ্জাস্থান ধৌত করে নামাযের ওযুর মতো ওযু করতেন।" (বোখারী)[১৭৭]

মাসআলা-১৪৯. চিকিৎসার প্রয়োজনে আযল (যোনিপথের বাহিরে) বীর্যপাত করা বৈধ অন্যথায় নয়।

عَنْ جُزَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اُخْتِ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ﷺ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اُنَاسٍ سَاَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ.

---

[১৭৭]. কিতাবুল গোসলা, বাবুল জুনব ইয়াতাওয়ায্‌যা সুম্মা ইয়ানাম।

অর্থ : "জুযামা বিনতে ওহাব রাযিআল্লাহু আনহা ওক্কাসা বিন মিহসান রাযিআল্লাহু আনহু-এর বোন, তিনি বলেন- আমি কিছু লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তারা তাঁকে আযল (যোনি পথের বাহিরে বীর্যপাত করা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তিনি বললেন- তাহলো গোপন ভাবে হত্যা করা।" (মুসলিম)[১৭৮]

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ .

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আযলের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি বললেন- তোমাদের কেউ কেন তা করে অথচ বলে না, তোমাদের কেউ তা করবে না।" (মুসলিম)[১৭৯]

নোট : স্ত্রী সহবাসের সময় বীর্যপাতের পূর্ব মূহুর্তে তার যৌনাঙ্গের বাহিরে বীর্যপাত করাকে আযল বলে।

মাসআলা-১৫০. হায়েয ও নেফাসের সময় সহবাস করা নিষেধ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوِ امْرَاَةً فِيْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি হায়েযের সময় সহবাস করে বা স্ত্রী পায়খানার রাস্তায় সহবাস করে বা গণকের নিকট যায়, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার সাথে কুফরী করল।" (মুসলিম)[১৮০]

মাসআলা-১৫১. হায়েয বা নেফাস শেষ হওয়ার পর গোসল করার পূর্বে সহবাস করা নিষেধ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا كَانَ دَمًا اَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ .

---

[১৭৮]. আলবানী লিখিত- মোখতাসার সহীহ মুসলিম,হাদীসং-৮৩৫।

[১৭৯]. কিতাবুন নিকাহ, বাব হুকমুল আযল।

[১৮০]. আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান তিরমিযী,খণ্ড ১, হাদীস নং-১১৬।

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- হায়েয বা নেফাসের রক্ত যদি লাল রংয়ের হয়, তাহলে ঐ অবস্থায় সহবাস করলে এর কাফ্ফারা হবে ১ দীনার স্বর্ণ। আর যদি রক্তের রং হলুদ হয়, তাহলে তার কাফ্ফারা হবে অর্ধ দীনার।" (তিরমিযী)১৮১

নোট : এক দীনার = চার গ্রাম।

মাসআলা-১৫২. স্ত্রীর সাথে পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করা নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتَى اِمْرَاَتَهُ فِىْ دُبُرِهَا.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।" (আহমদ)১৮২

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَنْظُرُ اللهُ اِلٰى رَجُلٍ اَتَى اِمْرَاَةً فِى الدُّبُرِ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না, যে তার যৌন চাহিদা পূরণ করার জন্য স্ত্রীদের সাথে তাদের পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করে।"

(তিরমিযী)১৮৩

মাসআলা-১৫৩. স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের জন্য ডাকলে স্ত্রীর তা প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهَا فَتَاْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا.

---

১৮১. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং-১১৮।
১৮২. আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, খণ্ড ২, হাদীস নং-৩১৯৩।
১৮৩. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং-৯৩০।

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার প্রতি ঐ সত্তা অসন্তুষ্ট থাকেন যিনি আকাশে আছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ্ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় না।" (মুসলিম)[১৮৪]

মাসআলা-১৫৪. ফরয গোসলের সুন্নাতী পদ্ধতি নিম্নরূপ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ وَيَغْتَسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْتَسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِيْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى إِذَا رَأٰى أَنْ قَدْ اِسْتَبْرَأَ ثُمَّ حَفَنَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয গোসল করতেন, তখন প্রথমে উভয় হাত ধুতেন, এরপর বাম হাতে ডান হাতের উপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন, এরপর ওযু করতেন, এরপর পানি নিয়ে হাতের আঙ্গুলসমূহ দিয়ে চুলের গোড়াসমূহ ভালো করে ধুতেন, এরপর মাথায় তিন বার পানি ঢালতেন, এরপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। শেষে একবার উভয় পা ধৌত করতেন।" (মুসলিম)[১৮৫]

[১৮৪]. কিতাবুন নিকাহ, বাব তাহরিম ইমতেনায়িহা মিন ফিরাসে যাওযিহা।

[১৮৫]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, বাব সিফাত গাসলিল জাবনাবা।

صِفَاتُ الزَّوْجِ الْأَمْثَلِ
আদর্শ স্বামীর গুণাবলী

মাসআলা-১৫৫. স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণকারী ব্যক্তি উত্তম স্বামী।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ.

অর্থ : "আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। যখন তোমাদের সাথী মারা যাবে তখন তার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবে।" (তিরমিযী)[১৮৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।" (হাকেম)[১৮৭]

মাসআলা-১৫৬. স্ত্রীকে প্রহার করে না এমন ব্যক্তি উত্তম স্বামী।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطُّ.

অর্থ : "আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন কাজের লোককে বা স্ত্রীকে মারেননি।" (আবু দাউদ)[১৮৮]

মাসআলা-১৫৭. বিপদে ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তি উত্তম স্বামী।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْئٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

---

[১৮৬]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ৩, হাদীস নং-৩০৫৭।

[১৮৭]. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে' আস সাগীর, খণ্ড ৩, হাদীস নং-৩৩১১।

[১৮৮]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ৩, হাদীস নং-৪০০৩।

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি মেয়ে সন্তানের মাধ্যেমে পরীক্ষার সম্মুক্ষীন হলো আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করল, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারিণী হবে।" (তিরমিযী)[১৮৯]

মাসআলা-১৫৮. কন্যা সন্তানদেরকে সুশিক্ষাদাতা উত্তম পিতা।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْئٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি মেয়ে সন্তানের মাধ্যেমে পরীক্ষার সম্মুক্ষীন হলো, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করল এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করল (সুশিক্ষা দিল) তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারিণী হবে।" (মুসলিম)[১৯০]

মাসআলা-১৫৯. স্ত্রীর ব্যাপারে ক্ষমাশীল হওয়া কোমল আচরণকারী এবং স্ত্রীর ব্যাপারে ভালো কথা গ্রহণকারী ব্যক্তি উত্তম স্বামী।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْئٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন যখন তার সামনে কোন বিষয় আসে তখন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে, নারীদের ব্যাপারে ভালো এবং কল্যাণকর বিষয়সমূহ গ্রহণ কর। কেননা নারীদেরকে পাজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর পাজরের হাড্ডির মধ্যে সবচেয়ে

---

[১৮৯]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ২, হাদীস নং-১৫৪।

[১৯০]. কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, বাব ফাযলুল ইহসান ইলাল বানাত।

বাঁকা হাড়িড উপরের হাড্ডি, যদি তোমরা তাকে সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে, আর যদি এভাবেই থাকতে দাও তাহলে বাঁকা হতেই থাকবে। অতএব তাদের সাথে ভালো ও কল্যাণকর আচরণ কর।" (মুসলিম)১৯১

মাসআলা-১৬০. পরিবার পরিজনদের প্রতি খুশি মনে খরচ করা উত্তম স্বামীর পরিচয়।

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِهٖ صَدَقَةٌ.

অর্থ : "আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য যা খরচ করে তা সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।" (তিরমিযী)১৯২

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ.

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- একটি দীনার যা তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার যা তুমি গোলাম আযাদের জন্য ব্যয় করলে, একটি দীনার যা তুমি মিসকীনদের জন্য দান করলে, একটি দীনার যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, এর মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব হবে তাতে, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে।" (মুসলিম)১৯৩

মাসআলা-১৬১. ঘরের কাজ-কর্মে স্ত্রীর সাথে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি উত্তম স্বামী।

عَنِ الْاَسْوَدِ ﷺ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ اَهْلِهٖ قَالَتْ كَانَ فِيْ مَهْنَةِ اَهْلِهٖ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ.

---

১৯১. কিতাবুন নিকাহ,বাবুল ওসিয়া বিন্নিসা।

১৯২. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ৩, হাদীস নং-৪০০৩।

১৯৩. কিতাবুয্যাকা, বাব ফযলুন নাফাকা আলা আহল ওয়াল মামলুক।

অর্থ : "আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা -কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন - তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং নামাযের সময় হলে উঠে চলে যেতেন।" (বোখারী)[১৯৪]

নোট : অন্য বর্ণনায় এসেছে– তিনি বাজার থেকে খরচ করে নিয়ে আসতেন এবং নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন।

اَهَمِيَّةُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ
সৎ স্ত্রীর গুরুত্ব

মাসআলা-১৬২. জীবন সঙ্গিনী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত :

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

অর্থ : "ওসামা বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে বড় আর কোন ফেতনা রেখে যাইনি।" (বোখারী)[১৯৫]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةٌ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ .

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- পৃথিবী অত্যন্ত মিষ্টি এবং শ্যামল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করবেন, এরপর দেখবেন যে, তোমরা কি আমল (কর্ম) করছ। অতএব এ মিষ্টি এবং শ্যামল পৃথিবীতে বেঁচে থাক এবং নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক, কেননা বনী ইসরাঈলের মাঝে সর্বপ্রথম ফেতনা ছিল নারীদের ফেতনা।" (মুসলিম)[১৯৬]

---

[১৯৪]. কিতহাবুল আদাব, বাব কাইফা ইয়াকুনুর রাজুর ফি আহলিহি।
[১৯৫]. কিতাবুন নিকাহ,বাব মা ইউত্তকা মিন সুউমিল মারআ।
[১৯৬]. আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-৩০৮৬।

মসআলা-১৬৩. সতী, আল্লাহ্ ভীরু এবং ওয়াদা রক্ষাকারী নারী পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ .

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- পৃথিবী একটি সম্পদ, আর পৃথিবীর সবচেয়ে উপকারী সম্পদ হলো সতী নারী।" (মুসলিম)[১৯৭]

মাসআলা-১৬৪. সতী স্ত্রী সৌভাগ্যের নিদর্শন আর অসতী স্ত্রী দুর্ভাগ্যের নিদর্শন।

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْئُ وَاَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ الْمَرْاَةَ السُّوْءُ وَالْجَارُ السُّوْءِ وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ .

অর্থ : "সা'দ বিন আবু ওক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটি জিনিস সুভাগ্যের নিদর্শন– ১. সতী স্ত্রী, ২. প্রশস্ত ঘর, ৩. ভালো প্রতিবেশী, ৪. ভালো যানবাহন। আর চারটি দুর্ভাগ্যের নিদর্শন– ১. অসৎ স্ত্রী, ২. চাপা ঘর, ৩. অসৎ প্রতিবেশি, ৪. খারাপ যানবাহন।"

(আহমদ, ইবনে হিব্বান)[১৯৮]

মাসআলা-১৬৫. নারী কম বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও চতুর পুরুষকে কাবু করে ফেলে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَاَكْثِرْنَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فَاِنِّيْ رَاَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ

---

[১৯৭]. কিতাবুন নিকাহ বাব খাইরু মাতায়িদদুনইয়া আল মারআ আস সোয়ালেহা।

[১৯৮]. আরবানী লিখিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, খণ্ড১, হাদীস নং-২৮২।

اِمْرَاَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَكْثَرُ اَهْلِ النَّارِ قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبَ لِذِىْ لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ قَالَ اَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ اِمْرَاَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهٰذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىْ مَا تُصَلِّىْ وَتُفْطِرُ فِىْ رَمْضَانِ فَهٰذَا مِنْ نُقْصَانِ الدِّيْنِ .

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- হে নারীরা! সাদকা কর এবং বেশি বেশি করে তাওবা কর, আমি জাহান্নামে নারীদের পরিমাণ অধিক দেখেছি। নারীদের মধ্য থেকে একজন বুদ্ধিমতি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কারণ কি যে জাহান্নামে নারীদের পরিমাণ বেশি হবে? তিনি বললেন- তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পাত কর, স্বীয় স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। কম বুদ্ধি এবং দ্বীনি কাজে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও আমি একজন পুরুষকে তোমাদের চেয়ে অধিক কাবুকারী আর দেখিনি। সে নারী আবারো জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বুদ্ধি ও দ্বীনি কাজে পিছিয়ে থাকে কিভাবে? তিনি বললেন : কম বুদ্ধির প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ দুজন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষের সমান করেছেন। আর দ্বীনি কাজে পিছিয়ে থাকার প্রমাণ হলো তোমরা প্রতি মাসে কয়েক দিন করে নামায পড়তে পার না এবং রমযান মাসে কিছু দিন রোযা রাখতে পার না।" (ইবনে মাযাহ)১৯৯

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَقَلَّ سِكَنِى الْجَنَّةِ النِّسَاءُ .

অর্থ : "ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- জান্নাতীদের মধ্যে নারীদের পরিমাণ কম।" (মুসলিম)২০০

---

[১৯৯]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা, খণ্ড ২, হাদীস নং-৩২৩৪।

[২০০]. কিতাবুয্ যিকর ওয়াদ্দুয়া, বাব আকসার আহলিল জান্না ওয়ান্নার।

মাসআলা-১৬৬ : স্ত্রী মানুষের জন্য বড় পরীক্ষা :

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فِيْ مَالِ الرَّجُلْ فِتْنَةً وَفِيْ زَوْجَتِهِ فِتْنَةً وَوَلَدِهِ .

অর্থ : "হুযাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন - মানুষের সম্পদ, স্ত্রী এবং সন্তান তার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ।" (তাবারানী)২০১

صِفَاتُ الزَّوْجَةِ الْاَمْثَلَةِ
আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী

মাসআলা-১৬৭. কুমারী, মিষ্টি ভাষী, খোশ মেজাজ, অল্পে তুষ্ট, স্বামীর মনোলোভা, অধিক সন্তান প্রসবকারী স্ত্রী উত্তম জীবন সঙ্গিনী ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَدِيْمِ بْنِ سَاعَدَةَ الْاَنْصَارِيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ فَاِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفْوَاهًا وَاَنْتَقُ اَرْحَامًا وَاَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ .

অর্থ : "আবদুর রহমান বিন সালেম বিন ওতবা বিন আদীম সায়েদা আনসারীয়া তার পিতা থেকে সে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুমারী নারীদেরকে বিবাহ কর, কেননা তারা মিষ্টি ভাষী হয়, অধিক বাচ্চা প্রসব করে, অল্পে তুষ্ট থাকে ।" (ইবনে মাযাহ)২০২

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ .

---

[২০১]. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খণ্ড ২, হাদীস নং- ২১৩৩ ।

[২০২]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা, খণ্ড ১, হাদীস নং-১৫০৮ ।

অর্থ : "জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি এক যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম, যখন আমরা ফিরছিলাম তখন মাদীনার কাছাকাছি ছিলাম, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নতুন বিবাহ করেছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন : কুমারী না বিধবা? আমি বললাম : বিধবা, তিনি বললেন : কুমারী কেন বিবাহ করলে না সে তোমার সাথে আনন্দ করত, আর তুমিও তার সাথে আনন্দ করতে।"
(মুত্তাফাকুন আলাইহি)২০৩

মাসআলা-১৬৮. স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্পদ এবং নিজের ইজ্জত সংরক্ষণকারী এবং স্বীয় স্বামী ভক্ত ওয়াদা রক্ষাকারী নারী উত্তম জীবন সঙ্গিনী।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّكَ اِذَا بَصُرْتَ وَتُطِيْعُكَ اِذَا اَمَرْتَ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِكَ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- উত্তম স্ত্রী সে যার দিকে তাকালে তোমার আত্মা তৃপ্তি হয়, যাকে তুমি কোন নিদের্শ দিলে সে তা বাস্তবায়ন করে। তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সম্পদ এবং তার ইজ্জত রক্ষা করে।" (তাবারানী)২০৪

মাসআলা-১৬৮. সন্তানদেরকে মোহাব্বতকারী এবং স্বামীর সমস্ত বিষয়ে বিশ্বস্ত স্ত্রী উত্তম স্ত্রী।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ قُرَيْشٍ خَيْرٌ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْاِبِلَ اَحْنَاهُ عَلٰى طِفْلٍ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهٖ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেছেন, উটে আরোহনকারী নারীদের মধ্যে কুরাইশদের মেয়েরা উত্তম নারী, তারা বাচ্চাদের প্রতি অতি মুহাব্বত পরায়ণ, স্বীয় স্বামীর সম্পদ এবং সংরক্ষণে বিশ্বস্ত।" (মুসলিম)২০৫

---

২০৩. আরবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, খণ্ড২, হাদীস নং-৩০৮৮।

২০৪. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর,খণ্ড৩, হাদীস নং- ৩২৯৪।

২০৫. কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফি নিসায়ী কোরাইশ।

মাসআলা-১৬৯. স্বামীর যৌনচাহিদাকে মূল্যায়নকারী নারীর প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهَا فَتَاْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার প্রতি ঐ সত্তা অসন্তুষ্ট থাকেন যিনি আকাশে আছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ্ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন না।" (মুসলিম)[২০৬]

মাসআলা-১৭০. অধিক স্বামীভক্ত নারী উত্তম জীবন সাথী।

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اِنِّىْ اَصَبْتُ اِمْرَاَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَاِنَّهَا لَا تَلِدُ، اَفَاَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ : لَا ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ.

অর্থ : "মা'কাল বিন ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল : একজন সুন্দরী এবং ভালো বংশের মেয়ে আছে, কিন্তু তার সন্তান হয় না, আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বললেন : না কর না। এরপর সে দ্বিতীয় বার আসল, তখনও তিনি বললেন : না কর না, এরপর তৃতীয় বার অনুমতি নেয়ার জন্য আসল, তখন তিনি বললেন : ভালোবাসা পরায়ণ এবং বেশি সন্তান প্রসবকারিনী নারী দেখে বিবাহ কর, কেননা আমি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীদের সামনে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরব করব।" (আহমদ, তাবারানী)[২০৭]

---

২০৬. কিতাবুন নিকাহ, বাব তাহরিম ইমতেনায়িহা মিন ফিরাসে যাওযিহা।

২০৭. আলবানী লিখিত আদাবুযযুফাফ, পৃঃ-৮৯।

মাসআলা-১৭১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যত্নবান, রমযানের রোযা পালনকারী নিজের সম্ভ্রম সংরক্ষণকারী এবং স্বামী ভক্ত নারী উত্তম জীবন সাথী।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا صَلَّتِ الْمَرْاَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصُنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا اُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ اَبْوَابٍ شِئْتَ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে এবং স্বামীর কথা মতো চলে, তাকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।"

(ইবনে হিব্বান)২০৮

মাসআলা-১৭২. স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখে, স্বামীর কথামত চলে, স্বীয় জান-মাল স্বামীর জন্য ত্যাগ করে এমন নারী উত্তম জীবন সাথী :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِيْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَتَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَتَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রী সর্বোত্তম? তিনি বললেন- যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তোমার আত্মতৃপ্তি হয়, যাকে তুমি কোন নির্দেশ দিলে সে তা বাস্তবায়ন করে, তুমি যা অপছন্দ কর সে তা তোমার সম্পদে এবং তার সম্ভ্রম রক্ষায় করে না।"

(নাসায়ী)২০৯

মাসআলা-১৭৩. প্রত্যেক বিষয়ে স্বামীর পরকালীন কল্যাণের প্রতি লক্ষ্যকারী স্ত্রী আদর্শ স্ত্রী।

عَنْ ثَوْبَانِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوْا فَاَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرَ ﷺ فَاَنَا اَعْلَمُ لَكُمْ ذٰلِكَ فَاَوْضَعَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ فَاَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ

---

[২০৮]. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খণ্ড ৩, হাদীস নং-৬৭৩।

[২০৯]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খণ্ড ২, হাদীস নং-৩০৩০।

وَاَنَا فِىْ اَثَرِهٖ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ اَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِيْنُ اَحَدَكُمْ عَلٰى اَمْرِ الْاٰخِرَةِ.

অর্থ : "সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - যখন সোনা চাদি জমা করার পরিণতি সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন সাহাবাগণ পরস্পরের মধ্য বলতে লাগল তাহলে আমরা কোন সম্পদ জমা করব? ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলল : আমি তোমাদের জন্য এখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ উত্তর জিজ্ঞেস করব, অতএব ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় উটে আরোহন করে দ্রুত চলল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলো, আমি (সাওবান) ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিছনে পিছনে আসতে ছিলাম, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোন্ সম্পদ জমা করব? তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞ অন্তর, আল্লাহ্র স্মরণে সিক্ত যবান, মুমিনা স্ত্রী যে পরকালের ব্যাপারে তার স্বামীকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করে, তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত।" (ইবনে মাযাহ)২১০

মাসআলা-১৭৪. আদর্শ স্ত্রী হওয়ার জন্য চারটি অনুসরণীয় আদর্শ।

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ اَرْبَعٌ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَاٰسِيَةُ اِمْرَاَةِ فِرْعَوْنَ.

অর্থ : "আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী চারজন, মারইয়াম বিনতু ইমরান, খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতু মুহাম্মদ, ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া।"

(আহমদ, ত্বাবারানী)২১১

---

২১০. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড১,হাদীস নং-১৫০৫।

২১১. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর,খণ্ড৩, হাদীস নং- ৩৩২৩।

اَهَمِّيَّةُ حُقُوْقِ الزَّوْجِ

স্বামীর অধিকারের গুরুত্ব

মাসআলা-১৭৫. যে নারী তার স্বামীর অধিকার আদায় করতে পারে না সে আল্লাহ্‌র অধিকারও আদায় করতে পারবে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا تُؤَدِّى الْمَرْاَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتّٰى تُؤَدِّىْ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَاَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلٰى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ .

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আবু আওফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে- ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! নারী তার রবের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর অধিকার আদায় করবে। নারী যদি যানবাহনে আরোহন করে আর তখন যদি তার স্বামী তাকে ডাকে, তখনও তার এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত।" (ইবনে মাযাহ)২১২

মাসআলা-১৭৬. কোন নারীর পক্ষেই তার স্বামীর অধিকার পরিপূর্ণ রূপে আদায় করা সম্ভব নয়।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الزَّوْجِ عَلٰى زَوْجَتِهٖ اِنْ لَوْ كَانَتْ بِهٖ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا اَدَّتْ حَقَّهُ .

অর্থ : "আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য এত যে স্বামীর যদি কোন যখম হয়, আর স্ত্রী তা চেটে চেটে পরিষ্কার করে তবুও স্বামীর অধিকার আদায় হবে না।"

(হাকেম, ইবনে হিব্বান, ইবনে আবি শাইবা, দারাকুতনী, বায়হাকী)২১৩

---

২১২. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা, খণ্ড ১, হাদীস নং-১৫৩৩।

২১৩. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খণ্ড ৩, হাদীস নং- ৩১৪৩।

মাসআলা-১৭৭. যে স্ত্রী তার স্বামীর হক আদায় করে না তার জন্য জান্নাতের হুরেরা বদ দোয়া করতে থাকে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُؤْذِيْ اِمْرَاَةٌ زَوْجَهَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ اَوْشَكَ اَنْ يُفَارِقَكِ اِلَيْنَا .

অর্থ : "মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কোন স্ত্রী তার স্বামীকে যখন কষ্ট দেয়, তখন হুরেঈনদের মধ্য থেকে তার স্ত্রী বলে- তোমার ধ্বংস হোক, তাকে কষ্ট দিবে না, সে অল্পদিনের জন্য তোমার নিকট আছে অতি শীঘ্রই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।" (ইবনে মাযাহ)২১৪

حُقُوْقُ الزَّوْجِ
স্বামীর অধিকার

মাসআলা-১৭৮. পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী (ঈমান ও তাকওয়ার দিক থেকে নয়) স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়া স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا .

অর্থ : "পুরুষগণ নারীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, যেহেতু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং এ হেতু যে তারা স্বীয় ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে, সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য

---

২১৪. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা, খণ্ড ১,হাদীস নং-১৬৩৭।

করে, আল্লাহ্র সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশংকা করা হয়, তবে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে শয্যা থেকে পৃথক কর এবং তাদেরকে প্রহার কর, অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন অন্য পন্থা অবলম্বন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমুন্নত, মহীয়ান।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

মাসআলা-১৭৯. নিজের শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী স্বামীর আনুগত্য করা এবং তার সেবা করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব।

মাসআলা-১৮০. স্বামী তার স্ত্রীর জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের মাধ্যম।

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ ﷺ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عَمَّتِىْ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ اَىُّ هٰذِهٖ اِذَاتَ بَعْلُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ اَنْتَ لَهُ قُلْتُ مَا اٰلُوْهُ اِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِىْ اَيْنَ اَنْتَ مِنْهُ فَاِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ.

অর্থ : "হুসাইন বিন মিহসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাকে আমার ফুফু হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমার কিছু প্রয়োজনে আসলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কোন মহিলা এসেছে? সে কি বিবাহিত? আমি বললাম- হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামীর সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন? আমি বললাম- আমি তার সেবায় কখনো কোন ত্রুটি করিনি, তবে শুধু যেটা আমার সাধ্যের বাহিরে তা করতে পারি না। তিনি বললেন- লক্ষ্য রেখ যে তার দৃষ্টিতে তুমি কেমন? স্মরণ রাখ সে তোমার জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের কারণ।" (আহমদ,ত্বাবারানী, হাকেম,বায়হাকী)[২১৫]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

---

[২১৫]. আলবানী লিখিত আদাবুযুফাফ, পৃঃ-২৮৫।

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন - আমি যদি কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সেজদা করে ।"(তিরমিযী)[২১৬]

নোট : যে বিষয়ে স্বামী তার স্ত্রীকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করতে নির্দেশ দিবে ঐ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুসরণ করা যাবে না, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ্র নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা বৈধ নয় ।"

মাসআলা-১৮১. স্বামীর সর্বপ্রকার বৈধ কামনা পূরণ করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ وَلَا تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ اَمْرِهٖ فَاِنَّهٗ يُوَدِّيْ اِلَيْهِ شَطْرَهٗ .

অর্থ "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কোন স্ত্রীর জন্য জায়েয নয় যে, সে তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখবে । কোন পর পুরুষকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ থেকে যা দান করেছে তার অর্ধেক সওয়াব স্বামী পাবে ।" (বোখারী)[২১৭]

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهٗ لِحَاجَتِهٖ فَلْيَأْتِهٖ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ .

অর্থ : "তালক বিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– স্বামী যদি তার প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, আর সে যদি রান্নার কাজে চুলায় ব্যস্ত থাকে তবুও তা রেখে স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে হবে ।" (তিরমিযী)[২১৮]

---

[২১৬]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খণ্ড ১, হাদীস নং-৯২৬ ।

[২১৭]. কিতাবুন নিকাহ, বাব লাতা'যানুল মারআতু ফি বাইতি যাওযিহা লি আহাদিন ইল্লা বি ইযনিহি, ।

[২১৮]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খণ্ড ১, হাদীস নং-৯২৭ ।

মাসআলা-১৮২. স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্পদ রক্ষা করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব :

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهٖ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا تُنْفِقُ اِمْرَاَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الطَّعَامِ قَالَ ذٰلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا .

অর্থ : "আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি তিনি তার বিদায় হজ্বের খুতবায় বলেছেন : স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের কোন কিছু খরচ করবে না, জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খাবারও নয়কি? তিনি বললেন- এটাতো আমাদের উত্তম সম্পদ।" (তিরমিযী)[২১৯]

মাসআলা-১৮৩. স্ত্রী যদি তার স্বামীর অবাধ্য হয় তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে তাকে বুঝাতে হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজের ঘরের বিছানা পৃথক করে দিতে হবে, তৃতীয় পর্যায়ে তাকে হালকা মারধর করেতে হবে।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْهِنَّ سَبِیْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیْرًا .

অর্থ : "পুরুষগণ নারীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, যেহেতু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং এ হেতু যে তারা স্বীয় ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে, সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহ্র সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশংকা করা হয়, তবে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে শয্যা থেকে পৃথক কর এবং তাদেরকে প্রহার কর, অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমুন্নত, মহীয়ান।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

---

[২১৯]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খণ্ড ১, হাদীস নং-৫৩৮।

মাসআলা-১৮৪. স্বামীর অনপুস্থিতিতে তার সম্মান সংরক্ষণ করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ فِىْ خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَاتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ عَلَيْهِنَّ اِنْ لَايُوْطِئْنَ فَرَشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ .

অর্থ : "যাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিদায় হজ্বের খুতবা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- তিনি বলেছেন- তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র জামানতে গ্রহণ করেছ, আল্লাহ্র কালামের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ, তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার হলো তারা তোমাদের ঘরে এমন কাউকে আসতে দিবে না যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর না। যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরকে হালকা ভাবে মারবে, যাতে বড় ধরনের আঘাত না পায়।" (মুসলিম)২২০

মাসআলা-১৮৫. ভালো এবং মন্দ উভয় অবস্থাতেই স্বামীর কৃতজ্ঞ থাকা ওয়াজিব :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مُنْظِرًا قَطُّ وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءُ قَالُوْا لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلَى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرِ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

---

২২০. কিতাবুল হাজ্ব, বাব হাজ্বাতুন নাবী।

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমি জাহান্নাম দেখেছি কিন্তু আজকের ন্যায় ভয়ানক দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি, জাহান্নামে আমি নারীদের আধিক্য দেখেছি, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, এটা কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, তারা কি আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞ? তিনি বললেন : না বরং তারা তাদের স্বামীর অকৃতজ্ঞ এবং তাদের অনুগ্রহকে তারা বিশ্বাস করে না। নারীদের অবস্থা হলো এই যে, তুমি যদি জীবনভর তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে যাও, আর তোমাদের পক্ষ থেকে তারা যদি সামান্য কষ্ট পায়, তাহলে বলবে : আমি তোমার পক্ষ থেকে কখনো ভালো কিছু পাইনি।" (বোখারী)[২২১]

أَهَمِّيَّةُ حُقُوْقِ الزَّوْجَةِ
স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব

মাসআলা-১৮৬. স্ত্রীর অধিকারের আইনগত মর্যাদা তাই যা স্বামীর অধিকারের মর্যাদা।

عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ رضي الله عنه قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ شَهِدَ حَجَةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَعَظَ وَذَكَرَ فِى الْحَدِيْثِ قِصَّةً فَقَالَ اَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ اَلَّا اِنْ لَكُمْ عَلٰى نِسَاءَكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

অর্থ : "সুলাইমান বিন আমর বিন আহওয়াস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্বের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন, তিনি এক খোতবায় আল্লাহ্র প্রশংসা করে লোকদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন, তিনি এক হাদীসে এ ঘটনার বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে লোকেরা শোন! স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা ভালো সিদ্ধান্ত নাও, তারা তোমাদের নিকট বন্দীর ন্যায়, সতর্ক থাক! স্বামীদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার রয়েছে, আবার স্ত্রীদেরও স্বামীদের প্রতি অধিকার রয়েছে।"

(তিরমিযী)[২২২]

---

[২২১]. কিতাবুন নিকাহ, বাব কুফরানিল আশির।

[২২২]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং-৯২৯।

মাসআলা-১৮৭. স্ত্রীদের অধিকার আদায় করা ওয়াজিব।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الْعَاصِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدِ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرَ اِنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارِ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَنَمْ فَاِنْ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنْ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- হে আবদুল্লাহ্! আমি জানতে পারলাম যে, তুমি দিনের বেলায় একাধারে রোযা রাখ, আর রাত ভরে নামায আদায় কর? আমি বললাম- হ্যাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এরূপ করি, তিনি বললেন- এমন করবে না, (নফল) রোযা রাখ আবার তা ভঙ্গও কর, রাতে (নফল) নামাযও আদায় কর আবার আরামও কর। কেননা তোমার শরীরের প্রতি তোমার দায়িত্ব রয়েছে, তোমার চোখের প্রতি তোমার অধিকার রয়েছে, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার অধিকার রয়েছে।" (বোখারী)২২৩

মাসআলা-১৮৮. স্ত্রীর অধিকার আদায় না করা ধ্বংসের কারণ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى اِثْمًا اَنْ يُّحْبِسَ عَنْ مَنْ يَمْلِكُ قُوْتِهِ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যার খরচ বহন করা তার দায়িত্ব তার খরচ বহন না করা।" (মুসলিম)২২৪

মাসআলা-১৮৯. স্ত্রীর অধিকার আদায় না করা কবীরা গোনাহ :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْاَةِ.

---

২২৩. কিতাবুন নেকাহ,বাব লিযাওযিকা আলাইকা হাক।
২২৪.

অর্থ : "আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন - হে আল্লাহ্! আমি দু'ধরনের দুবর্লের অধিকার নষ্ট করা হারাম করছি, এতীম এবং নারী।" (ইবনে মাযাহ)[২২৫]

মাসআলা-১৯০. স্ত্রীর কাছ থেকে হরণ করা অধিকারসমূহ কিয়ামতের দিন স্বামীকে আদায় করতে হবে ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوْقُ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন - কিয়ামতের দিন একে অপরের অধিকার অবশ্যই আদায় করবে, এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট বকরী কোন শিং ভাঙ্গা বকরীকে আঘাত করলে, শিং বিশিষ্ট বকরীর কাছ থেকে শিংভাঙ্গা বকরীও বদলা নিবে।" (মুসলিম)[২২৬]

নোট : যদিও চতুষ্পদ জন্তুর আযাব বা সওয়াব নেই, তবুও কিয়ামতের দিন একে অপরের কাছ থেকে তার অধিকার আদায় করার জন্য একবার চতুষ্পদ জন্তুদেরকেও জীবিত করা হবে। এ থেকে বান্দার হকের গুরুত্বের কথা বুঝা যায়।

মাসআলা-১৯১. স্ত্রীর প্রতি যুলুম করা থেকে সর্তক থাকা উচিত ।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا تَصْعُدُ اِلَى السَّمَاءِ كَاَنَّهَا شَرَارَةٌ.

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মাযলুমের বদ দোয়া থেকে সাবধান থাক, মাযলুমের বদ দোয়া এত দ্রুত আকাশে পৌঁছে যায়, যেমন দ্রুত গতীতে অগ্নি শিখা উপরে উঠতে থাকে।" (হাকেম)[২২৭]

---

[২২৫]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা, খণ্ড ২,হাদীস নং-২৯৬৭ ।

[২২৬]. কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, বাব তাহরিমুয্যুলম ।

[২২৭]. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর,খণ্ড ১, হাদীস নং- ১১৭ ।

حُقُوْقُ الزَّوْجَةِ
স্ত্রীর অধিকার

মাসআলা-১৯২. ভরণ পোষণ করা স্ত্রীর অধিকার যা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আদায় করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ ﷺ مَاحَقُّ الْمَرْاَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ اَنْ يُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمَ وَاَنْ يَّكْسُوْهَا اِذَا اِكْتَسٰى وَلَايَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَايُقَبِّحُ وَلَايَهْجُرُ اِلَّا فِى الْبَيْتِ .

অর্থ : "হাকিম বিন মোয়াবিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন - এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি দায়িত্ব আছে? তিনি বললেন : যখন তুমি নিজে খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন কাপড় খরিদ করবে তখন তার জন্যও কাপড় খরিদ করবে, চেহারায় মারবে না, গালি দিবে না। নিজের ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তাকে ফেলে রাখবে না।" (ইবনে মাযাহ)২২৮

মাসআলা-১৯৩. মহরানা নারীর পাওনা যা আদায় করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً .

অর্থ : "অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দিয়ে দাও।" (সূরা নিসা : আয়াত-২৪)

মাসআলা-১৯৪. পিতা-মাতার পর সবচেয়ে বেশি ভালো আচরণ পাওয়ার অধিকারী স্ত্রী।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ .

২২৮. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা, খণ্ড ১, হাদীস নং-১৫০০।

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ ঈমানদার তারা, যারা চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম, আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" (তিরমিযী)[২২৯]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ .

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একটি দীনার যা তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার যা তুমি গোলাম আযাদের জন্য ব্যয় করলে, একটি দীনার যা তুমি মিসকীনদের জন্য দান করলে, একটি দীনার যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, এর মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব হবে তাতে যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে।" (মুসলিম)[২৩০]

عَنْ عِمْرَانِ بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا اَعْطَى الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

অর্থ : "ইমরান বিন উমাইয়্যা আয্যামেরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- স্বামী তার স্ত্রীর জন্য যা কিছু খরচ করে তা সবই সদাকা।" (আহমদ)২৩১

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ .

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - কোন মুমিন স্বামী তার মুমিন স্ত্রীকে অপছন্দ করবে না, স্ত্রীর কোন আচরণ যদি অপছন্দনীয় হয়, তাহলে অপরটি পছন্দনীয় হবে।" (মুসলিম)২৩২

---

[২২৯]. কিতাবুন নিকাহ বাব মা ইয়ুকরাহু মিন জরবিন নিসা।

[২৩০]. কিতাবুয্যাকা,বাব ফযলু নাফাকা আলাল ইয়াল ওয়াল মামলুক।

[২৩১]. কিতাবুন নিকাহ, বাবুল ওসিয়া বিননিসা।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَايَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ .

অর্থ : “আবদুল্লাহ্ বিন যাময়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের ন্যায় প্রহার না করে, আবার পরে রাতে তার সাথে সহবাস করে।” (বোখারী)[২৩৩]

মাসআলা-১৯৫. স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رضي الله عنه يَقُوْلُ رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُوْنٍ رضي الله عنه اَلتَّبَتُّلُ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا .

অর্থ : “সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - আমি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন - রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমান বিন মাযউন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকার অনুমতি দেননি, যদি তিনি তাকে অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।” (বোখারী)[২৩৪]

মাসআলা-১৯৬. স্ত্রীকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দেয়া এবং আল্লাহ্কে ভয় করার ব্যাপারে সতর্ক করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهِمْ فِى اللهِ .

অর্থ : “মুয়ায বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- তোমার সাধ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের প্রতি খরচ কর, তাদেরকে

---

[২৩২]. কিতাবুন নিকাহ বাবুল ওসিয়া বিননিকাহ।

[২৩৩]. কিতাবুন নিকাহ বাব মাইয়ুকরাহু মিন যারবি নিসা।

[২৩৪]. কিতাবুন নিকাহ,বাব মা ইওযকরাহু মিনাত্তাবাত্তুল।

শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে লাঠি হাত ছাড়া করবে না, আর তাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য সতর্ক করতে থাক।" (আহমদ)[২৩৫]

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

আল্লাহ্‌র বাণী "তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" আলী বিন আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- "ভালো এবং কল্যাণকর তা নিজেও শিক্ষা কর এবং তোমাদের পরিবার ও পরিজনদেরকেও শিক্ষা দাও।" (হাকেম)[২৩৬]

মাসআলা-১৯৭. স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ.

অর্থ : "ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ধরনের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দাইউস, নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ।" (হাকেম, বায়হাকী)[২৩৭]

নোট : দাইউস বলা হয় যার স্ত্রীর কাছে পর পুরুষ আসে অথচ এতে তার আত্মমর্যাদা বোধে আঘাত হানে না।

قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه لَوْ رَاَيْتُ رَجُلًا مَعَ اِمْرَاَتِيْ لَضَرَبْتُهٗ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهِ اَغْيَرُ مِنِّيْ.

অর্থ : "সা'দ বিন ওবাদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর পুরুষকে দেখি, তাহলে ধারালো তরবারীর আঘাতে তার গর্দান

---

[২৩৫]. নাইলুল আওতার, কিতাবুন নিকাহ, বাব ইহসানুল আসিরা ওয়া বায়ান হাক্কুযাওযাইন।

[২৩৬]. মানহাজুত্তার বিয়া আন নবুবিয়া লিত্বিফল, লিশাইখ মুহাম্মদ নূও বিন আবদুল হাফিয আস সুওয়াইদ, পৃঃ-২৬।

[২৩৭]. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর,খণ্ড ৩, হাদীস নং- ৩০৫৮।

উড়িয়ে দিব, নবী ﷺ বললেন- তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদা বোধ দেখে আশ্চার্য হচ্ছ? অবশ্যই আমি তার চেয়েও অধিক আত্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন, আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন।" (বোখারী)২৩৮

মাসআলা-১৯৮. যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের প্রতি ইনসাফ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلٰى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ .

অর্থ : "আবু হুরায়রা ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের মধ্যে কোন একজনের প্রতি বেশি আন্তরিক হলো, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, সে যেন অর্ধাঙ্গ রোগী।" (আবু দাউদ)২৩৯

اَلْحُقُوْقُ الْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

স্বামী স্ত্রীর মাঝে যৌথ অধিকারসমূহ

মাসআলা-১৯৯. ভালো ও কল্যাণের কাজে একে অপরকে স্মরণ করানো এবং উৎসাহ দেয়া ওয়াজিব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ وَاِنْ اَبَتْ رَشَّ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى رَشَّتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ .

অর্থ : "আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঐ স্বামীর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন, যে রাতে উঠে নফল নামায আদায় করে নিজের স্ত্রীকে উঠায়, সেও নফল নামায আদায় করে, আর যদি স্ত্রী উঠতে অলসতা করে তাহলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিয়ে তাকে উঠায়, ঐ স্ত্রীর

---

২৩৮. কিতাবুন নিকাহ,বাব আল গীরা।

২৩৯. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খ; ২, হাদীস নং-১৮৬৭।

প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন যে রাতে উঠে নফল নামায আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও উঠায় এবং সেও নফল নামায আদায় করে, আর যদি সে উঠতে অলসতা করে তাহলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিয়ে তাকে উঠায়।"

(আবু দাউদ)২৪০

মাসআলা-২০০. স্বামী-স্ত্রী গোপন কথা ফাঁস না করা উভয়ের প্রতি ওয়াজিব।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ اِلٰى اِمْرَاَتِهٖ وَتُفْضِيْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

অর্থ : "আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর নিকট যায় এবং স্ত্রী তার নিকট আসে (তাদের প্রয়োজন মেটায়) এরপর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা মানুষকে বলে বেড়ায়।" (মুসলিম)২৪১

মাসআলা-২০১. নিজ নিজ কর্মস্থলে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উভয়ের প্রতি ওয়াজিব।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ الْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ.

অর্থ : "ইবনে ওমর ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, আমীর দায়িত্বশীল পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল, নারী তার স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানদের দায়িত্বশীলা। অতএব তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং সবাই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

(বোখারী)২৪২

---

২৪০. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড ১,হাদীস নং-১০৯৯।

২৪১. কিতাবুন নিকাহ, বাব তাহরীম ইফসা সিররুল মারআ।

২৪২. কিতাবুন নিকাহ,বাবুল মারআ রায়িয়াফি বাইতি যাওযিহা।

إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ

অমুসলিম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজন মুসলমান হওয়া

মাসআলা-২০২. কাফের স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে যখন কোন একজন মুসলমান হয়ে যায় তখন তাদের বিবাহের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, মুসলমান নারী কাফের স্বামীর জন্য বৈধ নয়, আর মুসলমান পুরুষের জন্য কাফের নারী হালাল নয় ।

মাসআলা-২০৩. যে বিবাহিতা নারী মুসলমান হয়ে কাফের দেশ থেকে মুসলমান দেশে হিজরত করে এসেছে তার বিবাহের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই ছিন্ন হয়ে যাবে, আর সে তার জরায়ু পরিষ্কার হওয়ার পর যে কোন সময় ইদ্দত পালন ছাড়াই বিবাহ করতে পারবে ।

মাসআলা-২০৪. কাফের দেশ থেকে আগত বিবাহিতা নারী যে মুসলমান হয়ে এসেছে, ইসলামী সরকারের উচিত তার কাফের স্বামীর দেয়া মোহরানা তার স্বামীকে ফেরত দেয়া, আর মুসলমানদের বিবাহ করা, কাফের স্ত্রী যে কাফের দেশে রয়ে গেছে তার মোহরানা কাফেরের কাছ থেকে ফেরত নেয়া উচিত ।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَآتُوْهُمْ مَا أَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا أَنْفَقُوْا ذَالِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সাম্যক অবগত আছেন, যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার তবে আর

তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না, এরা কাফেরদের জন্য হালাল নয়, কাফেররা যা ব্যয় করেছে তা তাদের দিয়ে দাও, তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে, এটা আল্লাহ্‌র বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় ।”

(মোমতাহিনা-১০)

নোট :

১. কাফের দেশ থেকে আগত মুসলমান নারীকে বিবাহের সময় ঐ মোহরানা থেকে আলাদা মোহরানা দিতে হবে যা ইসলামী সরকার কাফের দেশের কাফের স্বামীকে ফেরত দিবে ।

২. যদি মুসলমান হওয়া স্বামীর স্ত্রী ইহুদী বা খ্রিস্টান (অর্থাৎ আহলে কিতাব) হয় এবং সে তার দ্বীনের উপর অটল থাকে, তাহলেও স্বামী স্ত্রীর বিবাহ অটুট থাকবে ।

মাসআলা-২০৫. মুশরিক বা কাফের স্বামী স্ত্রী উভয়ে যদি এক সাথে মুসলমান হয়ে যায় বা আগে পরে কিছু সময়ের ব্যবধানে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জাহেলিয়াতের যুগের বিবাহের উপরই থাকবে ।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَدَّ اِبْنَتَهُ عَلَى اَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سِنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْاَوَّلِ.

অর্থ : “ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মেয়ে (যায়নাব) কে তার স্বামী আবুল আস বিন রাবীর কাছ থেকে দু'বছর পর নিয়ে নিয়েছেন, (যখন সে মুসলমান হলো) তখন প্রথম বিবাহের ভিত্তিতেই তাকে আবার ফেরত দিল ।” (ইবনে মাযাহ)[২৪৩]

[২৪৩]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা, খণ্ড ১, হাদীস নং-১৬৩৫ ।

اَلنِّكَاحُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় বিবাহ

মাসআলা-২০৬. একই সাথে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখা যাবে।

মাসআলা-২০৭. চার স্ত্রী রাখার অনুমতি শুধু তাদের মাঝে ইনসাফ করার ভিত্তিতেই বৈধ, আর ইনসাফ করতে না পারলে শুধু একজনই যথেষ্ট ।

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

অর্থ : "আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই (যথেষ্ট), অথবা তোমাদের অধিকার ভুক্ত দাসীদেরকে এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা ।"
(সূরা নিসা : আয়াত-৩)

মাসআলা-২০৮. কুমারী নারীর সাথে যদি দ্বিতীয় বিবাহ হয়, তাহলে তার সাথে একাধারে সাত দিন ও সাত রাত থাকা বৈধ, এর পর উভয় স্ত্রীর মাঝে সমান সমান সময় বন্টন করতে হবে :

মাসআলা-২০৯. বিধবা নারীর সাথে দ্বিতীয় বিবাহ হলে তার সাথে একাধারে তিন দিন ও তিন রাত থাকা বৈধ এরপর উভয়ের মাঝে সময় সমান সমান করে বন্টন করতে হবে ।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ .

অর্থ : "আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সুন্নাত হলো এ, যখন কোন লোক কোন বিধবা নারীকে বিবাহ করার পর, সে বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায় যদি কুমারী নারীকে বিবাহ করে তাহলে কুমারীর নিকট একাধারে সাত দিন ও রাত থাকবে, এরপর উভয়ের মাঝে সময় নির্ধারণ (সমান সমান) করে। আর যখন কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ বিধবা নারীর সাথে করবে, তখন একাধারে তিন দিন ও তিন রাত তার সাথে থাকবে। এরপর উভয়ের মাঝে সময় সমানভাবে ভাগ করবে ।" (বোখারী)২৪৪

---

২৪৪. কিতাবুন নিকাহ,বাব ইযাতাযাওয়াজা সাইয়েব আলাল বিকর ।

মাসআলা-২১০. স্বীয় সতীনকে জ্বালানোর জন্য এমন কোন কথা বলা যা বাস্তব নয় তা নিষেধ :

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ ﷺ اِنَّ اِمْرَاَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِيْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ اَنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِيْ غَيْرَ الَّذِيْ يُعْطِيْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ .

অর্থ : "আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - এক মহিলা বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একজন সতীন আছে, যদি আমি তাকে জ্বালানোর জন্য মিথ্যা বলি যে, আমার স্বামী আমাকে এই এই জিনিস দিয়েছে এতে কি পাপ হবে? তিনি বললেন- যে ব্যক্তি এমন জিনিস পেয়েছে বলে দাবি করে যা সে পায়নি সে মিথ্যার দু'টি কাপড় পরিধান করল।" (বোখারী)২৪৫

মাসআলা-২১১. যদি এক স্ত্রী পরস্পরের মাঝে সমঝোতার মাধ্যমে নিজের পাওনা স্বীয় স্বামীকে ক্ষমা করে দিতে চায় তাহলে দিতে পারবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- সাওদা বিনত যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা তার রাতটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে দিয়ে দিয়েছিল, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দিন এবং সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দিন অতিবাহিত করতেন।" (বোখারী)২৪৬

মাসআলা-২১২. সমঅধিকারভুক্ত বিষয়সমূহ কোন এক স্ত্রীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যদি কষ্টকর হয় তাহলে সমস্ত স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য লটারীর মাধ্যমে ফায়সালা করবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ .

---

২৩৯. কিতাবুন নিকাহ্,বাব আর মোতাসাব্বের বিমা লাম ইয়ুনসার।

২৪৬. কিতাবুনিকাহ বাবুল মারআ তুহিবু ইয়ামুহা মিন যাওযিহা লিযাররাতিহা।

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যেতেন তখন (স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে যাবে তা বাছাই করার জন্য) তাদের মাঝে লটারী করতেন।" (বোখারী)[২৪৭]

মাসআলা-২১৩. কোন এক স্ত্রীর সাথে বেশি ভালোবাসা হওয়া দোষণীয় নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য অধিকারসমূহ যেমন- (থাকা, খাওয়া, খরচ, সময় বন্টন ইত্যাদি) সমান ভাবে হবে।

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ يَا بُنَيَّةَ لاَ يَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِيْ اَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِيَّاهَا.

অর্থ : "ওমর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু একদা হাফসা রাযিআল্লাহু আনহা-এর ঘরে ঢুকে বলল : হে আমার মেয়ে! এ নারী আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর ব্যাপারে ভুলে পতিত হয়ো না। কেননা সে তার সৌন্দর্য এবং তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা নিয়ে গর্বিত।" (বোখারী)[২৪৮]

মাসআলা-২১৪. দ্বিতীয় বিবাহের আগে প্রথম, স্ত্রীর অনুমতি নেয়া সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ

মাসআলা-২২৫. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সম্মানিত স্ত্রীগণের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার একটি অনুপম দৃশ্য।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ

[২৪৭]. কিতাবুন নিকাহ বাব আল কোরআ বাইনান নিসা।

[২৪৮]. কিতাবুন নিকাহ বাব হুব্বুর রাজুলি বা'যা নিসাইহি।

بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَلَا تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِيْ وَأَرْكَبُ بَعِيْرَكِ تَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلٰى فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلٰى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتّٰى نَزَلُوْا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوْا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِيْ وَلَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا.

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যেতেন তখন স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে যাবে তা বাছাই করার জন্য তাদের মাঝে লটারী করতেন। একদা লটারীতে আয়েশা এবং হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নাম উঠল, সফরের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল, রাতে চলতে চলতে স্ত্রীগণের সাথে কথা বলতেন, ঐ সফরে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে হাসতে হাসতে বলল- আজ রাতে তুমি আমার উটে আরোহন করবে, আর আমি তোমার উটে আরোহন করব, আর তুমিও দেখ যে কি হয়, আর আমিও দেখব কি হয়, আয়েশা এতে সম্মতি জানাল, তাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর উটে আরোহন করে আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অভ্যাস মোতাবেক আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর উটের নিকট আসলেন অথচ সেখানে ছিল হাফসা, তিনি হাফসাকে সালাম দিলেন কিন্তু চিনতে পারলেন না যে, এটা কে, এমনকি এভাবেই চলতে চলতে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, আর এদিকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঐ রাতে তাঁর কাছাকাছি থাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকল, তাই ঘরে পৌঁছার পর আয়েশা স্বীয় পা ইযখির ঘাসের মধ্যে রেখে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! কোন সাপ পাঠিয়ে দাও যে আমাকে দংশন করবে, কেননা আমিতো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছুই বুঝাতে পারব না।" (বোখারী)[২৪৯]

---

[২৪৯]. মোখতাসার সহীহ বোখারী লিযযুবাইদী। হাদীস নং-১৮৬২।

মাসআলা-২১৬. স্বামী স্ত্রীর গোপন কথা :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً وَاِذَا كُنْتِ عَلَى غَضَبِيْ قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ فَقَالَ اَمَا اِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَضِيَةً فَاِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ عَلَى غَضَبِيْ قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا اَهْجُرُ اِلَّا اِسْمَكَ .

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আমি আবশ্যই বুঝতে পারি যে, তুমি কখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, আর কখন তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক, সে জিজ্ঞেস করল কিভাবে, তিনি বললেন- যখন তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক তখন বল না মুহাম্মদের রবের কসম, আর যখন তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক তখন বল না ইবরাহিমের রবের কসম, সে বলল- আমি বললাম হ্যাঁ আল্লাহ্‌র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা ব্যতীত আর কখনো আপনার নাম ত্যাগ করা পছন্দ করি না।" (বোখারী)[২৫০]

মাসআলা-২১৭. ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের এক অপূর্ব দৃশ্য ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِيْ وَاَنَا اَجِدُ صُدَاعًا فِيْ رَأْسِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ وَرَأْسَاهُ فَقَالَ بَلْ اَنَا يَا عَائِشَةُ وَرَأْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِيْ فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ .

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী কবরস্থান থেকে ফিরে আসলেন তখন আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যাথা করছিল, আমি বলতে

---

[২৫০]. মোখতাসার সহীহ বোখারী লিযযুবাইদী । হাদীস নং-১৮৬৮ ।

ছিলাম হায়! আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে! তিনি বললেন- তোমার নয় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে। অত:পর বললেন- আয়েশা যদি তুমি আমার আগে মারা যাও তাহলে আমি তোমার সমস্ত কাজ করব, তোমার গোসল, তোমার কাফন, তোমার জানাযার নামায পড়াব এবং নিজেই তোমার দাফন করব।"

(ইবনে মাযা)২৫১

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَاَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ.

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - আমি হায়েয অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পান পাত্র তাঁকে দিয়ে দিতাম, তখন তিনি ঐ স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন যেখানে আমি মুখ রেখেছিলাম, হাড্ডি থেকে মাংস খেয়ে তাঁকে দিতাম আর তিনি ঐ স্থান থেকে খেতেন যেখান থেকে আমি খেয়েছি।" (মুসলিম)২৫২

মাসআলা-২১৮. নবী ﷺ-এর গৃহে দু'সতীনের মাঝে আপোষ মীমাংসা।

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدَاى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيَّ ﷺ فِيْ بَيْتِهَا يَدِ الْخَادِمُ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةِ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامُ الَّذِيْ كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمِ حَتّٰى اُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدَ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيْحَةَ اِلَى الَّتِيْ كَسَرَتْ صَحِفَتَهَا وَاَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِ الَّتِيْ كَسَرَتْ فِيْهِ.

---

২৫১. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড ১, হাদীস নং-১১৯৮।

২৫২. কিতাবুল হায়েয, বাব যাওয়ায গাসলুল হায়েয রাদসা যাওযিহা।

অর্থ : "আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর ওখানে ছিলেন, তখন অন্য এক স্ত্রী এক পাত্র খাবার পাঠিয়ে দিল, যার ঘরে ছিলেন ঐ স্ত্রী খাবার আনয়নকারী খাদেমের হাতে আঘাত করে পাত্রটি নিচে ফেলে দিলেন, পাত্রটি ভেঙ্গে গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের টুকরোগুলো একত্রিত করে খাবারগুলো উঠাতে লাগলেন, আর উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, তোমাদের মায়ের তার সতীনের প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ জেগেছে অত:পর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বলে ঘর থেকে ভালো পাত্র এনে খাদেমকে দিয়ে দিলেন, আর ভাঙ্গা পাত্রটি ঐ ঘরেই রেখে দিলেন ।" (বোখারী)২৫৩

নোট : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর পালার দিন তার ঘরেই ছিলেন, তিনি তখনও খাবার প্রস্তুত করতে ছিলেন, এমতাবস্থায় যায়নাব বা হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা খাবার প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দিয়েছিল, যা আয়েশার পছন্দ হয়নি ।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّهَا بِنْتَ يَهُوْدِيٍّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ قَالَتْ لِيْ حَفْصَةُ اِنِّيْ اِبْنَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكِ لَابْنَةُ النَّبِيِّ وَاِنَّ عَمَّكِ النَّبِيُّ وَاِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَفِيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اِتَّقِي اللهَ يَا حَفْصَةُ .

অর্থ : "আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা জানতে পারলেন যে তাকে হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছে যে, সে ইহুদীর মেয়ে, (একথা শুনে) সে কাঁদতে লাগল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন তখনও সে কাঁদতেছিল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে সাফিয়া! কেন কাঁদছ? সাফিয়া বলল- হাফসা বলেছে আমি নাকি ইহুদীর মেয়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাকে সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন- তুমি নবীর মেয়ে, (মূসার বংশধর), তোমার চাচা (হারুন) নবী, আর তুমি নবীর স্ত্রী (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহলে সে কি করে তোমার উপর গৌরব করতে পারে? এরপর তিনি হাফসাকে লক্ষ্য করে বললেন- হে হাফসা! আল্লাহ্কে ভয় কর ।" (তিরমিযী)২৫৪

নোট : উল্লেখ্য, হাফসা ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মেয়ে, আর সাফিয়া ইহুদী সরদার হুয়াই বিন আখতাবের মেয়ে ।

---

২৫৩. কিতাবুন নিকাহ বাবুল গিরা ।

২৫৪. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খণ্ড ৩, হাদীস নং-৩০৫৫ ।

মাসআলা-২১৯. নবী ﷺ-এর স্বীয় স্ত্রীগণের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَتَى عَلَى اَزْوَاجِهِ وَسُوَاقٌ يَسُوْقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا اَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سُوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ.

অর্থ : "আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ সফর কালে তাঁর স্ত্রীগণের নিকট আসলেন, উট চালনাকারী দ্রুত উট চালাচ্ছিল, তার নাম ছিল আনজাসা। তিনি বললেন- আনজাসা তোমার ক্ষতি হোক, তুমি আস্তে আস্তে উট চালাবে, আরোহী নারীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। (যাতে তাদের কোন সমস্যা না হয়।)"(মুসলিম)

اَلْمُحَرَّمَاتُ

যাদের সাথে বিবাহ হারাম

মাসআলা-২২০. যাদের সাথে বিবাহ হারাম তারা দু'ধরনের : স্থায়ীভাবে হারাম, কারণবশত হারাম।

স্থায়ীভাবে হারাম

মাসআলা-২২১. স্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার কারণ তিনটি : রক্তের সম্পর্কের কারণে হারাম, বিবাহের কারণে হারাম, দুধ পানের কারণে হারাম :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَاءَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ . اَلْاٰيَةُ.

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রক্তের সম্পর্কের কারণে সাত জনের সাথে বিবাহ হারাম, আর বিবাহের সম্পর্কের কারণে সাত জনের সাথে বিবাহ হারাম, এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন, "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে।" (সূরা নিসা, বোখারী)[২৫৫]

[২৫৫]. কিতাবুন নিকাহ,বাব মাইয়া হিল্লু মিনান নিসা।

মাসআলা-২২৩. মা (দাদী-নানী) মেয়ে (ছেলের বা মেয়ের মেয়ে) বোন (আপন বা বিমাতা) ফুফু (আপন বা বিমাতা) খালা (আপন বা বিমাতা) ভাতিজী (আপন বা বিমাতা) ভাগ্নী (আপন বা বিমাতা) এদের সাথে বিবাহ্ হারাম।

মাসআলা-২২৪. বাপ, দাদা, নানার স্ত্রী, স্ত্রীর মা, দাদী, নানী, সহবাসকৃত স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর মেয়ে, মেয়ে, নাতী, পোতীর স্ত্রীর সাথে বিবাহ্ হারাম।

মাসআলা-২২৫. দুধ মা, তার মেয়ে, তার মেয়ের মেয়ের সাথে বিবাহ্ হারাম।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থ : "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, বোনের কন্যা, তোমাদের সেই মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে, যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন পাপ নেই, তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা, কিন্তু যা অতীতে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।" (সূরা নিসা-২৩)

মাসআলা-২২৬. দুধ পান করালে আত্মীয়তা ঐ ভাবেই হারাম প্রমাণিত হয়, যেমন রক্তের সম্পর্কের কারণে হারাম প্রমাণিত হয়। অতএব যে সম্পর্ক স্থাপন রক্তের সম্পর্কের কারণে হারাম হয় ঐ সম্পর্ক স্থাপন দুধ পান করার কারণেও হারাম হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

অর্থ : "আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- বংশগত কারণে যে সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম বলে প্রমাণিত হয়, দুধ পানের কারণেও সেখানে সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে।" (মুসলিম)[২৫৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اِنَّهَا قَالَتْ نَزَلَ فِي الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ اَيْضًا خَمْسَ مَعْلُوْمَاتٍ.

অর্থ : "আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - দুধ পানের কারণে বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রথমে দশ চুমুকের কথা অবতীর্ণ হয়েছে, পরে তা রহিত হয়ে পাঁচ চুমুকের কথা অবতীর্ণ হয়েছে।" (মুসলিম)[২৫৭]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ.

অর্থ : "আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - এক বা দুই চুমুকে বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন বা হারাম বলে প্রমাণিত হবে না।" (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)[২৫৮]

মাসআলা-২২৮. দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে দুধ পানের কারণে সম্পর্ক স্থাপন হারাম বলে প্রমাণিত হবে এর পরে নয়।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ اِلَّا مَا فَتَقَ الْاَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

অর্থ : "উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা এতটুকু দুধ পান না করে যা তার নাড়ি-ভুঁড়িকে মজবুত করে এবং তা দুধ পান ত্যাগের আগে, দুধ পান না করলে দুধ পানের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে না।" (তিরমিযী ইবনে মাযাহ)[২৫৯]

---

[২৫৬]. আলবানী লিখিত মোখতাসার সহীহ মুসলিম। হাদীস নং-৮৭৪।
[২৫৭]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ৩, হাদীস নং-৯১৯।
[২৫৮]. কিতাবুর রযায়া।
[২৫৯]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং-৯২১।

اَلْمُحَرَّمَاتُ الْمُؤَقَّتَةُ

ক্ষণস্থায়ী মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হারাম)

মাসআলা-২২৯. স্ত্রীর আপন বোন বা বিমাতা বোনকে এক সাথে বিবাহ করা হারাম ।

عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِيْ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ اُخْتَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيْ طَلِّقْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ .

অর্থ : "যাহাক বিন ফাইরুয দাইলামী (রাঃ) তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন – আমি নবী (ﷺ) -এর নিকট আসলাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলল্লাহ্! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমার অধীনে আপন দুবোন আছে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন : তাদের মধ্যে যাকে চাও তাকে তালাক দিয়ে দাও।" (একজনকে রেখে অপরজনকে তালাক) ।

নোট : এক বোনের মৃত্যু বা তালাকের পর অপর বোনকে বিবাহ করা যাবে ।

মাসআলা-২৩০. স্ত্রী, তার খালা ও ফুফুকে এক সাথে বিবাহ করে রাখা হারাম :

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تَنْكِحَ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا .

অর্থ : "যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) স্ত্রীর সাথে তার ফুফু বা খালাকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।" (বোখারী)২৬০

মাসআলা-২৩১. বিবাহিতা নারীর সাথে (তার তালাক না হওয়া পর্যন্ত) বিবাহ হারাম ।

وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ .

---

২৬০. কিতাবুন নিকাহ, বাব লাতুনকাহুল মারআ আলা আম্মাতিহা ।

অর্থ : "এবং নারীদের মধ্যে সধবাগণ, কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে যে, তোমরা স্বীয় ধন সম্পদের মাধ্যমে ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ্ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান করবে।"

(সূরা নিসা : আয়াত-২৪)

মাসআলা-২৩২. ইদ্দত চলাকালে তালাক প্রাপ্তা বা বিধবা নারীর সাথে বিবাহ হারাম ।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

অর্থ : আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন 'কুরূ' অপেক্ষা করবে। আর তাদের গর্ভে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল হবে না। যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর যদি তারা আপোষে মিমাংসা করতে চায় তবে তাদের স্বামীরা ঐ সময়ের মধ্যে (ইদ্দতের মধ্যে) তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার। মহিলাদের জন্যও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। তবে তাদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। আর তোমাদের মধ্যে স্ত্রী রেখে যারা মারা যায় তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। অতঃপর যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে নিয়মানুযায়ী যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

(সূরা আল বাকারা : আয়াত-২২৮ ও ২৩৪)

মাসআলা-২৩৩. পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেয়ার পর ঐ স্ত্রীকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করা হারাম।

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ "এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে তালাক দাও, তৎপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিত ভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিবাহ করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমাদের জন্য এটা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা অবগত নও।" (সূরা বাক্বারা-২৩২)

ক. তালাক প্রাপ্তা মহিলা অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ হয়ে গেলে আর ঐ ব্যক্তি তার সাথে সহবাসের পর স্ব ইচ্ছায় তাকে তালাক দিয়ে দিলে, তখন ঐ তালাক প্রাপ্তা নারী দ্বিতীয় বার তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসতে পারবে।

মাসআলা-২৩৪. সৎ নর-নারীর জিনাকার নর-নারীর সাথে বিবাহ হারাম।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ.

অর্থ : "দুশ্চরিত্র নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্যে, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্যে, সুচরিত্রা নারী সুচরিত্র পুরুষের জন্যে এবং সুচরিত্র পুরুষ সুচরিত্রা নারীর জন্যে। (সূরা নূর : আয়াত-২৬)

ক. যিনাকার নর-নারী তাওবা করলে সৎ নর-নারীর সাথে বিবাহ জায়েয, যিনাকার নারীর জন্য তওবা করার পর তার জরায়ু পরিষ্কার হওয়া জরুরি।

মাসআলা-৩৩৫. মুমিন নর-নারী মুশরিক নর নারীর সাথে বিবাহ হারাম ।

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অর্থ : "এবং মুশরিকরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করবে না এবং নিশ্চয় ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক স্বাধীন মহিলা অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে ফেলে এবং মুশরিকরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলমান নারীকে বিবাহ) দিবে না এবং নিশ্চয় মুশরিক তোমাদের মনপূত হলেও ঈমানদার ক্রীতদাস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এরাই জাহান্নামের অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানব মণ্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে ।" (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২২১)

ক. মুশরিক নর-নারী তওবা করলে তাদের পরস্পরের মাঝে বিবাহ জায়েয ।

মাসআলা-২৩৬. মুখে মুখে কাউকে মেয়ে বানালে তার সাথে স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনভাবেই বিবাহ হারাম হবে না ।

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا.

অর্থ : "অত:পর যায়েদ যখন তার (যায়নাবের) সাথে বিবাহের সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করালাম, যাতে মুমিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিবাহ করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয় ।" (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৭)

حُقُوْقُ الْمَوَالِيْدِ
নবজাতকের প্রতি করণীয়

মাসআলা-২৩৮. ছেলে হলে বর্ণনাতীত আনন্দ আর মেয়ে হলে মন খারাপ করা নিষেধ।

عَنْ صَعْصَعَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ رضي الله عنه قَالَ دَخَلَتْ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اِمْرَاَةٌ مَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا فَاَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَاَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً ثُمَّ صَدَعَتِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ فَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ فَقَالَ مَا عَجَبُكِ لَقَدْ دَخَلَتْ بِهِ الْجَنَّةَ .

অর্থ : "আহনাফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চাচা সা'সা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- এক মহিলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাএর নিকট আসল, তার সাথে তার দু' মেয়ে ছিল, আয়েশা ঐ মহিলাকে কিছু খেজুর দিল, সে তার দুটি খেজুর দুই মেয়েকে দিল, আর তৃতীয়টি অর্ধেক করে দুজনের মাঝে ভাগ করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার পর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাএ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শোনাল, তখন তিনি বললেন - এতে কি তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ? এ নারী তার মেয়েদের সাথে এ ভালো আচরণের কারণে জান্নাতে যাবে।" (ইবনে মাযাহ)২৬১

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهٗ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهٖ كُنَّ لَهٗ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থ : "উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- যার তিন জন মেয়ে আছে, আর সে তাদেরকে ধৈর্য সহকারে পানাহার করিয়েছে এবং নিজের সাধ্য অনুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদ দিল, কিয়ামতের দিন ঐ মেয়েরা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাধা হবে।" (ইবনে মাযা)২৬২

---

[২৬১]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড ১,হাদীস নং-২৯৫৮।

[২৬২]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড ১, হাদীস নং-২৯৫৯।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُمْ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ .

অর্থ : "আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানকে লালন পালন করল বালেগ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করল কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এভাবে থাকব, (এ বলে তিনি তাঁর হাতের দু' আঙ্গুল একত্রিত) করে দেখালেন।" (মুসলিম)২৬৩

মাসআলা-২৩৮. জন্মের পর বাচ্চার উভয় কানে আযান দেয়া উচিত।

عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَذَّنَ فِيْ اُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالصَّلَاةِ .

অর্থ : "আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, হাসান বিন আলী ফাতেমার কোলে জম্মগ্রহণ করার পর, তার কানে নামাযের ন্যায় আযান দিতে।" (তিরমিযী)২৬৪

মাসআলা-২৩৯. বাচ্চা জন্মের সপ্তম দিনে বাচ্চার নাম রাখা, তার মাথার চুল মুণ্ডানো এবং তার আকীকা দেয়া উচিত ।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْغُلَامُ مرتهن بِعَقِيْقَتِهٖ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمّٰى وَيُحْلَقُ رَاْسُهُ .

অর্থ : "সামুরা বিন জুন্দাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বাচ্চা আকীকার জন্য বন্ধক থাকে, অতএব তার জন্মের সপ্তম দিনে তার আকীকা করা, নাম রাখা এবং মাথা মুণ্ডানো উচিত।" (তিরমিযী)২৬৫

---

২৬৩. কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, বাব ফাযলু ইহসান ইলাল বানাত।

২৬৪. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খণ্ড ১, হাদীস নং-৯২১।

২৬৫. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খণ্ড ২, হাদীস নং-১২২৯।

মাসআলা-২৪০. ছেলে হলে দুটি ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল যবেহ করা উচিত।

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ وَاحِدَةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا أَمْ إِنَاثًا.

অর্থ : "উম্মু কুরয রাযিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন - ছেলে হলে দু'টি ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা ছাগী তাতে কোন পার্থক্য নেই।" (তিরমিযী)[২৬৬]

মাসআলা-২৪১. আকীকা সপ্তম দিনে সম্ভব নাহলে ১৪তম দিনে সম্ভব না হলে ২১ তম দিনে দেয়া সুন্নাত।

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَقِيْقَةُ لِسَبْعٍ أَوْ لِأَرْبَعَ عَشَرَةٍ أَوْ لِإِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ.

অর্থ : "বুরাইদা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - আকীকা সপ্তম দিনে, সম্ভব না হলে ১৪তম দিনে, (সম্ভব না হলে) ২১তম দিনে, করা উচিত।" (তাবারানী)[২৬৭]

নোট : কোন কারণে যদি ৭ দিনে বা ১৪ দিনে বা ২১ দিনে করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোন সময়ই করা যাবে। (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন)।

মাসআলা-২৪২. সন্তান জন্মের পর কোন সৎ লোকের কাছ থেকে কোন মিষ্টি জিনিস চিবিয়ে নিয়ে বাচ্চার মুখে দেয়া উচিত।

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رضي الله عنه قَالَ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ.

---

[২৬৬]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী,খণ্ড ২, হাদীস নং-১২২২।

[২৬৭]. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর,খণ্ড৩, হাদীস নং- ৪০১১।

অর্থ : "আবু মূসা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী এর নিকট আসলাম, তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহিম। তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য কল্যাণকর দোয়া করলেন, এরপর তাকে আমার নিকট দিলেন।" (বোখারী)২৬৮

মাসআলা-২৪৩. জন্মের পর বাচ্চার খাতনা করাও সুন্নাত ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظَافِرِ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ .

অর্থ : "আবু হুরায়রা নবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : স্বভাব হলো পাঁচটি কাজ করা, খতনা করা, ক্ষুর ব্যবহার করা, বগলের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, গোঁফ কাটা।" (মুত্তাফিকুন আলাইহি)২৬৯

মাসআলা-২৪৪. আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম ।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَائِكُمْ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ .

অর্থ : "ইবনে ওমর মা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান।" (মুসলিম)২৭০

মাসআলা-২৪৫. খারাপ নাম পরিবর্তন করা উচিত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّ اِبْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْلَةً .

অর্থ : "আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- ওমর এর এক মেয়ের নাম ছিল আসীয়া, নাফরমানকারিণী। তখন রাসূলুল্লাহ্ তার নাম নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জামিলা, (সুন্দর, সৎ চরিত্রের অধিকারিণী)।" (মুসলিম)২৭১

---

২৬৮. কিতাবুল আকীকা, বাব তাসমিয়াতুল মাওলূদ।

২৬৯. আল লুলু ওয়াল মারজান, খণ্ড ১, হাদীস নং-১৪৫।

২৭০. কিতাবুল আদাব বাবুন নাহি আনি তাকান্নি বি আবিল কাসেম।

মাসআলা-২৪৬. সন্তানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া ওয়াজিব।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ .

অর্থ : "আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- (ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা) প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" (ইবনে মাযাহ)২৭২

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ .

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - প্রতিটি সন্তান স্বভাব (ইসলামের) উপর জন্মগ্রহণ করে, তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।" (বোখারী)২৭৩

حُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ
পিতা-মাতার অধিকারসমূহ

মাসআলা-১৪৭. সর্বাবস্থায় পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার নির্দেশ।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِيْ سَخَطِهِمَا .

অর্থ : "ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে, আর আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মাঝে।" (ত্বাবারানী)২৭৪

---

[২৭১]. কিতাবুল আদাব, বাব ইস্তেহবাব তাগিরিল ইসমিল কাবীহ।

[২৭২]. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড ১,হাদীস নং-১৮৩।

[২৭৩]. কিতাবুল জানায়েয, বাব ইযা আসলামা আবাস ফামাতা হাল ইয়ুসাল্লা আলাইহি।

মাসআলা-২৪৮. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গোনাহ।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِاً قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ.

অর্থ : "আবদুর রহমান বিন আবু বাকরা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ্‌র কথা বলব? তারা (সাহাবাগণ) বলল- হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন- আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, বর্ণনাকারী বলেন- তখন তিনি হেলান দিয়ে ছিলেন এর পর সোজা হয়ে বসে বললেন- মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা।" (তিরমিযী)[২৭৫]

মাসআলা-২৪৯. পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্টকারীদের জন্য রাসূল ﷺ তিন বার বদ দোয়া করেছেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন- ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূলষ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূলষ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূলষ্ঠিত হোক, যে তার পিতা-মাতার কোন একজনকে বৃদ্ধ বয়সে জীবিত অবস্থায় পেল অথবা উভয়কে, অথচ (তাদের সেবা করে) জান্নাত লাভ করতে পারল না।" (মুসলিম)[২৭৬]

---

[২৭৪]. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খণ্ড ৩, হাদীস নং- ৩৫০১।

[২৭৫]. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস সাগীর, খণ্ড ২, হাদীস নং- ১৫৫০।

[২৭৬]. কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব তাকদীসুল বির ওয়ালিদাইন আলা তাতাও বিস সালা।

মাসআলা-২৫০. পিতা জান্নাতের উত্তম দরজাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ اِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَضِيِّعْ ذٰلِكَ الْبَابَ اَوْ اِحْفَظْهُ.

অর্থ : "আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন- পিতা জান্নাতের উত্তম দরজাসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যে চায় সে যেন তা নষ্ট করে আর যে চায় সে যেন তা সংরক্ষণ করে।" (ইবনে মাযাহ)২৭৭

মাসআলা-২৫১. পিতার কথায় আবদুল্লাহ্ বিন ওমর তাঁর প্রিয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ تَحْتِيْ اِمْرَاَةٌ اُحِبُّهَا وَكَانَ اَبِيْ يَكْرَهُهَا فَاَمَرَنِيْ اَبِيْ اَنْ اُطَلِّقَهَا فَاَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ اِبْنِ عُمَرَ طَلِّقْ اِمْرَاَتَكَ قَالَ فَطَلَّقْتُهَا.

অর্থ : "ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমার অধীনে এক স্ত্রী ছিল, আমি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতাম, আর আমার পিতা তাকে অপছন্দ করত, আমার পিতা আমাকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমি তাকে তালাক দিয়ে দেই, আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম, এরপর আমি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পেশ করলাম, তিনি বললেন- হে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর! তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। (তিনি বলেন- আমি তাকে তালাক দিয়ে দিলাম)" ।২৭৮

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, আহমদ)

---

২৭৭. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা, খণ্ড ২, হাদীস নং-২৯৫৫।

২৭৮. আলবানী লিখিত ইরওয়াউল গালীল, খণ্ড ৭, পৃঃ-১৩৬।

মাসআলা-২৫২. জান্নাত মায়ের পদ তলে :

عَنْ جَاهِمَةَ ﷺ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتَ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزِمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا.

অর্থ : "জাহেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধে যেতে চাই, আর এমর্মে আমি আপনার নিকট পরামর্শ চাইতে এসেছি, তিনি বললেন- তোমার কি মা আছে? সে বলল- হাঁ, তিনি বললেন- তুমি তার সেবা কর কেননা জান্নাত তার পদতলে।" (নাসায়ী)২৭৯

মাসআলা-২৫৩. পিতার তুলনায় মা তিনগুণ বেশি সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রাখে :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ.

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট সর্বাধিক উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন- তোমার মা, সে আবার জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেন- তোমার মা, সে আবার জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেন- তোমার মা, এরপর সে আবার জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেন- তোমার পিতা।" (বোখারী)২৮০

---

২৭৯. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী, খণ্ড ২, হাদীস নং-২৯০৮।

২৮০. কিতাবুল আদব, বাব মান আহাক্কুন্নাসি বি হুসনিস সাহাবাতি।

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলা-২৫৪. কাওমে লূতের আচরণকারী (ছেলেরা ছেলেদের সাথে ব্যভিচার করা) এবং যে করায় তাদের উভয়কে কতল করা বা পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ ।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدْتُّمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ .

অর্থ : "ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যাকে লূত (আ)-এর জাতির আচরণকারী বা করানো ওয়ালা হিসেবে পাবে তাদের কর্তা এবং কৃত ব্যক্তি উভয়কেই হত্যা কর ।" (ইবনে মাযাহ)২৮১

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الَّذِىْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ قَالَ اِرْجُمُوا الْاَعْلٰى وَالْاَسْفَلَ اِرْجُمُوْهُمَا جَمِيْعًا .

অর্থ : "আবু হুরায়রা ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি লূত (আ)-এর কাওমের আচরণ করে তার ব্যাপারে তিনি বলেন- উপরে এবং নিচের তাদের উভয়কেই পাথর মেরে হত্যা কর ।" (ইবনে মাযাহ)২৮২

মাসআলা-২৫৫. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মাঝের সম্পর্ক মৃতুর কারণে শেষ হয়ে যায় না :

মাসআলা-২৫৬. সৎ স্বামী এবং সৎ স্ত্রী জান্নাতেও তারা একে অপরের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবে ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَمَا تَرْضِيْنَ اِنْ تَكُوْنِىْ زَوْجَتِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاَنْتِ زَوْجَتِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

---

২৮১. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড ২, হাদীস নং-২০৭৫ ।

২৮২. আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা,খণ্ড ২, হাদীস নং-২০৭৬ ।

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী হিসেবে থাকবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন - তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে আমার স্ত্রী।" (হাকেম)২৮৩

মাসআলা-২৫৭. ব্যভিচারিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী সন্তান নির্দোষ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلٰى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِّزْرِ اَبَوَيْهِ شَيْئٌ.

অর্থ : "আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের উপর তার পিতা-মাতার কোন দোষ বর্তাবে না।" (হাকেম)২৮৪

মাসআলা-২৫৮. স্ত্রীকে তার পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদের সেবা করা থেকে বাধা দেয়া নিষেধ ।

عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ اُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتُهُمْ اِذَا عَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ اَبِيْهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ اُمِّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْ اُمَّكِ.

অর্থ : "আসমা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কুরাইশ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে হুদায়বিয়ার চুক্তি চলাকালে, আমার মা আমার নিকট আসল, তার সাথে তার মা অর্থাৎ আমার নানীও ছিল, তখনো সে মুশরিক ছিল, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কি জিজ্ঞেস করলাম যে, আমার মা এসেছে আর সে ইসলামকে খুবই অপছন্দ করে আমি তার সাথে কি আচরণ করব? তিনি বললেন- তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ।" (বোখারী)২৮৫

---

২৮৩. সিলসিলা আহাদীস সহীহা লি আলবানী, খণ্ড ৫, হাদীস নং-১১৪২।

২৮৪. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আসসাগীর। খণ্ড ৫, হাদীস নং-৫২৮২।

২৮৫. কিতাবুল আদাব, বাব সিলাতুল মারআ উম্মুহা ওয়া লাহা যাওয়ু।

মাসআলা-২৫৯. জেনে শুনে নিজের সম্পর্ক স্বীয় পিতার দিকে না করে অন্যের প্রতি করলে তার উপর জান্নাত হারাম।

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ اِدَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

অর্থ : "সা'দ বিন আবু ওক্কাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজেকে অন্য পিতার দিকে সম্পৃক্ত করল, তার উপর জান্নাত হারাম।" (বোখারী)২৮৬

মাসআলা-২৬০. বংশ মর্যাদা নিয়ে গৌরব করা বা অপরের বংশকে অপবাদ দেয়া উভয়ই হারাম।

عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْفَخْرُ بِالْاَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْاَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ.

অর্থ : "সালমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তিনটি বিষয় জাহেলিয়াতের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত, বংশ নিয়ে গৌরব করা, অপরের বংশকে অপবাদ দেয়া, মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা।" (ত্বাবারানী)২৮৭

মাসআলা-২৬১. নিজের স্ত্রী, মেয়ে, বোন, ছেলের বউ ইত্যাদিকে কোন গাইরে মাহরামের সাথে প্রশ্নবোধক অবস্থায় দেখে তাকে হত্যা করা নিষেধ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ وَجَدْتُ مَعَ اَهْلِيْ رَجُلًا لَمْ اَمُسَّهُ حَتّٰى اٰتِيَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ! قَالَ كَلَّا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ كُنْتُ لَاَعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ

২৮৬. মোখতাসার সহীহ বোখারী লি যুবাদী, হাদীস নং-২১৫৭।

২৮৭. আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আসসাগীর। খণ্ড ৫, হাদীস নং-৩০৫০।

ذٰلِكَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِسْمَعُوْا اِلٰى مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ اِنَّهُ لَغَيُوْرٌ وَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ اَغْيَرُ مِنِّيْ.

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর পুরুষকে পাই তাহলে আমি কি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কিছু বলব না যতক্ষণ না চারজন সাক্ষী পাব? তিনি বললেন- হ্যাঁ। সে বলল- কখণও নয়, ঐ সত্তার যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তো সাক্ষী উপস্থিত করার আগেই তাকে তরবারী দিয়ে হত্যা করব। রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হে লোকেরা! তোমরা শোন, তোমাদের নেতা কি বলছে, (সা'দ) বাস্তবেই সে আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন, কিন্তু আমি তার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন, আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্ম মর্যাদা বোধ সম্পন্ন।" (অতএব হত্যা করা যাবে না)। (মুসলিম)[২৮৮]

মাসআলা-২৬০. স্ত্রীর কর্মকাণ্ডে বিনা কারণে সন্দেহ করা নিষেধ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ امْرَاَتِيْ وَلَدَتْ غُلَامًا اَسْوَدَ وِاِنِّيْ اَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنَ الْاِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا لَوْنُهَا؟ قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاَنّٰى هُوَ؟ قَالَ لَعَلَّهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَكُوْنُ نَزْعَةً عِرْقٍ لَهُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهٰذِهٖ لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ نَزْعَهُ عِرْقٍ لَهُ.

অর্থ : "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী কাল বাচ্চা প্রসব করেছে, তাই আমি ঐ বাচ্চাকে আমার বাচ্চা বলে মেনে নেয়নি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বেদুইনকে জিজ্ঞেস করল, তোমার উট আছে কি? বেদুইন বলল- হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন,

[২৮৮]. কিতাবুল লিআন।

তাদের রং কি? সে বলল- লাল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কিছু মেটে লাল রংয়ের কোন উট আছে? সে বলল- হ্যাঁ। তিনি বললেন- এটা কিভাবে হলো? সে বলল- হতে পারে কোন উর্ধ্বতন বংশের প্রভাবে এ ধরনের হয়েছে, তিনি বললেন- এক্ষেত্রেও হয়ত উর্ধ্বতন বংশের কোনো প্রভাব পড়তে পারে।" (মুসলিম)২৮৯

মাসআলা-২৬৩. ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান তার পিতার ওয়ারিশ হতে পারবে না আর পিতাও সন্তানের ওয়ারিশ হতে পারবে না ।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَاهَرَ اُمَةً اَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهٗ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ.

অর্থ : "আমর বিন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন- রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসী বা অন্য কোন স্বাধীন নারীর সাথে ব্যভিচার করে এবং এতে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে এ পিতা ঐ সন্তানের ওয়ারিশ হতে পারবে না এবং এ সন্তানও ঐ পিতার ওয়ারিশ হতে পারবে না ।" (আবু দাউদ,ইবনে মাযা)২৯০

মাসআলা-২৬৪. কুমারী ব্যভিচারকারী এবং কারিনির শাস্তি একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর,আর বিবাহিত নর -নারীর ব্যভিচারের শাস্তি একশ বেত্রাঘাত এবং পাথর মেরে হত্যা করা।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّيْ خُذُوْا عَنِّيْ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

---

২৮৯. কিতাবুর লিআন।

২৯০. কিতাবুল লিআন।

অর্থ : "উবাদা বিন সামেত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- আমার কাছ থেকে মাসআলা শিক্ষা গ্রহণ কর, আমার কাছ থেকে মাসআলা শিক্ষা গ্রহণ কর, আল্লাহ্ নারীদের জন্য রাস্তা বের করে দিয়েছেন যে, কুমারী নর-নারী ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হবে, একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর, আর বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হবে একশত বেত্রাঘাত এবং পাথর মেরে হত্যা ।" (মুসলিম)

নোট : সূরা নিসায় আল্লাহ্ তায়া'লা শুরুতে ব্যভিচারের শাস্তির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- "তাকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে বন্দী করে রাখ, সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করেছেন যে, এ বিধানের উপর ততক্ষণ আমল করবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ ব্যাপারে অন্য কোন নির্দেশ না দেন । (সূরা নিসা : আয়াত-১৫)

হাদীসে আল্লাহ্র এ বাণীর অনুকূলে বর্ণিত হয়েছে "এখন আল্লাহ্ নারীদের ব্যাপারে এ বিধান অবতীর্ণ করেছেন ।

২. বিবাহিত ব্যভিচার নর- নারীর শাস্তির ব্যাপারটি আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে, সে চাইলে উভয় শাস্তিই কার্যকর করতে পারে, আবার চাইলে যদি শুধু একটি শাস্তিকে যথেষ্ট মনে করে যে, শুধু পাথর মেরে হত্যা করা তাও করতে পারে । (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন)

এব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা তালাক-৪ নং আয়াত দ্র : ।

দ্বিতীয় খণ্ড
তালাকের বিধান

سَعْىٌ مَشْكُوْرٌ

প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى عَبْدِهٖ وَرَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنِ اهْتَدٰى بِهَدْيِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، اَمَّا بَعْدُ

যখন ইসলামের প্রচার-প্রসার ব্যাপকভাবে শুরু হয় তখন ঈমানদারদের একটি মাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হলো এ পথের আহবায়ক মুহাম্মদ ﷺ এর পক্ষ থেকে যে দিক নির্দেশনা আসে তা গ্রহণ করা, আর যা থেকে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল তখন এ মূল নীতিটি বারংবার বিভিন্নভাবে মুমিনদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে বিনষ্ট করো না।"

(সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-৩৩)

যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিনগণ এ মূলনীতির উপর অবিচল ছিল ততক্ষণ কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদলেহন করেছে, কিন্তু যখন মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের বিভিন্ন দর্শন তৈরি হয়েছে, যারা আক্বীদা, বিধি-বিধান, মূলনীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের আলোকে মেপে মুসলমানদের মাঝে নিজেদের মর্যাদা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে তখন এর পরিণামে মুসলমানগণ পশ্চাদমুখী হতে লাগল। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) এর অত্যন্ত উপযুক্ত সমাধান পেশ করেছেন এই বলে যে–

لَنْ يُصْلِحَ اٰخِرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا مَا اَصْلَحَ اَوَّلَهَا

পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মতাবলম্বনে ঐকমত্য পোষণ করেছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো বিশুদ্ধ হতে পারে না। অর্থাৎ একমাত্র কিতাব ও সুন্নাহের অনুসরণ। দুঃখজনক হলো এই যে, উম্মতকে দর্শনের ঐ বিষবাষ্প আজও গ্রাস করে রেখেছে। আর তারা এর অনুসরণে পশ্চাদমুখী হচ্ছে। এটিরও সমাধান ঐ উক্তিটি যা ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছিলেন।

আনন্দের বিষয় হলো, কিং সাউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইকবাল কীলানী একজন উঁচু স্তরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি সংগঠনের ছায়াতলে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন। এর ফলে তার মধ্যে এ চিন্তা জেগেছে যে, উম্মতের সংশোধনের মূল কাজ হলো, তাদেরকে একমাত্র কিতাব ও সুন্নাহের সাথে জড়ানো। যাতে করে তারা বিভিন্নমুখী দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় জড়িয়ে না পড়ে। তাই তিনি এ কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। আর সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলা-মাসায়েল একমাত্র কিতাব ও সুন্নাত থেকে সংগ্রহ ও সাজাতে শুরু করেছেন। তাই দেখতে দেখতেই তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যা যুবক ও কল্যাণকামীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি কোর্স। লেখক তাফহিমুস সুন্নায় মাসআলা মাসায়েল ও বিধি-বিধানের পর্যালোচনা ও তার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, নিঃসন্দেহে এটি একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি। যাতে কোনো মতভেদের অবকাশ নেই এবং এটা অত্যন্ত নির্ভুল পদ্ধতি। হয়তবা কোনো কোনো মাসআলা-মাসায়েলের বিশ্লেষণে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে তার দৃষ্টিভঙ্গি শুধু একটি বর্ণনার উপর সীমাবদ্ধ ছিল। এমনিভাবে তিনি যে ফলাফল গ্রহণ করেছেন তাতেও মতভেদ করা যেতে পারে; কিন্তু তার পদ্ধতির নির্ভুলতা এবং সংশয়মুক্ত তাতে কোনো মতভেদ ও সন্দেহ নেই। তাই তার কিতাবসমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তি নিয়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে এবং এর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া যেতে পারে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কীলানী সাহেবের লিখনীসমূহ থেকে যুবকদের একটি দল হেদায়াতের সন্ধান পেয়েছে। আর তারা সুন্নাতে রাসূলের বর্ণনাময় এ কিতাবসমূহ পেয়ে বর্ণনাতীত আত্মতৃপ্তি এবং আনন্দ লাভ করেছে। আল্লাহ তাদের এ আনন্দকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন এবং লেখক ও উপকৃতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

সফিউর রহমান মোবারকপুরী

নারী অধিকার আন্দোলনসমূহ

আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সুহৃদয়তা নিয়ে নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িত নারীদেরকে এ আহ্বান করছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনিত জীবন-যাপন পদ্ধতিকে অন্যমনস্কভাবে না দেখে আত্মসংশোধনের মানসিকতা ও আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে অধ্যয়নের পর বলুন...!

- কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথা কে রহিত করেছেন?
- একজন নারীর সাথে একই সময়ে দশজন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকার বর্বর পদ্ধতি কে রহিত করেছেন?
- নারীদেরকে পুরুষের নির্যাতন থেকে বাঁচাতে অসংখ্য তালাক প্রথা কে রহিত করেছেন?
- কন্যাকে লালন-পালনে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ কে দিয়েছেন?
- নারীদেরকে শিক্ষিত করার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কে করেছেন?
- নারীদেরকে নিশ্চিন্তে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা কে করেছেন?
- তালাক প্রাপ্তা ও বিধবা নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনের সম্মানজনক পদ্ধতি কে প্রবর্তন করেছেন?
- নারীদেরকে সতী জীবন-যাপনে জান্নাতের সুসংবাদ কে দিয়েছেন?
- নারীদের সতীত্ব হরণের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড কে প্রবর্তন করেছেন?
- নারীদেরকে "মা" হিসেবে সন্তানদের প্রতি পিতার চেয়ে তিন গুণ বেশি অধিকার কে দিয়েছেন?
- বার্ধক্যে নারীকে সম্মানজনক সেবা দেয়ার প্রথা কে চালু করেছেন?
- আমরা মনে প্রাণে সুস্থ মস্তিষ্কে এ দাবি করছি যে, মানব ইতিহাসে, ইসলামের নবী, মানবতার অধিকার সংরক্ষক মুহাম্মদ ﷺ-ই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর মজলুম নিপীড়িত সৃষ্টি, নারী জাতিকে

বর্ণনাতীত নির্দয়, পাষণ্ড প্রাণীর হিংস্র থাবা থেকে বের করে পৃথিবীতে মানুষ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নারীর অধিকার দিয়েছেন এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, তাদেরকে সমাজে সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। বাস্তবতা হলো নারী জাতি যদি কিয়ামত পর্যন্তও মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে তবুও তাঁর কৃতজ্ঞতা শেষ হবে না।

* (মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বনবী রাসূল ﷺ এর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ: اَمَّا بَعْدُ.

ব্যক্তিগত জীবনে হোক আর সামাজিক জীবনে হোক, ইসলাম সর্বক্ষেত্রে ভালোবাসা, আন্তরিকতা, ঐক্যতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার ধারক ও বাহক। পক্ষান্তরে বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা, অনিয়ম, ও দলাদলিকে ইসলাম নিকৃষ্ট কাজ মনে করে, নিয়মতান্ত্রিকতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জীবন-যাপন করার ব্যাপারে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, যদি তিন জন লোক একত্রে মিলে-মিশে কোথাও কোনো সফরে বের হয়। তাহলে তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমির নির্ধারিণ করে সফর করে। (আবূ দাউদ)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ও প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত, আর সেখান থেকে সে বলছে, "যে ব্যক্তি আমার (আত্মীয়তার) সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখবে তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকবে, আর যে ব্যক্তি এ সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

সাধারণ মুসলমানদেরকে মিলে মিশে আন্তরিক পরিবেশে থাকার ব্যাপারে এতটা উৎসাহিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়, আর যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবস্থায় মারা গেল সে জাহান্নামী। (আহমদ, আবূ দাউদ)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "যে ব্যক্তি এক বছর যাবৎ কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহলে তার অধিকার নষ্ট করার সমতুল্য অপরাধ"। (আবু দাউদ)

প্রচলিত সরকার ব্যবস্থায় ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি রোধে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের উপর যদি নাক ও কান কাটা কোনো লোককে নেতা বা সরকার বানানো হয়, যে তোমাদেরকে কুরআন ও হাদীস মোতাবেক পরিচালিত করে, তাহলে তোমরা তার নির্দেশ পালন করবে। (মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি তার সরকারের মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু দেখে তাহলে তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা, কেননা যে ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের দল থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে চলে যায় তবে সে জাহেলিয়াতের (কাফের) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

উল্লিখিত প্রমাণাদীর আলোকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ইসলাম নিয়মানুবর্তিতা, ঐক্যতা, ভ্রাতিত্বতাকে কত বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। এতো গেল সমাজের সাধারণ লোকদেরকে পরস্পরের মাঝে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে জীবন যাপনের নির্দেশ, নারী-পুরুষের বৈবাহিক জীবন সর্ম্পকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো- বৈবাহিক সম্পর্ক হলো চিরদিনের জন্য জীবন সঙ্গী ও একে অপরের সুখে ও দুঃখে সমঅংশীদারীর সম্পর্ক। এ জন্য আল্লাহ এ উভয়ের মাঝে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করেন, ফলে উভয়েই একে অপরের সংস্পর্শে পরম শান্তি অনুভব করে। দাম্পত্য জীবনের এ ক্ষুদ্র পরিসরকে ইসলাম নিয়মানুবর্তিতা, ঐক্য ও বন্ধুত্বের প্রতি কত গুরুত্ব দিয়ে থাকে তা অনুধাবন করা যায় ঐ সমস্ত বিধি-বিধান থেকে যা ইসলাম উভয় দম্পতির জন্য নির্ধারণ করেছে। স্বামীর অধিকার সর্ম্পকে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। (তিরিমিযী)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! স্বামী তার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আহ্বান করলে স্ত্রী যদি তা প্রত্যাখান করে, তাহলে ঐ সত্তা যিনি আকাশে আছেন তিনি অসন্তুষ্ট হন, যতক্ষণ না তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, স্বামী তার স্ত্রীর জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের মাধ্যম। (আহমদ)

আর তার সাথে সাথে নারীর অধিকারের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেরা যা আহার কর স্ত্রীদেরকেও তা আহার করাও, নিজে যা পরিধান কর স্ত্রীদেরকেও তা পরিধান করতে দাও, আর স্ত্রীদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পরিহার কর। (মুসলিম)

- ❖ স্ত্রীকে গালি দিবে না। (মুসলিম)
- ❖ স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-ঝাটি করবে না, তার একটি স্বভাব যদি অপছন্দ হয় তাহলে অন্যটি পছন্দ হবে। (মুসলিম)
- ❖ "স্ত্রীকে কাজের মেয়ের মতো প্রহার করবে না।" (বোখারী)
- ❖ স্ত্রী তোমাদের নিকট বন্দীর ন্যায় তার ব্যাপারে ভালো বল। (তিরমিযী)
- ❖ রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম"। (তিরমিযী)

একটু চিন্তা করে দেখুন! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, কোনো নারী বা পুরুষ তার দাম্পত্য জীবনে উল্লিখিত প্রমাণাদি অনুধাবন করে, তাহলে কি ইসলাম প্রবর্তিত পারিবারিক জীবনকে অহেতুক কারণে তুচ্ছ মনে করতে পারে?

মানুষের কৃষ্টি-কালচারে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমস্যা মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন বিষয়, বিশেষ করে জীবনের অন্যান্য দিকের তুলনায় দাম্পত্য জীবনে সমস্যা একটু বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। ইবলীসের বাহিনী সদাসর্বদা মানুষের দাম্পত্য জীবনে বাধা সৃষ্টি করতে সক্রিয় থাকে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– ইবলীসের সিংহাসন পানির উপর, সেখান থেকে সে সর্বত্র তার বাহিনীকে প্রেরণ করে থাকে, বাহিনীদের মধ্য থেকে তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সে, যে সবচেয়ে বেশি ফেতনাবাজ। ভক্তরা ফিরে এসে তার নিকট রিপোর্ট পেশ করে, কেউ বলে যে, আমি অমুক কাজ করেছি। উত্তরে ইবলীস বলে তুমি কিছুই করতে পারনি। কেউ বলে যে আমি স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক ছিন্ন

করে দিয়েছি, ইবলীস তখন তাকে নিজের পাশে দরবারে বসায় এবং বলে তুমি সঠিক কাজটি করেছ। (মুসলিম)

ইবলিসের এ কর্মকাণ্ডের ফলে কোনো কোনো সময় অবস্থা এই দাঁড়ায় যে না সামনে চলা যায়, না পিছনে, মানুষের বিবেকবুদ্ধি যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়, মানুষ হয়ে যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভালোবাসা বন্ধুত্ব কিছুই যেন থাকে না, সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়, আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়, অঙ্গীকার পূরণ, অঙ্গীকার ভঙ্গ, সুসম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি, এমতাবস্থায়ও ইসলাম সে জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যে, স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক যে কোনোভাবেই যেন বজায় থাকে, আর তাহলো, কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অবাধ্য, উগ্র মনে করে তাহলে সাথে সাথেই স্বামী তালাকের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না, বরং প্রাথমিক পর্যায়ে স্ত্রীকে বুঝানো উচিত, যদি এতে কাজ না হয় তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে সতর্ক করার জন্য ঘরের মধ্যে স্ত্রীকে পৃথক বিছানায় রাখবে, এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে হুমকী ধমকীর সাথে সাথে হালকা প্রহারেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

এমনিভাবে অবাধ্যতা ও উগ্রতা যদি স্বামীর পক্ষ থেকেও দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে স্ত্রীকেও সাথে সাথে খোলা তালাকের সিদ্ধান্ত না নেয়া উচিত। বরং ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে স্বামীর অবাধ্যতা ও উগ্রতার কারণ দেখার চেষ্টা করা, এরপর এ সমস্ত কারণগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করে স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করা। স্বীয় সংসার সুরক্ষায় নারীকে যদি তার কোনো কোনো অধিকার ছাড়তেও হয় তবুও তা করা উচিত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা নিসা : ১২৮)

স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঘটে যাওয়া সমস্যা সমাধানের সার্বিক প্রচেষ্টা যদি সফল না হয় তবুও তালাকের পূর্বে আরো একটি পথ অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো, স্বামীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন বুদ্ধিমান সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন বুদ্ধিমান, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করবে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা নিসা : ৩৫)

যদি এ প্রচেষ্টাও সফল না হয় তাহলে ইসলাম উভয় পক্ষকে এ সতর্ক বাণীর সাথে পৃথক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যে, "যদি বিনা কারণে তালাক দেয়া হয়, তাহলে তালাকদাতা কবীরা গোনাহগার হবে। (হাকেম)

বিনা কারণে তালাক দাবিকারী নারীর জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম। (তিরমিযী)

এ সতর্কতার পরও যদি উভয় পক্ষ একে অপরের কাছ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে তাহলে ইসলাম এ সম্পর্ক ছিন্ন করার এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থা রেখেছে যে, ঐ পদ্ধতিটাও উভয়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের আরেকটি মাধ্যম বলে মনে হয়।

তালাকের প্রাথমিক বিধান হলো হায়েয (মাসিক) অবস্থায় তালাক দেয়া যাবে না, বরং পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে হবে। হায়েয (মাসিক) একটি রোগের ন্যায় যার কারণে অভাবনীয়ভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। আবার পবিত্র অবস্থায় অভাবনীয়ভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব চলে যায়। ইসলাম সমস্ত অভাবনীয় কার্যক্রমসমূহকে তালাকের ব্যাপারে নয়। বরং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চায়, তাই হায়েয (মাসিক) চলাকালীন অবস্থায় তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর তালাক প্রদানের সময়সীমাকে তিন মাস পর্যন্ত, লম্বা করে স্বামীকে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে সুযোগ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, সে যদি কোনো ভুল করে বা তাড়াহুড়ার কারণে বা কোনো প্রবঞ্চনায় পড়ে তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে এই তিন মাসের মধ্যে যেন সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে। এরপর (তালাকের মেয়াদ পালনকালে) স্ত্রীকে ঘরে রাখা এবং তার ভরণ-পোষণ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে করে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন না করে যদি তা অটুট রাখার সামান্যতম কোনো সুযোগ থাকে তাহলে তা যেন সে অবলম্বন করে।

এ সমস্ত বিধি-বিধান একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং একমাত্র তখনই তাদের সম্পর্ক ছিন্নের নির্দেশ দেয় যখন তাদের পক্ষে আল্লাহর নির্ধারিত পথে অবিচল থাকা সম্ভব না হয়।

টিকা : চলুন একটু পাশ্চ্যত্যের পারিবারিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি ফিরানো যাক, যাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও পার্থিব চাকচিক্য আমাদের দৃষ্টি কেড়েছে, আর আমাদের চিন্তা ও অনুধাবন শক্তি এত হ্রাস পেয়েছে যে আজ আমরা ইসলামী বিধি-বিধানসমূহকে এক এক করে সব ভুলতে বসেছি, তাদের এক লেখক ফারান্স ফোকোইয়ামা "এক যবতেকা খাতেমা" নামক গ্রন্থে লিখেছে, এ বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার ফলে পাশ্চাত্যের পারিবারিক নিয়ম পরিপূর্ণভাবে অকার্যকর হয়ে গেছে, বৈবাহিক জীবন-যাপন করার কামনা সামাজিক জীবন-যাপন ও দায়িত্ব পালনের অনুভূতিকে পরিপূর্ণভাবে রূখে দিয়েছে। পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থা নারীকে পুরুষের সমাধিকারে উপার্জন করার ক্ষমতা দিয়ে এবং বিবাহিত নারীদের তুলনায় অবিবাহিত মা ও অবিবাহিত পিতাকে অধিক সুযোগ দিয়ে, বিয়ের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পথই বন্ধ করে দিয়েছে।

(হাফতা রোযা তাকবীর, করাচী ৩০ অক্টোবর ১৯৯৭ইং)

অ্যামিরিকান সাপ্তাহিক নিউবেকের রিপোর্ট অনুযায়ী ইউরোপে অবিবাহিত মায়েদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এদের অধিকাংশই অল্প বয়সী তাই তারা অনুভব করতে পারে না যে অবিবাহিত মা হওয়া কত বড় অপরাধ। ঐ সাপ্তাহিকের রিপোর্ট অনুযায়ী সুইডেনে জন্মগ্রহণকারী অর্ধেক বাচ্চা অবিবাহিত মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনে প্রত্যেক তৃতীয় সন্তান অবিবাহিত মায়ের, একই অবস্থা আয়ারল্যান্ডেরও। ডেনমার্কে সিঙ্গেল ফাদার মাদারের সংখ্যা ক্রমান্নয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সেখানে পারিবারিক নিয়ম শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে ডেনমার্কেও আমেরিকার পরিণতি বরণ করতে যাচ্ছে।

(হাফতা রোযা তাকবীর, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭)

চার্জ অফ ইংল্যান্ডের ৪৪ জন নেতা এক বার্তায় বলেছে যে, এখন তারা এ কথায় মোটেও বিশ্বাস রাখে না যে, একত্রে জীবন-যাপনকারী অবিবাহিত নারী-পুরুষ কোন পাপ করে। বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য করা এটা পূর্ব যুগের প্রথা। যদি নারী পুরুষ বিবাহ ব্যতীত একত্রে থাকতে চায় তাহলে চার্চের তাতে বাধা দেয়া অনুচিত। ম্যানচিস্টারের বাসোপকোরস্ট ফারসেফেল্ড বলেন : অবিবাহিত দম্পতিদের প্রতি পাপের লেবেল লাগানোর মধ্যে কোনো লাভ নেই। সংবাদ পত্রের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমা সমাজে মহিলাদেরকে অবাধ যৌনাচারের খোলা চিঠি দেয়া হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণকারী ঔষধ পত্র ফ্রি বিতরণ করা হয়, যার ফলে বিয়ের প্রতি মানুষ নিরুৎসাহিত হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে তালাক প্রাপ্তা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একত্রে জীবন-যাপনকারী অবিবাহিত নারী পুরুষেরা বিবাহের স্থান দখল করে নিয়েছে। আর এর ফল হচ্ছে, বৈবাহিক পদ্ধতির পরিবার ব্যতীত অবিবাহিত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জন্মলাভকারী বাচ্চারা অলিগলিতে বের হয়ে নানান রকম ছোট বড় অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ছে। (হাফতা রোযা তাকবীর ৩০ অক্টোবর ১৯৯৭ইং)

সর্বাত্মকভাবে পারিবারিক নিয়মকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমি এ গ্রন্থের শুরুতে এমন কিছু আলোচনা উপস্থাপন করেছি যার তালাকের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই; বরং উভয় পক্ষ একে অপরের সাথে সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার এবং একে অপরের অধিকার জানার ও একটি আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী, স্বামীর অধিকার ও তা সংরক্ষণের গুরুত্ব, স্ত্রীর অধিকার ও তা সংরক্ষণের গুরুত্ব, এর সাথে মহামানব মুহাম্মদ ﷺ -এর গৌরব উজ্জ্বল পারিবারিক জীবনের কিছু ঘটনাবলী নিয়েও পৃথক একটি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে।

যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো ইসলাম সম্পর্কে মন্দ ধারণা, ভুল বুঝাবুঝি থেকে নারী-পুরুষকে মুক্ত করে, উভয় পক্ষকে ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত করানো এবং উপদেশ দেয়া, হতে পারে কোনো সৌভাগ্যবান নারী বা পুরুষ নবী করীম ﷺ এর বাণীসমূহ পাঠ করে এবং দ্বীনের বাস্তব উদাহরণগুলো দেখে নিজের চিন্তা ও চেতনায় পরিবর্তন আনতে পারে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিতি ও জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করে ভুল সংশোধনে আগ্রহী হবে। আর এ পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা কোন্দল ও ঝগড়া ঝাঁটি পরিহার করে স্বামী স্ত্রী আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও আনন্দময় জীবন যাপনে আগ্রহী হবে, আর তা আল্লাহর জন্য মোটেও কঠিন নয়।

মারাত্মক অধঃপতন

পিতা-মাতা যদিও বড় আগ্রহ নিয়ে বউকে বরণ করে নেয়; কিন্তু মোটামুটি অধিকাংশ ঘরেই বউ-শাশুড়ীর মাঝে প্রবল মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। শাশুড়ী ও বউয়ের ঝগড়াঝাঁটি আমাদের সমাজে এখন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এ ব্যাপারে সমাজে অনেক প্রবাদই আছে, তবে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ হলো, কোনো শাশুড়ী তার পুত্রবধূর সাথে ঝগড়া করে অতিষ্ঠ হয়ে বলছে– "হায় আফসোস! আমার জীবন ভর কপাল মন্দ যখন আমি বউ ছিলাম তখন আমার শাশুড়ী ভালো ছিল না, আর আমি যখন শাশুড়ী হলাম তখন আমার বউ খারাপ" যেন বউ তার শাশুড়ীর জন্য চোখের কাঁটা ছিল আর এ বউ যখন

শাশুড়ী হলো তখন সেও তার বউয়ের ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলিত প্রথাকেই ব্যবহার করছে। বউ-শাশুড়ীর ঝগড়ার বড় সমস্যাটা ছেলেদের উপরই চাপে, তার সামনে থাকে একদিকে ইসলামের নির্দেশ এবং ইসলামে মায়ের মর্যাদা যার ভিত্তিতে রাসূল ﷺ মায়েদের সাথে অবাধ্যতা হারাম করেছে, সাথে সাথে এ কথাও বলেছে, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত" অন্য এক হাদীসে বাবাকেও জান্নাতের দরজার সাথে তুলনা করা হয়েছে। (ইবনে মাযা)

অর্থাৎ পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করা বা তাদের অবাধ্য হওয়ার ফলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অন্য দিকে নব বিবাহিত যুবক তার নতুন স্ত্রী যে তার পিতা-মাতা ভাই বোনকে ছেড়ে স্বামীর ঘরে অপরিচিত অবস্থায় আছে, এর উপর শাশুড়ী ও স্বামীর ভাই বোনদের সাথে ঝগড়ার তার একা হয়ে যাওয়ায় তাকে রক্ষায় অলৌকিকভাবেই স্বামীর মধ্যে একটা প্রবল আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ছেলে যদি মায়ের কথা না শুনে তাহলেও সমস্যা, আবার স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য না রাখলে তাও সমস্যা। সমাজ জীবনের এ কঠিনতম সঠিক পথটি সবাইকেই অতিক্রম করতে হয়। কোনো কোনো সময় ঐ মা যে অনেক আগ্রহ নিয়ে পুত্রবধূকে বরণ করে নিয়েছিল সেই অতিষ্ট হয়ে ছেলের নিকট পুত্রবধূর তালাক দাবি করে। এমতাবস্থায় স্বামী কি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে না অপেক্ষা করবে?

এ সমস্যার সমাধান তো প্রত্যেক ঘরের অবস্থার ওপর নির্ভর করে, তবে একটি কথা বলা যেতে পারে যে, ইসলাম দাম্পত্য জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীকে তালাকের পন্থা অবলম্বন করা থেকে যেভাবে কঠোরতা আরোপ করেছে সে আলোকে বলা যায় যে, শুধু বউ-শাশুরীর প্রচলিত ঝগড়ার কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পথ বেছে নেয়ার কল্পনাও করা যায় না।

প্রথমত: ছেলেদের জন্য বাস্তব সত্যটি কখনো ভুলে যাওয়া সমীচীন নয়, যে মা তাকে জন্ম দিয়েছে, তাকে লালন-পালন করেছে, তাকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তাকে তার শৈশবকাল থেকে যৌবন কালে এনেছে, এরপর বিয়ে করানোর স্বপ্ন দেখেছে, তাকে তার নিজের আশার কেন্দ্রে পরিণত করেছে, এ মা মনের দিক থেকে কোনোভাবেই চাইবে না যে, তার ছেলের ভালোবাসা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাক।

ছেলের বিয়ের পরও মা ঐভাবেই ছেলের ভালোবাসার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকতে চায় যেমন পূর্বে ছিল। এ চাওয়া পূরণ করা যতই কঠিন হোক না কেন ছেলের উচিত মায়ের এ চাওয়াকে যথাযথ সম্মান করা এবং মাকে একথা অনুভব করার সুযোগ দেয়া যাবে না যে, বাস্তবেই ছেলের ভালোবাসা মা ও স্ত্রীর মাঝে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বউ শাশুড়ীর ঝগড়ার মাঝে যদিও স্ত্রী ন্যায়ের উপর থাকে তবুও ছেলেকে মায়ের কথাবার্তার সময় চুপ থাকা উচিত, মায়ের সম্মানে নিজের দৃষ্টি অবনত রাখা উচিত এবং মায়ের কঠিন আচরণের বিপরীতে উহ! -ও বলা যাবে না। এ আচরণ অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, এ ধরনের আচরণের ফলে আল্লাহ শুধু সমস্যাকে সমাধানে তাকে শুধু অস্থিরতা ও চিন্তা মুক্তই করেন না বরং দুনিয়াতেই অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত করেন।

দ্বিতীয়ত : এটাও সত্য যে বউ তার আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে শুধু স্বামীর কারণেই তার ঘরে এসেছে, কিন্তু তাই বলে একথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, স্রষ্টার বেঁধে দেয়া নিয়ম এক বিরাট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার কাছ থেকে এ ত্যাগ দাবি করছে, আর তা হলো একটি নতুন পরিবার সৃষ্টি এবং একটি নতুন ঘর তৈরি, আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাকে আরো অনেক ত্যাগ স্বীকার করে নিতে হয়। সে যেমন তার স্বামীর আনুগত্য সেবা ও সম্মান করাকে নিজের জন্য জরুরি মনে করে তেমনি ঐ স্বামীর পিতা-মাতার সেবা, আনুগত্য ও সম্মান করাও জরুরি মনে করা উচিত। ঘরের বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করা উচিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়"। (তিরমিযী)

শ্বশুরালয়ের সুখ-দুঃখে নিজেকে অংশীদার করা উচিত, সুবিধা-অসুবিধার সময় ঐ ঘরের অনুকূলে থাকা উচিত। আগের যুগের লোকেরা নিজের কন্যাকে বিদায় দেয়ার সময় এ উপদেশ দিত যে, হে মেয়ে! যে ঘরে তোমার বর যাত্রা হচ্ছে সেখানেই তোমার মৃত্যু হওয়া দরকার।

এ উপদেশের অর্থ হলো এই যে, বিবাহের পর নারী যে ঘরে যাবে তার উচিত নিজের সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ সব কিছুকে এ ঘরের সাথে সম্পৃক্ত করা। এ

উপদেশ বাস্তবেই অত্যন্ত মূল্যবান, যা নারীর মাঝে সুখ-দুঃখকে মেনে নেয়ার শক্তি সঞ্চার করে, নতুন ঘরে আগত নারীদের এ সত্য ভোলা ঠিক হবে না যে, বিনয় নম্রতা, একনিষ্ঠতা, সহযোগিতা ইত্যাদি সর্বদাই সুনাম অর্জনের মাধ্যম, আর অহংকার, গৌরব, আমিত্ব ইত্যাদি বদনাম, অপমান ও লাঞ্ছনার মাধ্যম।

তৃতীয়ত : বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর প্রতি উৎসাহী হওয়া, তাকে ভালোবাসা, সাংসারিক বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করা, ভবিষ্যত নিয়ে পরিকল্পনা করা এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়, যে নারী স্বামীর সংসারে প্রবেশের পর এ সমস্ত বিষয়গুলোকে বাস্তব সত্য মনে করে মেনে নেয়, সে অনেকটাই এ সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে; কিন্তু যে সমস্ত পরিবারে স্বামী স্ত্রীকে এক সাথে বসা ও কথা বলাকে খারাপ মনে করা হয় সে সমস্ত পরিবারে খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, এর পর পিতা-মাতার পক্ষ থেকে ধমক, বিভিন্নভাবে দোষারোপ করা শুরু হয়, যা একসময় কঠিন ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

যথাসময়ে যদি তা উপযুক্ত সমাধান না করা যায়, তাহলে বিষয়টি তালাক পর্যন্ত গড়ায়। এ ধরনের পরিবারে মায়েদের একথা চিন্তা করা উচিত যে, যদি তাদের মেয়েদেরকে এ ধরনের সাধারণ বিষয়ে তালাক দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাদের কেমন লাগবে, দুনিয়াতো বদলা নেয়ার স্থান, এক হাতে দেয় অপর হাতে নেয়, এ নিয়ম সর্বত্রই, এটা হতেই পারে না যে, আজকের বাদশা কাল ক্ষমতাচ্যুত হবে না। ইসলামের দৃষ্টিতেও মায়েদের একথা স্মরণে রাখা উচিত যে, তার দাবি অনুযায়ী যদি বউকে তালাক দেয়া হয়, তাহলে এর সমস্ত ফলাফল কিয়ামতের দিন মাকেই ভোগ করতে হবে। কেননা এ তালাকের প্রতিক্রিয়া শুধু ঐ মেয়ের উপরই বর্তাবে না। বরং তার পিতা-মাতার উপরও বর্তাবে। উত্তম হলো বউয়ের অধিকার রক্ষা করা, তার ভুলত্রুটিসমূহ এমনভাবে দেখা দরকার যেমন নিজের মেয়েদের ভুল হয়ে থাকে। বউয়ের ভালো দিকগুলো এমনভাবে আলোচনা করা উচিত যেমন নিজের মেয়েদের গুণাবলী আলোচনা করা হয়। বউ শাশুড়ীর সমস্ত বিষয়গুলোকে যদি এভাবে দেখা হয় এবং নিজের অধিকারের সাথে সাথে অপরের অধিকারের দিকেও লক্ষ্য রাখা যায়, তাহলে কোনো কারণ নেই যে তাদের মধ্যকার ঝগড়া কমবে না।

তালাকের সুন্নাত পদ্ধতি

বিবাহ ও তালাক যাকে কুরআনে (হুদুদুল্লাহ-আল্লাহর সীমারেখা) বেঁধে দেয়া নিয়ম বলা হয়েছে, সে নিয়ম কানুন সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই বোধগম্য নয়। আর কেউ এ ব্যাপারে জানার প্রয়োজন মনে করে না যতক্ষণ না তা জানতে বাধ্য হয়।

তালাকের প্রয়োজন সর্বদাই ঝগড়াঝাঁটির ফলেই হয়ে থাকে, যা দিন রাতের আরামকে হারাম করে দেয়। কিন্তু তালাক সম্পর্কে অবগত না থাকা এ সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলে, নিম্নে আমরা তালাকের সুন্নাতি পদ্ধতি সহজ সরলভাবে সর্বসাধারণের নিকট স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

তালাকের পদ্ধতির পূর্বে তালাক সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সর্বপ্রথম জেনে রাখুন।

তালাকের গুরুত্বপূর্ণ মাসাআলা

১. মাসিক চলাকালীন অবস্থায় তালাক দেয়া নিষেধ। যদি মাসিক চলাকালে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়, আর স্বামী তাকে তালাক দিতে চায় তবুও স্বামীকে তার মাসিক শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

২. যে ত্বহুরে (মাসিক থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায়) তালাক দিবে ঐ মাসে সহবাস করা নিষেধ, উল্লেখ্য মাসিক চলাকালে মাসিকের দিনগুলো ব্যতীত যে দিনগুলো নারী নামায আদায় করে সেদিনগুলোকে ত্বহুর (পবিত্রতার সময়) বলা হয়।

৩. এক সাথে এক তালাক দিতে হবে এক সাথে তিন তালাক নিষেধ।

৪. স্ত্রীকে পৃথক করার জন্য তালাকের সর্বোচ্চ পরিমাণ তিন তালাক, কিন্তু এক তালাক দিয়ে স্ত্রীকে পৃথক রাখাই ইসলামের নির্ধারিত নিয়ম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের প্রয়োজন এবং কখন তা দিতে হবে তার বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে– ইনশাআল্লাহ।

৫. প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর (মাসিক) ইদ্দত পালনকালীন সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করাকে ইসলামের পরিভাষায় রুজু বলা হয়। এ

ধরনের তালাককে রাজয়ী তালাক (ফিরিয়ে নেয়া) বলা হয়। উল্লেখ্য ফিরিয়ে নেয়ার জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস জরুরি নয়। বরং সম্মতিই এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

৬. প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর ইদ্দত (মাসিক) পালন করার রহস্য হলো এই যে, যদি স্বামী ঐ সময়ে তালাকের ফায়সালা পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে এ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে, এজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় তালাককে রাজয়ী (ফিরিয়ে নেয়ার যোগ্য) তালাক বলা হয়। তৃতীয় তালাকের পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার আর কোনো সুযোগ থাকে না; বরং তালাক দেয়ার সাথে সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই তৃতীয় তালাককে বায়েন তালাক (স্পষ্ট তালাক) বলা হয়। তৃতীয় তালাকের পর ইদ্দত পালনের উদ্দেশ্য হলো পূর্ব স্বামীর সাথে সম্পর্কের প্রতি সম্মানপূর্বক দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকা।

৭. প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর ইদ্দত চলাকালীন সময়ে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই, স্ত্রীর সম্মতি থাক বা না থাক স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

৮. ফিরিয়ে নেয়ার যোগ্য তালাক (প্রথম ও দ্বিতীয়)-এর ইদ্দত চলাকালে স্ত্রীকে নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর ঘরেই পৃথক বিছানায় রাখতে হবে এবং তার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে।

৯. একাধারে তিন তালাক অর্থাৎ প্রতি মাসে এক তালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধী কাজ।

❖ নিম্নে তালাকের বৈধ পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করা হলো–

১. প্রথম তালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া।

২. দ্বিতীয় তালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া।

৩. তৃতীয় তালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া।

ক. প্রথম তালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া

এক তালাকের পর পৃথক করে দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহের পর প্রথম বার মতবিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যার সমাধান ছিল তালাক। আর স্বামী তার স্ত্রীকে মাসিকের পর সহবাস না করে প্রথম তালাক দিয়ে দিবে, এ ইদ্দত (তিন মাস সময়) চলাকালীন সামনে স্ত্রীকে ফিরিয়েও নেয়নি। তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়া মাত্রই স্বামী-স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের প্রয়োজন থাকবে না। ইদ্দত (মেয়াদ অতিক্রম কালে) স্ত্রীকে নিজের ঘরে পৃথক বিছানায় রাখা এবং তার ব্যয়ভার বহন করা জরুরি। এক তালাকের মাধ্যমে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করার উপকারিতা হলো স্বামী স্ত্রী ভবিষ্যতে কখনো দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে চাইলে নির্দ্বিধায় তারা বিবাহ করতে পারবে।

এক তালাকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আরো স্পষ্ট বর্ণনা নিম্নরূপ

মাসিকের পর, পবিত্র অবস্থায় প্রথম তালাক, "মাসিক, পবিত্র" "মাসিক, পবিত্র," "মাসিক" শেষ হওয়া মাত্রই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

প্রথম মাসে	দ্বিতীয় মাসেও	তৃতীয় মাসেও
(ফিরিয়ে নেয়নি)	(ফিরিয়ে নেয়নি)	(ফিরিয়ে নেয়নি)

উল্লেখ্য, তৃতীয় মাসিকের পর মহিলা দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে হতে পারবে, চাই তা প্রথম স্বামীর সাথেই হোক বা অন্য কারোর সাথে।

খ. দুই তালাকের পর পৃথকীকরণ

দুই তালাকের পর পৃথকীকরণের পদ্ধতি হলো এই যে, বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মাঝে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া যে তালাকেই এর সমাধান, যদি স্বামী নিয়মানুযায়ী মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় সহবাস ব্যতীত প্রথম তালাক দিয়ে দেয় এবং ইদ্দত চলাকালে (তিন মাসের মাঝে) যে কোনো সময় ফিরিয়ে নিয়ে নেয়। উল্লেখ্য, তালাক দিয়ে ফিরিয়ে স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ এ নয় যে, ভবিষ্যতে ঐ তালাক পরিগণিত হবে না, বরং ভবিষ্যতে যখনই এ স্বামী এ স্ত্রীকে তালাক দিতে ইচ্ছা করবে তা দ্বিতীয় তালাক হিসেবে গণ্য হবে। প্রথম তালাক হিসেবে গণ্য হবে না।

দ্বিতীয় তালাক : প্রথম তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার পর যেকোনো সময় (চাই তা কিছু দিন বা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস বা কয়েক বছর) পরে হোক না কেন, যদি তাদের মাঝে কোনো মতানৈক্য হয় এবং তা তালাকের পর্যায়ে পৌঁছে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ম অনুযায়ী মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্রতার সময় সহবাস ব্যতীত দ্বিতীয় তালাক দিয়ে দেয়, এ দ্বিতীয় তালাকের পর ইসলাম স্বামীকে অধিকার দিয়েছে যে, মেয়াদ চলাকালে (তিন মাসের মধ্যে) ফিরিয়ে নেয়া। তাই এ দ্বিতীয় তালাককেও রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) তালাক বলা হয়। স্বামী মেয়াদ চলাকালে (তিন মাসের মধ্যে যদি ফিরিয়ে না নেয়) তাহলে তিন পবিত্রতা (পবিত্র অবস্থায় তিন মাস) বা তিন মাসিকের পর স্বামী স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সম্পর্ক ছিন্ন যেহেতু দ্বিতীয় তালাকের পর হয়েছে তাই এ ছেলে এবং মেয়ে পরবর্তী যে কোনো সময় যদি বিবাহ করতে চায় তাহলে দ্বিধাহীনভাবে তারা তা করতে পারবে। দ্বিতীয় তালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

মাসিকের পর, পবিত্র অবস্থায় প্রথম তালাক, "মাসিক, পবিত্র" "মাসিক, পবিত্র" মাসিক, মাসিক শেষ হওয়া মাত্রই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

প্রথম মাসে	দ্বিতীয় মাসেও	তৃতীয় মাসেও
(ফিরিয়ে নেয়নি)	(ফিরিয়ে নেয়নি)	(ফিরিয়ে নেয়নি)

দ্বিতীয় তালাকের মেয়াদ তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহিলা দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাইলে করতে পারবে, চাই তা প্রথম স্বামীর সাথে হোক বা অন্য কারোর সাথে।

গ. তৃতীয় তালাকের পর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার বৈধ পদ্ধতি

প্রথম তালাক : স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিবাহের পর প্রথমবার যেমন ১৯৫০ সালে কোনো মতবিরোধ হলো যা শেষ পর্যন্ত তালাকের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং স্বামী নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীকে মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় সহবাস না করে প্রথম ফিরিয়ে দেয়ার যোগ্য তালাক দিল, আর এ মেয়াদ চলাকালে তিন

মাস বা তিন পবিত্র থাকার মেয়াদের যে কোনো সময় পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে নিল, স্বামী স্ত্রী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে লাগল, প্রথম ফিরিয়ে দেয়ার যোগ্য তালাকের পর, ফিরিয়ে নেয়ার কিছু দিন বা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর যেমন ১৯৫৩ সালে উভয়ের মাঝে আবার গণ্ডগোল হলো এবং তা তালাকের পর্যায় পর্যন্ত পৌছল এবং স্বামী নিয়ম অনুযায়ী মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয় ফিরিয়ে দেয়ার যোগ্য তালাক দিয়ে দিল এবং তিন মাসিক বা তিন পবিত্রতার মেয়াদের যে কোনো সময় পুনরায় বরণ করে নিল, স্বামী স্ত্রী আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে লাগল, কিন্তু কিছু দিন পর যেমন কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর ১৯৬০ সালে উভয়ের মাঝে তৃতীয় বার মতবিরোধ হলো এবং তা তালাকের পর্যায়ে পৌছে গেল, স্বামী নিয়ম অনুযায়ী মাসিক শেষ হওয়ার পর পবিত্রতার মেয়াদে সহবাস না করে তৃতীয় তালাক দিয়ে দিল, তৃতীয় তালাক দেয়া মাত্রই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, স্বামীর যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর ইদ্দত চলাকালীন ফিরিয়ে নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে এমনিভাবে তৃতীয় তালাকের পর এ স্বাধীনতা থাকবে না। এজন্য প্রথম দু'তালাককে ফিরিয়ে দেয়ার যোগ্য তালাক এবং তৃতীয় তালাককে বায়েন (সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার তালাক) বলা হয়।

বলা হয়ে থাকে যে, তৃতীয় তালাকের পরও তিন মাসিক বা তিন পবিত্রতার মেয়াদ পালনের নির্দেশ আছে, এ মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই নারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

উল্লেখ্য : তৃতীয় তালাক (সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার তালাক)-এর পর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া নারী পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তা সম্ভব নয়, তবে যদি নারী তার স্বাধীনতা অনুযায়ী অন্য কোনো পুরুষের সাথে সুখের জীবন গড়ার নিয়তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উভয়ের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠার পর কোনো সময় যদি এ দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় বা কোনো কারণে সে ইচ্ছা করে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চাইলে তা করতে পারবে।

(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা বাকারা : ২৩০)

তিন তালাকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনা নিম্নরূপ

মাসিকের পর, পবিত্র অবস্থায় প্রথম তালাক, "মাসিক, পবিত্র" "মাসিক, পবিত্র," মাসিক, মাসিক শেষ হওয়া মাত্রই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৯৫০	প্রথম মাসে	দ্বিতীয় মাসে	তৃতীয় মাসে
	(ফিরিয়ে নেয়নি)	(ফিরিয়ে নেয়নি)	(ফিরিয়ে নেয়নি)

মাসিকের পর, পবিত্র অবস্থায় প্রথম তালাক, "মাসিক, পবিত্র" "মাসিক, পবিত্র" মাসিক, মাসিক শেষ হওয়া মাত্রই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৯৫৩	প্রথম মাসে	দ্বিতীয় মাসে	তৃতীয় মাসে
	(ফিরিয়ে নেয়নি)	(ফিরিয়ে নেয়নি)	(ফিরিয়ে নেয়নি)

(১৯৬০) মাসিক শেষে পবিত্র অবস্থায় তৃতীয় তালাক সাথে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু মহিলা এরপর তিন মাস ইদ্দত পালন করবে।

খোলা তালাক

ইসলাম যেমন স্বামীকে কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার বিধান রেখেছে, এমনিভাবে নারীকেও কোনো কারণে পুরুষের কাছ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে খোলা তালাকের ব্যবস্থা রেখেছে। খোলা তালাকের জন্য ইসলাম স্বামীকে এ অধিকারও দিয়েছে যে, স্ত্রীর নিকট থেকে বিনিময় নেয়ার বিধান রেখেছে, যা পরিমাণের দিক থেকে মোহরানার সমান হবে।

সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রাসূল ﷺ এর নিকট এসে আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি সাবেত ইবনে কায়েসের দ্বীনদারী ও চরিত্রে কোনো ভুল ধরছি না তবে স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া আমার পছন্দ নয়, তাই আমাকে খোলা তালাকের ব্যবস্থা করে দিন। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সাবেত ইবনে ক্বায়েস তোমাকে মোহরানা হিসেবে যে বাগান দিয়েছিল তা কি ফিরিয়ে দিতে তুমি প্রস্তুত আছ? মহিলা বলল : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, তুমি তোমার বাগান ফেরত নাও এবং তাকে তালাক দিয়ে দাও। (বোখারী)

উল্লিখিত হাদিস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী নিজেরা যদি খোলা তালাকের ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে নারীর ইসলামী আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়ার অধিকার আছে। আর আদালতের শরিয়ত সম্মতভাবে এ অধিকার আছে যে, সে ঐ নারীকে তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা তালাকের ব্যবস্থা করে দিবে।

উল্লেখ্য : ইসলামী ব্যাপারে কাফের বিচারক বা কুফরী আদালতের ফায়সালা গ্রহণযোগ্য নয়। এমন দেশ বা এমন স্থান যেখানে ইসলামী আদালতের ব্যবস্থা নেই সেখানে (তালাকের ব্যাপারে আলেমদের কোনো জামায়াত বা সাধারণ দ্বীনদার মুসলমানদের পঞ্চায়েত ভিত্তিক ফায়সালা গ্রহণযোগ্য)।

খোলা তালাকের ইদ্দত এক মাস। তারপর মহিলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিয়ে করতে পারবে।

এক সাথে তিন তালাক

বিবাহের পর উভয় পক্ষই যথাসম্ভব একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকার চেষ্টা করে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া ঝাটিতো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বুদ্ধিমান স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বুঝার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন পরিস্থিতি মতবিরোধ অতিক্রম করে শত্রুতা, প্রতিশোধ পরায়ণতায় পৌঁছে যায়, তখন পরিস্থিতি তালাক পর্যন্ত গড়ায়। তালাকের বিষয়ে ধৈর্যধারণ করার মতো লোকের পরিমাণ খুবই কম, আর এ বিষয়ে ইসলামী বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার মতো লোকের পরিমাণ তো আরো অনেক কম। অধিকাংশ লোক ঝগড়া-ঝাঁটির সময়েই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। আর ইসলামী বিধান সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে একই সাথে তিন তালাকও দিয়ে থাকে, যা শুধু ইসলাম বিরোধীই নয়; বরং বড় ধরনের পাপের কাজও বটে।

রাসূল ﷺ-এর যুগে এক লোক তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিয়েছিল, এ সংবাদ জানতে পেরে তিনি রেগে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার উপস্থিতিতেই আল্লাহর কিতাবের সাথে ঠাট্টা চলছে, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাকে হত্যা করব? (নাসায়ী)

রাসূল ﷺ-এর বাণী থেকে একথা বুঝা মোটেও কষ্টকর নয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে এক সাথে তিন তালাক দেয়া কত বড় পাপ, তার কারণ হলো, ইসলাম বংশধারা ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য যে হিকমত ও কল্যাণ কামনা করে এক সাথে তিন তালাক দেয়া শুধু ঐ উদ্দেশ্যেই নস্যাৎ করে না বরং সরাসরি রাসূল ﷺ-এর নির্দেশের অবাধ্যও করা হয়। তাই রাসূল ﷺ তিন তালাকদাতা ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্টির পর এক সাথে তিন তালাককে তিন তালাক না ধরে এক তালাক ধরে উম্মতকে বড় ধরনের ফিতনা থেকে রক্ষা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : রাসূল ﷺ-এর যুগে, এরপর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে প্রথম দুই বছর পর্যন্ত এক সাথে তিন তালাক দিলে তাকে এক তালাকই ধরা হতো, এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, লোকেরা তাড়াহুড়া শুরু করেছে, তাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল, অতএব তিন তালাককে তিন তালাক ধরাই উত্তম। (মুসলিম, কিতাবুত তালাক)

রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের দু'জনের কর্মপদ্ধতি থেকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ স্পষ্ট হয়–

ক. এক সাথে তিন তালাক দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মহাপাপ।

খ. এক সাথে তিন তালাকদাতাকে পাপী নির্ধারণ করা সত্ত্বেও ইসলাম অবশিষ্ট তালাকদ্বয়ের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেনি; বরং তিন তালাককে এক তালাকই গণ্য করেছে।

গ. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে একসাথে তিন তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য শাস্তিস্বরূপ এক সাথে তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করেছেন। তবে এটি ছিল ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিজস্ব ইজতিহাদ। এটা ইসলামের ভিন্ন কোনো বিধান ছিল না।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষণা করেন-

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .

অর্থ: "তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের (মাসিকের মেয়াদের) প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিবে"।

(সূরা তালাক : আয়াত-১)

অর্থাৎ এক তালাক দেয়ার পর যে ইদ্দত এক মাসিক নির্ধারণ করা হয়েছে তা পূর্ণ কর, এরপর দ্বিতীয় তালাক দাও। এমনিভাবে দ্বিতীয় তালাকের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৃতীয় তালাক দাও। যে ব্যক্তি এক সাথে তিন তালাক দেয় সে মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের মেয়াদপূর্ণ না করেই তালাক দিয়ে দিল। তাই এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক তো হয়ে যায় কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক সময় না হওয়ার পূর্বে দেয়ার কারণে তা কার্যকর হয় না। এর উদাহরণ ঠিক নামাযের মতো যেমন নামাযের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

অর্থ : "নিশ্চয়ই নামায মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয হয়েছে।"

(সূরা নিসা : আয়াত-১০৩)

অর্থাৎ ফজরের নামায ফজরের সময়, জোহরের নামায জোহরের সময়, আসরের নামায আসরের সময়, মাগরিবের নামায মাগরিবের সময়, এশার নামায এশার সময় আদায় করা ফরয। যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক সাথে আদায় করে নেয় তাহলে নামায কি আদায় হবে? ফজরের নামায তো আদায় হবে কেননা তা সময় মতো পড়া হয়েছে, কিন্তু জোহরের নামায যতক্ষণ তার সময় না হবে আসরের নামায যতক্ষণ আসরের সময় না হবে, মাগরিবের নামায যতক্ষণ মাগরিবের সময় না হবে এবং এশার নামায যদি এশার সময়ে আদায় না করা হয় তাহলে তা হবে না।

অতএব ফজরের সময় সকল নামায একসাথে আদায় করা সত্ত্বেও নিজ নিজ সময়ে ঐ সমস্ত নামায আবার আদায় করতে হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি এক সাথে তিন তালাক দেয় তার প্রথম তালাক তো হয়ে যাবে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম নির্ধারিত নিয়ম পূর্ণ না হবে ততক্ষণ তা কাযকর হবে না।

উল্লেখ্য, সাতটি মুসলিম দেশ তার মধ্যে মিসর, সুদান, জর্ডান, মরক্ক, ইরাক, সিরিয়া ও পাকিস্তানে এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তাকে এক তালাকই গণ্য করা হয়। কোনো কোনো আলেমদের মতে এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই গণ্য করা হয়। কিন্তু আমাদের নিকট নিম্নোক্ত উত্তরের এ মত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিবেচনার ব্যাপার রয়েছে।

১. রাসূল তাঁর জীবদ্দশায় তিন তালাককে এক তালাক হিসেবেই গণ্য করেছেন, রাসূল -এর সুন্নাতের বিপরীতে ওমর -এর ইজতিহাদ (নিজস্ব গবেষণালব্ধ রায়) দলিল হতে পারে না।

আল্লাহর বাণী–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রগামী হয়ো না।" (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১০)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আবু বকর এর শাসনামল এবং ওমর এর শাসনামলের প্রথম দুবছর এ বিষয়ে সাহাবাগণের ইজমা (ঐকমত্য ছিল)।

৩. ওমর এর ইজতেহাদ (নিজস্ব গবেষণালব্ধ রায়) এর পর কখনো এক সাথে তিন তালাক দেয়াকে তিন তালাক হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য ছিল না। সাহাবা, তাবেয়ীন, ও ইমামগণও এ বিষয়ে ইখতেলাফ (মতভেদ) করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত সাতটি দেশে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার বিধানও একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

৪. কোনো কোনো আলেম ইমাম মুসলিম (র) বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকদের আমানতের খিয়ানত কম হত না, তাই তিন তালাকের ঘোষণাকে ধরে নেয়া হত যে, তার নিয়ত এক তালাকেরই ছিল, আর বাকি দু'তালাক ছিল শুধু প্রথমটিকে সুদৃঢ় করার জন্য। কিন্তু ওমর অনুভব করলেন যে এখন লোকেরা তালাকের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে বাহানা করছে তাই তিনি কোনো বাহানা গ্রহণ করতে নারাজ হলেন।

এ অপব্যাখ্যা আমাদের নিকট অত্যন্ত বিপদজনক এজন্য যে, সর্বোত্তম যুগের ব্যাপারে একটি ফিকহী মাসআলার কারণে একথা মেনে নেয়া যে সর্বোত্তম যুগে ওমর -এর যুগেই লোকদের সত্যতা ধর্মভীরুতা কমে গিয়েছিল, বা কমতে শুরু করেছিল বা অন্যান্য ফিতনার দরজা খুলে গিয়েছিল আমাদের নিকট সাহাবাদের ব্যাপারে খিয়ানতের অপবাদ দেয়ার চেয়ে এটি অনেক ভালো যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীস হুবহু মেনে নেয়া।

৫. উল্লিখিত হাদীসে ওমর রাঃ-এর এক সাথে তিন তালাককে তিন তালাক হিসেবে গণ্য করার বৈধতাকে লোকদের এ বিষয়ে তাড়াহুড়ার কারণ বলা হয়েছে, কিন্তু লোকেরা এটা ভুল বুঝেছে একথা বলা হয়নি। উমর রাঃএর পেশকৃত বৈধতাকে সামনে রেখে নিজের পক্ষ থেকে বৈধতার প্রচলন করে দিয়ে তা ওমর রাঃএর প্রতি সম্পৃক্ত করা ধর্মভিরুতার পরিপন্থী।

এক সাথে তিন তালাককে তিন তালাক হিসেবে মেনে নেয়ার পর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাতে স্পষ্ট হয় যে, এক সাথে তিন তালাককে তিন তালাক হিসেবে গণ্য করা কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে পারে কিন্তু তা কোনো স্থায়ী বিধান হতে পারে না, আর তা এজন্য যে,

প্রথমত : ঐ লোক ঐ সুযোগ থেকে পরিপূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে যা ইসলাম তাকে চিন্তা ভাবনা করার জন্য দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত : তালাকের পর উভয় পক্ষ যখন আফসোস করতে থাকে তখন দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দোষ নারীকে হালালার রাস্তায় যেতে বাধ্য করা হয়, এর সাথে ইসলামী সংস্কৃতির মোটেও কোনো সম্পর্ক নেই।

উল্লিখিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, দলিল ও যুক্তি উভয় দিক থেকে এক সাথে তিন তালাককে এক তালাক হিসাবে গণ্য করাই ইসলামের সঠিক নির্দেশ। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

একথা মোটেও ভুলা ঠিক হবে না যে, তিন তালাক দিলে তিন তালাক হবে না এক তালাক, এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ছাড়াও এক সাথে তিন তালাক দেয়া একটি বড় পাপও বটে। এতে শুধু রাসূল ﷺ এর সুন্নাতেরই খেলাফ হচ্ছে না বরং উল্লিখিত কল্যাণকর দিকগুলো থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে যা ইসলাম পৃথক পৃথক তিন তালাকের মধ্যে রেখেছে। এজন্য ওমর রাঃ এক সাথে তিন তালাককে শুধু তিন তালাক হিসেবেই গণ্য করেননি বরং এ কাজ যে করত তাকে শারীরিক শাস্তিও তিনি দিতেন। তাই এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো এক সাথে তিন তালাকের অন্যায়টি স্পষ্ট করা এবং এ পাপের রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা করা, তাই উলামা ও ফকীহগণের উচিত ইসলামের অন্যান্য বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে এক সাথে তিন তালাকদাতার জন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা রাখা এবং সুন্নাত বিরোধী ভয়ানক তালাকের রাস্তা বন্ধ করা।

কুরআন মাজিদের সূরা বাকারার ২৩০ নং আয়াতের সার সংক্ষেপ হলো, কোনো লোক তার স্ত্রীকে পৃথক পৃথক সময়ে তিন তালাক দেয়ার পর সে দ্বিতীয় বার ঐ নারীকে বিবাহ করতে পারবে না, তবে যদি ঐ নারী তার স্বেচ্ছায় অন্য কোনো পুরুষের সাথে সংসার গড়ার আশায় বিবাহ করে, এরপর উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে এবং দ্বিতীয় স্বামী কোনো কারণে এ স্ত্রীকে তার স্বাধীনতা অনুযায়ী তালাক দিয়ে দেয়, বা মৃত্যুবরণ করে এরপর এ মহিলা তার ইদ্দত পালন করার পর যদি পূর্বের স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে হতে পারবে। উল্লিখিত আয়াতের আলোকে কিছু হালালাবাজ আলেম তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে তার পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়ার জন্য হালালার ব্যবস্থা করেছে, আর তা এভাবে যে, ঐ তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে কোনো পুরুষের সাথে এক বা দু'দিনের জন্য চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ দিয়ে এক বা দুদিনের পর তালাকের ব্যবস্থা করে, যাতে করে পূর্বের স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারে।

নারীকে তার পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল করার এ পদ্ধতিকে হালালা বলা হয়। যে ব্যক্তি এ পন্থা বের করে দেয় তাকে মোহাল্লেল বলা হয়, আর যার জন্য এ রাস্তা বের করা হয়, তাকে মোহাল্লেল লাহু বলা হয়।

কুরআন মাজিদের নির্দেশ আর হালালার মধ্যে পার্থক্য নিম্নের ছক থেকে স্পষ্ট হবে–

ক্রমিক	ইসলামের বিধান	সুন্নাতী বিবাহ	হালালা বিবাহ
০১	নিয়ত	জীবন ভর সংসার গড়ার আশা	এক বা দু'দিন পর তালাকের নিয়তে
০২	উদ্দেশ্য	সন্তান লাভ করা	অপর পুরুষের জন্য নারীকে বৈধ করা
০৩	নারীর অনুমতি ও সন্তুষ্টি	ওয়াজিব	অনুমতি নেয়া হয় কিন্তু সন্তুষ্ট চিত্তে নয়
০৪	একে অপরের জন্য উপযোগী হওয়া	ধার্মিকতা, বংশ, সম্পদ, চরিত্র, সৌন্দর্য সবকিছুই লক্ষ্যণীয়	এর কোনো কিছুই লক্ষ্যণীয় নয়
০৫	মোহরানা	আদায় করা ফরয	নির্ধারণও করা হয় না আদায়ও করা হয় না

ক্রমিক	ইসলামের বিধান	সুন্নাতী বিবাহ	হালালা বিবাহ
০৬	প্রচার	প্রচার করা ইসলাম সম্মত	গোপনভাবে করা হয়
০৭	ওলীমা	আনন্দের সাথে দাওয়াত দেয়া হয়	ওলীমা করা হয় না
০৮	উঠিয়ে দেয়া	সম্মান ও শান্তভাবে উঠিয়ে দেয়া হয়	স্ত্রী নিজে হালালকারীর নিকট যায়।
০৯	প্রস্তুতি	পিতা-মাতা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কনেকে প্রস্তুত করে	প্রস্তুতির কল্পনাও করা যায় না
১০	স্বামী স্ত্রীর মূল্যবোধ	ভালোবাসা ও আনন্দপূর্ণ	ঘৃণা ও অপমানজনক পরিবেশ
১১	আত্মীয় স্বজনদের কল্যাণ কামনা	সমস্ত আত্মীয় স্বজনরা তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করে	সর্বদিক থেকে ধিক্কার
১২	বর-কনের সংসার গড়ার চেতনা	বর-কনে উভয়ে আনন্দ উপভোগ করে	বর-কনের কল্পনাই হয় না
১৩	বাসর রাতের গুরুত্ব	শ্বশুরালয়ে যথেষ্ট আনন্দ হয়	শ্বশুরালয়ই থাকে না
১৪	বাসর রাত স্বামী-স্ত্রীর জন্য একটি উপহার	স্বামী আনন্দে এ দিনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে	হালালাকারী এ রাত উপলক্ষ্যে কোনো কিছুই খরচ করে না
১৫	ব্যয়ভার বহন	এটা স্বামীর দায়িত্বে থাকে	হালালাকারী এর বিনিময় নেয়

সুন্নাতী বিবাহ ও হালালা বিবাহের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট, বিবাহের মাধ্যমে সুন্নাতের অনুসরণ করা হয়, আর হালালার মাধ্যমে সুন্নাতের বিরোধিতা করা হয়। বিয়ে সরাসরি শান্তি ও ভালোবাসার বন্ধন, আর হালালা সরাসরি অভিসম্পাত, বিবাহ সম্মান ও মর্যাদাহানি থেকে রক্ষার উপায়, আর হালালা

সরাসরি ব্যভিচার, এ জন্য রাসূল ﷺ হালালার রাস্তা অবলম্বনকারীকে ভাড়া দাতা বলেছেন। (ইবনে মাযা)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি হালালা করে এবং যার জন্য তা করানো হয় উভয়ের উপর অভিসম্পাত। (তিরমিযী)

হালালা হারাম হওয়া তো রাসূল ﷺ এর হাদীস থেকে স্পষ্ট এরপরও যারা এটাকে বৈধ করার জন্য চেষ্টা চালায়, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা দরকার যে যদি হালালা বৈধ হয় তাহলে শিয়াদের মোতা বিবাহ অবৈধ হবে কেন? উভয়টিতেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ হয়, এরপর উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্নও পূর্বের চুক্তি অনুপাতে হয়, এ উভয়ের মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে কি? মদের নাম দুধ রাখলেই কি মদ হালাল হয়ে যায়?

ওমর رضي الله عنه তাঁর খেলাফতকালে লোকদেরকে এক সাথে তিন তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য শুধু এক সাথে তিন তালাককে তিন তালাক হিসেবে গণ্য করাকেই কার্যকর করেননি বরং এর সাথে হালালাকারী এবং যার জন্য হালালা করা হয় তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করার নিয়মও চালু করেছিলেন, এ উভয় আইন এক সাথে চালু করার কারণ ছিল এ বিষয়ে লোকদের তাড়াহুড়া বন্ধ করা।

তিন তালাকদাতা এক দিকে নিজের তাড়াহুড়ার কারণে জীবনব্যাপী লজ্জার অশ্রু ঝরাতে থাকে, অপর দিকে হালালার ন্যায় অভিশপ্ত কাজের কল্পনা তার শরীরের পশম দাঁড় করিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, এক সাথে তিন তালাকের অন্যায়কে দমন করার জন্য এর চেয়ে বড় শাস্তি সম্ভব ছিল না।

আমরা ঐ সমস্ত লোকদের দৌরাত্ম দেখে আশ্চর্য হই, যারা ওমর رضي الله عنه এর প্রথম আইনটি যে, এক সাথে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফতোয়া তো দিয়েই থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় আইন হালালাকারীকে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দেয়া শুধু গোপনই করে না; বরং উল্টো ঐ অভিশপ্ত এবং হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে রাস্তা দেখায়। হালালার একটি বেদনা ও দুঃখজনক দিক হলো এই যে, তিন তালাক দেয়ার অন্যায়তো পুরুষরা করে কিন্তু এর শাস্তি ভোগ করতে হয় নারীদেরকে।

প্রথমত : করে একজন আর ভোগে আরেকজন, এ অন্ধ নীতি ইসলাম বিরোধী নীতি, কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা–

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى.

অর্থ : একের পাপের বোঝা অপরে বহন করবে না।" (সূরা আনআম : ১৬৪)

দ্বিতীয়ত : পুরুষের এ বোকামীর যে বোঝা নারীকে বহন করতে হয় তা কোনো আত্মমর্যাদাপূর্ণ পুরুষ সহ্য করতে পারে না, আর না কোনো আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারী তা মানতে পারে। তাহলে কি আত্ম মর্যাদা বোধহীন নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন, যিনি সর্বাধিক আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন? না তাঁর রাসূল ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন, যিনি আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন?

قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : "বল, আল্লাহ্ অশ্লীল ও লজ্জাজনক কাজের নির্দেশ দেন না, তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব কথা বলছ, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।" (সূরা আরাফ : আয়াত-২৮)

ইসলাম ন্যায় নিষ্ঠার ধর্ম

সামাজিক জীবনে বিবাহ ও তালাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যান্য ধর্মে বিয়ে ও তালাকের বিষয়েও বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন দৃষ্টিগোচর হয়। খ্রিস্টানদের একটা সময় ছিল যখন আইন ও ধর্মীয় দিক থেকে তালাকের অনুমতি ছিল না, ঘরে নারী পুরুষের জীবন যতই অশান্তিময় হোক না কেন স্বামীকে তালাক দেয়ার কোনো নিয়ম ছিল না, আর না নারী সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য কোনো সুযোগ পেত, এ সমস্ত কঠোরতা ঈসা (আ)-এর ঐ কথার কারণে ছিল " যার বন্ধন আল্লাহ্ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, মানুষ তা ছিন্ন করতে পারবে না"। (মথি : ৬:১৯)

যার অর্থ ছিল তালাক প্রথা বন্ধ করা। যেমন ইসলামেও তালাককে বড় পাপ বলা হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা ধর্মীয় ব্যাপারে যে অতিরঞ্জন করত তার ভিত্তিতে ঈসা (আ)-এর এ বাণী তালাককে পরিপূর্ণভাবে হারাম করে দেয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর একত্রে জীবন-যাপনের কোনো রাস্তাই যদি বাকি না থাকে, তাহলে শেষ অবলম্বন হিসেবে খ্রিস্টানদের নিয়ম ছিল এই যে, নারী পুরুষ একে অপরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে, কিন্তু এরপর দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। এ নিয়মের ভিত্তিতে ইঞ্জিলে এ নিয়ম ছিল যে, "যে কোনো ব্যক্তি তার

স্ত্রীকে হারামে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কারণে যদি তালাক দিয়ে দেয়, এরপর সে দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সে ব্যভিচার করল ।"(মাতা- ১৯:৯)

এ নিয়ম যদিও তালাকের পথ বন্ধ করার জন্যই ছিল কিন্তু এর ভুল ব্যাখ্যা করে খ্রিস্টান পাদ্রীরা এর পূর্ববর্তী নিয়মের চেয়েও অধিক খারাপ করে দিয়েছিল, এ নিয়মের অর্থ ছিল এই যে, নারী পুরুষ উভয়ে আজীবন বৈরাগ্যতা গ্রহণ করবে বা ব্যাভিচার ও অন্যান্য খারাপ কাজের রাস্তা বেছে নিবে, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ তাদের জন্য কঠোরভাবে নিষেধ ছিল ।

পরবর্তীকালে খ্রিস্টানদের এ নিয়ম পরিবর্তন হয়ে পূর্বের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে ।

প্রথমত : যেখানে শুধু পুরুষই নয় বরং নারীকেও তালাকের ব্যাপারে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে ।

দ্বিতীয়ত : স্বামী ও স্ত্রী একে অপরে তালাক দেয়া এবং পরবর্তী সাথী গ্রহণ করে তার সাথে জীবন গড়া এত সহজ ছিল যেমন পোশাক পরিবর্তন করা সহজ ।

এক তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনে গত তিন বছরে তালাকের পরিমাণ ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সুইডেনে অর্ধেক বিবাহের বন্ধনই টিকে থাকে না, ফিনল্যান্ডে তালাকের পরিমাণ শতকরা ৫৮%, (নাদায়ে মিল্লাত, লাহোর, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭, (খান্দানী নিযাম টুট রাহা হায়)

আমেরিকার আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিদিন ৭ হাজার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এর মধ্যে ৩৩৫০ বিবাহ তালাক হয়ে যায় । (উর্দূ নিউজ, জিদ্দা ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬)

এ ধারাবাহিকতায় আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের হিন্দুধর্মে বিবাহ ও তালাক পদ্ধতিতেও একবার দৃষ্টি দেয়া যাক ।

বিবাহ পদ্ধতি

হিন্দুধর্মে ৮ প্রকার বিয়ে আছে । উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে এ সর্বপ্রকার বিবাহ বৈধ–

১. **ব্রাহ্মণ বিবাহ :** কোনো মেয়েকে পরিপাটিহীনভাবে বিবাহ ।

২. **প্রজায়েত বিবাহ :** বর-কনে একত্রিত হয়ে পবিত্র চিত্রাবলি ধারণ করা ।

৩. **আর্য বিবাহ :** কোনো কুমারী কন্যাকে দুটি গাভীর বিনিময়ে বিবাহ করা ।

৪. **দেবী বিবাহ :** কোনো পূজারীর স্থলাভিষিক্ত করে কুমারী কন্যাকে দেবতার উপঢৌকন হিসেবে নির্ধারণ করা ।

৫. **গান্দ্র বিবাহ :** কোনো কুমারীকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো পুরুষের সাথে মেলা মিশা করানো ।

৬. **আসর বিবাহ :** কোনো কুমারী কন্যাকে অনেক সম্পদের বিনিময়ে বিবাহ দেয়া ।

৭. **রাক্ষস বিবাহ :** কোনো কুমারী কন্যাকে কুপথে নিয়ে যাওয়া ।

৮. **পিশাজ বিবাহ :** মাতাল অবস্থায় বা ঘুমন্ত অবস্থায় ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া ।

(মসজিদ নূরানী থেকে প্রকাশিত আরথ শাসতভর, পি আইসি এইচ এস, করাচী, পৃ: ৩৩৭)

দ্বিতীয় বিবাহ

কোনো মহিলা যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে তার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহের আগে আট বছর অপেক্ষা করবে; কিন্তু স্ত্রীর যদি মৃত সন্তান হয় তাহলে স্বামী দশ বছর অপেক্ষা করবে, আর স্ত্রীর গর্ভে যদি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহের আগে দু'বছর অপেক্ষা করবে । (আরথ শাস্থার : ৩৩৯)

তালাক

প্রথম চার প্রকার বিয়ে ব্যবস্থায় তালাক সম্ভব নয়, অন্য চার প্রকার বিবাহের তালাকের পদ্ধতি হলো, স্ত্রীকে অপছন্দকারী ব্যক্তি স্ত্রী অসুস্থ না হলে তাকে তালাক দিতে পারবে না । এমনিভাবে স্বামীকে অপছন্দকারী নারী স্বামী অসুস্থ না হলে তাকে তালাক দিতে পারবে না । (আরথ শাস্থার :৩৪২)

এমন স্ত্রীকে স্বামী একটি পদ্ধতিতে তালাক দিতে পারবে, আর তাহলো যদি স্বামী জানতে পারে যে এ স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের সাথে রাত্রি যাপন করেছে, তাহলে তালাক দেয়া যাবে আর স্ত্রী কোনো ভালো বংশ এবং ভদ্র নারী হলে তাকে তালাক দেয়া যাবে না । (আরথ শাস্থার : ৩৮১)

নিউগ নিয়ম (হিন্দুধর্ম মতে)

নিউগ নিয়ম বলা হয় : স্বামী যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে তার উচিত স্বীয় স্ত্রীকে অনুমতি দেয়া যাতে করে সে কোনো সুস্থ পুরুষের সাথে মিলা মিশা করতে পারে এবং বংশ বিস্তার করতে পারে, কিন্তু স্ত্রী ঐ স্বামীর বিবাহ বন্ধনেই আবদ্ধ থাকবে । এমনিভাবে স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে তার উচিত স্বামীকে অনুমতি দেয়া যেন অন্য কোনো বিধবা নারীর সাথে মিলা মিশা করতে পারে এবং তার বংশ বিস্তার করতে পারে । (সিথারথ পর কাশ, বাব-৪, পৃষ্ঠা-১৫২-১৫৩)

খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের উল্লিখিত নিয়মে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন রয়েছে যা মানবতার নামে অমানবিক কাজ। অমুসলিমদের অতিরিক্ততা ও অতিরঞ্জনের মূল ভিত্তি এটিই, যা তাদের নিজেদের জন্যই একটি বোঝা।

এ ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

অর্থ: "আর (তিনি মুহাম্মদ) তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন থেকে তাদেরকে মুক্ত করে।" (সূরা আরাফ : আয়াত-১৫৭)

ইসলাম যেহেতু আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীন যা মহান আল্লাহ মানুষের স্বভাব ও মন মানসিকতা অনুযায়ী নির্ধারণ করেছেন, তাই তাতে কোনো অতিরঞ্জন ও অতিরিক্ততা নেই। বরং প্রতিটি বিধানের মাঝেই এমন একটি ন্যায় নিষ্ঠাপূর্ণ দিক নির্দেশনা আছে যা বুঝতে মানবিক জ্ঞান অপারগ। ইসলাম তালাকের ব্যাপারে এমন নিয়মানুবর্তিতা বাধ্য করে না যে, উভয় পক্ষের মাঝে যে, প্রশান্তি বিনষ্ট হচ্ছে তা হতেই থাকুক, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি অপছন্দ তা চলতেই থাকুক, ঘরে সর্বদা ঝগড়া ঝাঁটি চলতে থাকুক, আর না এমন ব্যবস্থা রেখেছে যে কোনো ব্যক্তি যখন খুশি তখন তালাক দিয়ে দিবে।

একদিকে ইসলাম তালাককে সবচেয়ে বড় পাপ নির্ধারণ করেছে, অপরদিকে তা নিয়ম মতো হওয়ার জন্য নারী ও পুরুষের প্রতি এমন নিয়ম জারি রেখেছে যে, উভয়ের মাঝে ঐকমত্য আসার কোনো ব্যবস্থা যদি হয় তাহলে তারা যেন তা গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে উভয় পক্ষের মনোমালিন্য যদি কোনোভাবেই সমাধানে আসা সম্ভব না হয় তাহলে ইসলাম শুধু পুরুষকেই নয় রবং নারীকেও তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে খোলা তালাকের সুযোগ না দেয় তাহলে ইসলামী আদালতে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকারও নারীকে দেয়া হয়েছে, যে উভয়ের মাঝে আইনগতভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষমতা রাখে, ইসলামের এ ন্যায়নিষ্ঠাপূর্ণ বিধান অন্যান্য বিষয়েও পরিলক্ষিত হয়।

একদিকে নফল নামাযের এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, "ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায রাত্রের নামায"। (আহমদ)

অন্যদিকে যে ব্যক্তি সব সময় সারারাত জাগরণ করে তার ব্যাপারে বলেছে, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত ত্যাগ করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়"। (বোখারী)

একদিকে যাকাত আদায়াকারীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "মানুষের উত্তম সম্পদগুলো তোমরা যাকাত হিসেবে নিয়ে নিও না।" (বোখারী)

অন্যদিকে যাকাত দাতাদেরকে বলা হয়েছে যে, যাকাত আদায়কারী আসলে তার কাছ থেকে নিজেদের সম্পদ গোপন করবে না। (বোখারী)

অন্যদিকে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নারীরা মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে চাইলে তাদেরকে বাধা দিবে না। (আবূ দাউদ)

অন্যদিকে পুরুষদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, পর নারীর প্রতি পড়ে যাওয়া প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা যোগ্য, কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টিপাত হারাম। (আবু দাউদ)

অন্যদিকে নারীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দিন বা রাতের যে কোনো সময় তোমাদের স্বামীরা তোমাদের সাথে সহবাস করতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিবে না, তাহলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবে। (মুসলিম, ইবনে মাযা)

দ্বীন ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধানে হিকমত ও ইনাসফের এ মূলনীতি বিদ্যমান আছে, পৃথিবীর অন্য কোনো মতাদর্শে বা সংবিধানে এ ধরনের ইনসাফপূর্ণ বিধানের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আর ইসলামের এ ইনসাফপূর্ণ বিধান বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে আরো বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে।

ইসলামে মানবাধিকার

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ.

অর্থ: "আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"

(সূরা ইসরাঈল, বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭০)

পবিত্র কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখায় যথাযথভাবে তালাকের ব্যাপারে প্রতীয়মান হয়। তালাকের কারণ সর্বদাই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়াঝাঁটি, মতবিরোধ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি এবং পরস্পর পরস্পরের অধিকার অনাদায়, এমতাবস্থায় বড় বড় আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের চারিত্রিক বিপর্যয় আর প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অবস্থানকে সঠিক প্রমাণের জন্য চেষ্টা এবং ঐ চেষ্টায় কোনো কোনো সময় ভুল বর্ণনা, দোষারোপ, আরো অনেক বৈধ ও অবৈধ কথাবার্তা

মুখে অনায়াসে বের হয়ে আসে। স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজনের মুখ থেকে বের হওয়া কোনো কথা অপরের জন্য শুধু অপমান বা লাঞ্ছনাই নয় বরং তার ভবিষ্যতও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই তালাকের ব্যাপারে আল্লাহ্ পুরুষদেরকে বার বার এ উপদেশ দিয়েছেন।

فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا .

অর্থ "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ন্যায়ভাবে আবদ্ধ রাখতে পার অথবা তাদেরকে ন্যায়ভাবে পরিত্যাগ করতে পার, আর তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য আবদ্ধ করে রেখ না তাহলে সীমালংঘন করবে।" (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৩১)

অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও তাহলে তার সাথে উত্তম আচরণের সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন-যাপন কর। তার অধিকার আদায় কর, ঘরে তাকে সম্মানের সাথে রাখ, সে যেন এ অনুভব না করে যে, তাকে শুধু অবমাননা ও অপমানিত করার জন্যই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আর যদি তোমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্তই নিয়ে নাও তবুও তার দোষক্রটি বর্ণনা বা তার বিরোধিতায় লেগে থাকবে না। তার দুর্বলতা ও দোষসমূহ প্রচার করে বেড়াবে না যাতে করে অন্য কোনো পুরুষ তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না চায়, বরং ভদ্রতার সাথে তাকে বিদায় দাও। তাই ইসলাম তালাকের বাস্তবায়নকে কোনো আদালত বা বিশেষ কোন কমিটির সিদ্ধান্তের সাথে সম্পৃক্ত রাখেনি। বরং যখন সে অনুভব করবে যে, স্ত্রীর সাথে তার সু-সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হবে না তখনই নিয়মানুসারে তাকে তালাক দিতে পারবে।

এ একই বিধান খোলা তালাকের ব্যাপারেও, খোলা তালাক নেয়ার জন্য নারী আদালতের স্মরণাপন্ন হলে আদালত শুধু অধিকার রাখে যে, সে নিশ্চিত হবে যে নারী বাস্তবেই এ স্বামীকে পছন্দ করছে না। তারা উভয়ে এক সাথে থাকলে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে পারবে না। কিন্তু আদালতের এ অধিকার নেই যে, সে নারীকে খোলা তালাকের কারণ জানতে চাইবে এবং এ নারী ও পুরুষ

যারা এক সময় একসাথে জীবন যাপন করেছিল তারা পৃথক হওয়ার সময় একে অপরের প্রতি কাদা ছোঁড়া ছুঁড়ি করতে বাধ্য করবে। উমর ﷺএর দরবারে এক মহিলা এসে খোলা তালাকের জন্য নিবেদন করে বলল, সে তার স্বামীকে অপছন্দ করে, ওমর ﷺ মহিলাকে উপদেশ দিলেন এবং স্বামীর সাথে জীবন যাপন করার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু ঐ নারী তা মানল না, তখন তিনি তাকে একটি ঘরে একাকী আবদ্ধ করে রাখলেন, এক রাত আবদ্ধ রাখার পর বের করে জিজ্ঞেস করলেন, বল তোমার রাত কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে? মহিলা বলল : আল্লাহর কসম! স্বামীর ঘরে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে আজকের মতো এরকম ভালো ঘুম আমার আর কখনো হয়নি। একথা শুনে ওমর ﷺ স্বামীকে নির্দেশ দিল যে, দ্রুত তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। (ইবনে কাসীর)

মতবিরোধ, ঝগড়া ও প্রতিশোধ পরায়ণ লোকদের জন্য, উত্তম জীবন যাপনের এ সবক, মানবতা বোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত, ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার এক উজ্জ্বল প্রমাণ।

একদিকে স্বামীর প্রতি এ নির্দেশ যে, সে যেন স্ত্রীকে সুষ্ঠু ও ভদ্রভাবে তালাক প্রদান করেন, অন্যদিকে তালাক প্রাপ্তা নারীর প্রতি এ নির্দেশ যে, সে পূর্বের স্বামীর সাথে সম্পর্কের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তিন মাস পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকবে। মানবতাবোধের এ বিরল দৃষ্টান্ত যা অন্য কোনো ধর্মে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا

অর্থ : “আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রোপের বিষয় রূপে গ্রহণ করিও না।” (সূরা বাকারা : ১৩২)

اَلنِّيَّةُ
নিয়ত

মাসআলা-১. আমল (সঠিক হওয়া বা না হওয়া) নির্ভর করে নিয়তের উপর

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

অর্থ : "উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, আমল (সঠিক হওয়া বা না হওয়া) নির্ভর করে নিয়তের ওপর। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে, তাই যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে হিজরত করে সে তা অর্জন করবে, আর যে ব্যক্তি কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে, সে তাই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।" (মোখতাসার সহীহ বোখারী, লিযুবাইদী, হাদীস-১)

মাসআলা-২. তালাকের নিয়তে ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করলে তাতে তালাক হয়ে যাবে, আর তালাকের নিয়ত না করে ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করলেও তালাক হবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا اُدْخِلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمِ الْحَقِىْ بِاَهْلِكِ

অর্থ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জোনের মেয়ে (আসমাকে বিবাহে পর) যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট হাজির করা হলো এবং তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বলল, আমি তোমার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তার (আল্লাহর) আশ্রয় চেয়েছ। অতএব তুমি তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যাও।"

(বোখারী কিতাবুত তালাক, বাব তাল্লাকা ওয়া হাল ইয়ু ওয়াজ্জিহু ইমরাআতুহু বিতালাক)

নোট : রাসূল ﷺ তাকে স্পষ্ট শব্দে তালাক দেননি, কিন্তু ইঙ্গিতমূলক শব্দের মাধ্যমে তালাক দিয়েছেন "তুমি তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যাও।" যেহেতু এতে তাঁর নিয়ত তালাকের ছিল তাই তালাক হয়ে গেছে।

عَنْ مَالِكٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّهُ كُتِبَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْعِرَاقِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِامْرَاَتِهِ حَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلٰى عَامِلِهِ اَنْ مُرْهُ يُوَافِيَنِيْ بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ اَنْتَ فَقَالَ اَنَا الَّذِيْ اَمَرْتَ اَنْ اَجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَسْاَلُكَ بِرَبِّ هٰذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا اَرَدْتَّ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ لَوْ اِسْتَحْلَفْتَنِيْ فِيْ غَيْرِ هٰذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ اَرَدْتُّ بِذٰلِكَ الْفِرَاقَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُوَ مَا اَرَدْتَ

অর্থ : উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ইরাক থেকে কেউ চিঠি লিখে পাঠিয়েছে যে, এক ব্যক্তি স্ত্রীকে বলেছে, "তোমার রশি তোমার কাঁধে।" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের গভর্নরকে লিখে পাঠাল যে, হজ্জের সময় সে যেন আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাত করে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাওয়াফ করতে ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করে সালাম দিল, তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? সে বলল, আমি ঐ ব্যক্তি যাকে আপনি মক্কায় আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : আমি তোমাকে কাবা ঘরের প্রভুর কসম করে জিজ্ঞেস করছি! যখন তুমি ঐ কথাটি বলেছিলে তখন তোমার নিয়ত কি ছিল? লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি আপনি অন্য কোনো কিছুর কসম আমাকে দিতেন তাহলে আমি সত্য কথা বলতাম না যে, (কিন্তু এখানে আমি সত্য কথা বলছি) তখন আমার তালাকের নিয়ত ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "যা তোমার নিয়ত ছিল তা হয়ে গেছে"।

(মালেক কিতাবুত তালাক, বাব মাযায়া ফিল খালিয়া ওয়াল বারিয়া ওয়া আশবাহ যালিক।)

মাসআলা-৩. তালাকের নিয়ত না থাকলে জোরপূর্বক তালাক দিলে সে তালাক হবে না

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ الْخَطَاَ وَالنِّسْيَانَ . وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

অর্থঃ "আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ আমার উম্মতের অজানা, ভুলে যাওয়া এবং জোরপূর্বক কিছু করানো হলে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন"।

(আলবানী লিখিত সহীস সুনান ইবনে মাযা, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৬৬২ ।)

كَرَاهِيَّةُ الطَّلَاقِ

তালাকের ব্যাপারে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ

মাসআলা-৪. হাসি-ঠাট্টা বা রাগ করে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ : وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

অর্থ: "আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় হাসি, ঠাট্টা বা রাগ করলেও তা সংগঠিত হয়ে যাবে। বিয়ে, তালাক (এক বা দুই) তালাকের পর ফেরত নেয়া"

(আলবানী লিখিত, সহীহ সুনান তিরমিযী- ১/৯৪৪ ।)

মাসআলা-৫. বিনা কারণে তালাক দাবিকারী মহিলা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

অর্থ : "সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে মহিলা বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক দাবি করে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।" (আলবানী লিখিত, সহীহ সুনান তিরমিযী -১/৯৪৮)

মাসআলা-৬. বিনা কারণে খোলা তালাক দাবিকারী নারী মুনাফেক

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

অর্থ : সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (বিনা কারণে) খোলা তালাক দাবিকারী নারীরা মুনাফেক"।

(আলবানী লিখিত, সহীহ সুনান তিরমিযী- ১/৯৪৮ ।)

মাসআলা-৭. বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়া বড় পাপ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً فَلَمَّا قَضٰى حَاجَتَهٗ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَ ذَهَبَ بِمَهْرِهَا .

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ হলো যে, কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে বিয়ে করবে এরপর নিজের প্রয়োজন মিটানোর পর তাকে তালাক দিয়ে দেয়, অথচ তার মোহরও পরিশোধ করে না।"

(আলবানী লিখিত, সিলসিলা আহাদীস সহীহা- ২/৯৯৯)

মাসআলা-৮. তালাকের জন্য স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধকারী বা স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধকারী পুরুষ বা নারী রাসূল ﷺ-এর অবাধ্যতাকারী।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ اِمْرَاَةً عَلٰى زَوْجِهَا ، اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ

অর্থ: "আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উস্কে দেয় বা কোনো কৃতদাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে রাগিয়ে তোলে।" (আলবানী লিখিত, সহীহ সুনান আবু দাউদ-২/১৯০৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلِتَنْكِحَ ، فَاِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

অর্থ : "আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো নারী যেন তার বোনের তালাকের দাবি না করে, যাতে করে সে ঐ ছেলেকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, তার ভাগ্যে যা আছে তা সে পাবে।" (আলবানী লিখিত, সহীহ সুনান আবূ দাউদ-১/১৯০৮)

মাসআলা-৯. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করা ইবলীসের সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهٗ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَاَدْنَاهُمْ مِّنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِئُ اَحَدُهُمْ

فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِئُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتّٰى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِمْرَاَتِهٖ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ اَنْتَ .

অর্থ : "যাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইবলীসের সিংহাসন পানির উপর, সেখান থেকে সে তার বাহিনীকে (ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য) প্রেরণ করে, ইবলীসের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ঐ শয়তান যে, সবচেয়ে বেশি ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে, (যখন শয়তানরা ফিরে এসে তার নিকট স্ব স্ব রিপোর্ট উপস্থাপন করে) তখন কেউ বলে যে আমি এই এই কাজ করেছি, ইবলীস উত্তরে বলে তুমি কিছুই করনি, এরপর অন্য শয়তান এসে বলে আমি স্বামী স্ত্রীর পিছনে লেগে ছিলাম এমনকি আমি তাদের উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করে ছেড়েছি, ইবলীস তখন তাকে তার নিজের কাছে এনে বসায় এবং বলে তুমি কতই না সবচেয়ে উত্তম কাজ করেছ।"

(মুসলিম : কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব ফিতনাতুশ শায়তান ফিল আরব মিনাল কুরাইশ)

اَلطَّلَاقُ فِىْ ضُوْءِ الْقُرْاٰنِ

আল-কুরআনের আলোকে তালাক

মাসআলা-১০. হায়েয (মাসিক) অবস্থায় তালাক দেয়া নিষেধ।

মাসআলা-১১. গর্ভবতীহীন এবং সহবাসকৃত স্ত্রীর তালাকের মুদ্দত (মেয়াদ) তিন তুহর (মাসিক থেকে পবিত্র অবস্থায়) বা তিন হায়েয (মাসিক)। এ শর্ত যে, এমন নাবালেগ বাচ্চা না হওয়া যার এখনো মাসিক শুরু হয়নি, বা বার্ধক্যের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে বা স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে।

মাসআলা-১২. রাজয়ী তালাক (ফিরিয়ে দেয়ার যোগ্য তালাক) এর মেয়াদ চলাকালে যদি স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর অভিভাবকদের এতে বাধা দেয়া সমীচীন নয়।

মাসআলা-১৩. স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ সমান সমান, স্ত্রীর উপর যেমন স্বামীর অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা ওয়াজিব তদরূপ স্বামীর উপরও তার স্ত্রীর অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা ওয়াজিব।

মাসআলা-১৪. রাজয়ী (ফেরত যোগ্য) তালাক মেয়াদ চলাকালীন স্বামী যে কোনো সময় তার স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

অর্থ : "এবং তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীরা তিন ঋতু পর্যন্ত আত্মসম্বরণ করে থাকবে, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তবে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ নয় এবং এর মধ্যে যদি তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায় তবে তাদের স্বামীই তাদেরকে পুনরায় গ্রহণ

করতে সমাধিক হকদার, আর নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, নারীদেরও তাদের উপর অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত স্বত্ত্ব আছে এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২২৮)

নোট : উল্লেখ্য গর্ভবতীর ইদ্দত হলো সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত। সহবাস ব্যতীত তালাক প্রাপ্তার কোনো ইদ্দত (মেয়াদ) নেই, সে তালাকের পর পরই দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে।

যে সমস্ত নারীদের বার্ধক্যের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ইদ্দত (মেয়াদ) তিন মাস।

গর্ভে সন্তান থাকলে তা গোপন না করার অর্থ হলো, তালাকের পর নারীর যে কয় বার মাসিক হয়েছে তা পরিষ্কার ভাবে বলা উচিত, যেমন : যদি কোনো নারী সে নিজেই তার স্বামীর নিকট পুনরায় যেতে চায়, তাহলে সে তিন হায়েয (মাসিক) অতিক্রান্ত হওয়ার পরও একথা বলা যে, এক বা দুই হায়েয (মাসিক) হয়েছে, বা যদি স্ত্রী নিজেই ঐ স্বামীর নিকট পুনরায় যাওয়া অপছন্দ করে তাহলে এক বা দুই হায়েয (মাসিক) হওয়ার পর বলে দিবে যে, তিন হায়েয (মাসিক) অতিক্রান্ত হয়েছে। এরূপ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে বা তার অন্য অর্থ এটিও হতে পারে যে, গর্ভে সন্তান আছে বা নেই তা পরিষ্কার করে না বলা।

মাসআলা-১৫. রাজয়ী (ফিরিয়ে দেয়ার যোগ্য তালাক) ঐ তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে আর তা জীবনে দু'বার মাত্র।

মাসআলা-১৬. তৃতীয় তালাকটির নাম হলো বায়েন (শেষ) তালাক। এই তালাক দেয়ার দ্বারা স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে না বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায়।

মাসআলা-১৭. তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে দেয়া মোহরানা বা অন্যান্য জিনিস ফিরিয়ে নেয়া অনুচিত।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ

خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : "তালাক রাজয়ী হলো দু'বার পর্যন্ত, এরপর নিয়ম অনুযায়ী রাখবে আর না হয় সুহৃদয়তার সাথে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমার জন্য বৈধ নয় তাদের কাছ থেকে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না। অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়ে আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এ হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না, বস্তুত যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, তারাই হলো যালেম।" (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২২৯)

মাসআলা-১৮. যদি কোনো তালাক প্রাপ্তা নারী দ্বিতীয় বিয়ে করে নেয় তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের পর স্বেচ্ছায় যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেয় তাহলে ইদ্দত (মেয়াদ) অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীর নিকট (বিবাহের মাধ্যমে) পুনরায় ফিরে যেতে পারবে।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

অর্থ : "অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা সীমারেখা রক্ষা করতে সক্ষম হবে তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোনো পাপ নেই। এইগুলো আল্লাহর বিধান, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩০)।

মাসআলা-১৯. যদি স্বামী ইচ্ছা করে তাহলে স্ত্রীকে তাদের দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক ছিন্ন করার স্বাধীনতা দিতে পারে এবং এ ব্যাপারে স্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে।

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا .

অর্থ : হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর তাহলে তোমরা আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই।"

(সূরা আহযাব : আয়াত-২৮)

মাসআলা-২০. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়ার কারণে তার ফায়সালার জন্য কোনো ইসলামী আদালতে যাওয়ার পূর্বে তাদের উভয়ের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কোনো জ্ঞানীদের সহযোগিতায় সমোঝতায় আসার নির্দেশও ইসলাম দিয়েছে।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا .

অর্থ : "আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে, তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৩৫)

মাসআলা-২১. একাধিক স্ত্রীর অধিকারী স্বামী যদি কোনো এক স্ত্রীর আচরণে ভীত থাকে আর ঐ স্ত্রী যদি তার ন্যায্য পাওনা ছেড়ে হলেও ঐ স্বামীর ঘরে থাকতে চায়, তাহলে স্বামীকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, সে যেন তার ঐ স্ত্রীকে তালাক না দেয়।

মাসআলা-২২. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হলে উভয়ে সমোঝতায় আসার নির্দেশ।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَّاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

অর্থ: "যদি কোনো নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে পরস্পর কোনো মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোনো গুনাহ নেই, মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং আল্লাহ ভীরু হও তবে আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজের খবর রাখেন।" (সূরা নিসা : আয়াত-১২৮)

মাসআলা-২৩. তালাক দেয়ার অধিকার শুধু স্বামীর স্ত্রীর-নয়।

মাসআলা-২৪. সহবাসের পূর্বে যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ঐ নারীর কোনো ইদ্দত (মেয়াদ) পালন করতে হবে না। তালাকের পরপরই সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

মাসআলা-২৫. বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকবে না।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا.

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর। অতঃপর যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই, অতঃপর তোমরা তাদেরকে কিছু দিবে এবং উত্তম পন্থায় বিদায় দিবে।"

(সূরা আহযাব : আয়াত-৪৯)

মাসআলা-২৬. ক্রোধান্বিত অবস্থায় বা তাড়াহুড়া করে বিনা চিন্তায় তালাক দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

মাসআলা-২৭. মাসিক অবস্থায় তালাক দেয়া নিষেধ।

মাসআলা-২৮. মাসিকের পর পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর ঐ তুহুরে (পবিত্র অবস্থায়) তালাক দেয়া নিষেধ।

মাসআলা-২৯. এক সাথে তিন তালাক দেয়া নিষেধ।

মাসআলা-৩০. তালাকের পর ইদ্দত (মেয়াদ) সঠিকভাবে হিসাব করা নিতান্তই জরুরি।

মাসআলা-৩১. রাজয়ী (ফিরিয়ে দেয়ার যোগ্য) তালাকের পর স্ত্রী ইদ্দত (মেয়াদ) পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর ঘরেই থাকা উচিত।

মাসআলা-৩২. ইদ্দত (মেয়াদ) চলাকালীন রাজয়ী যোগ্য) তালাক প্রাপ্তা নারী (স্বামীর) ঘর থেকে চলে যাওয়া নিষেধ।

মাসআলা-৩৩. ইদ্দত (মেয়াদ) চলাকালীন রাজয়ী (ফিরিয়ে দেয়ার যোগ্য) তালাক প্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণ দেয়া তার স্বামীর উপর ওয়াজিব।

মাসআলা-৩৪. তালাকের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান বহির্ভূত কাজ সম্পাদনকারী যালেম।

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا .

অর্থ: হে নবী! তোমরা যখন নারীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং গণনা কর। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর, তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা কোনো সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়, এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে সে নিজেরই অনিষ্ট করে, সে জানে না যে, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোনো নতুন উপায় করে দিবেন।" (সূরা তালাক : আয়াত-১)

মাসআলা-৩৫. বিবাহের পর মোহরানা নির্ধারিত না হলে এবং সহবাস করার আগেই যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তাহলে তার জন্য মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে নিজের সাধ্য অনুযায়ী নারীকে উপহার স্বরূপ কিছু না কিছু প্রদান করা উচিত।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ : "স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং কোনো মোহরানা নির্ধারণ করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই, তবে তাদেরকে কিছু খরচ দিবে, আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে খরচ প্রচলিত আছে তা করা সৎকর্মশীলদের প্রতি দায়িত্ব।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৬)

মাসআলা-৩৬. বিবাহের পর মোহরানা নির্ধারণ করা হলে এবং সহবাসের পূর্বে যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তাহলে অর্ধেক মোহরানা আদায় করতে হবে।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

অর্থ : "আর যদি মোহরানা নির্ধারণ করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর নির্ধারিত হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয়, যা বিবাহে বন্ধন যার অধিকারে সে (স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয়, তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর তোমরা পুরুষ যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে আল্লাহভীতির নিকটবর্তী। আর পরস্পর সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না, নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সবই অত্যন্ত ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেন।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৭)

اَنْوَاعُ الطَّلَاقِ
তালাকের প্রকারভেদ

মাসআলা-৩৭. তালাক তিন প্রকার।

১. সুন্নাত তালাক (اَلطَّلَاقُ الْمَسْنُوْنُ)

২. বিদআতী তালাক (اَلطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ) ও

৩. বাতিল তালাক (اَلطَّلَاقُ الْبَاطِلُ)।

اَلطَّلَاقُ الْمَسْنُوْنُ
সুন্নাতী তালাক

মাসআলা-৩৮. হায়েয (মাসিক) থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে তাকে এক তালাক দেয়া, ইদ্দত (মেয়াদ) চলাকালীন স্ত্রীকে স্বীয় ঘরে রাখা তার ভরণ-পোষণ বহন করা এটা সুন্নাতী তালাক।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মাসিক অবস্থায় তালাক দেন, (তার পিতা) উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন, তাকে (আব্দুল্লাহকে) নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে পুনরায় বরণ করে নেয় এবং তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত সুযোগ দেয়। এরপর আবার মাসিক আসে এবং তা থেকে পবিত্র হয়, এর পর যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে তার স্ত্রীকে রাখবে আর না করলে তার সাথে সহবাস করার আগে তাকে তালাক দিবে। আর এটাই হলো মেয়েদেরকে তালাক দেয়ার ইদ্দত (মেয়াদ)। (মুসলিম : কিতাবুততালাক)

اَلطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ
বিদআতী তালাক

মাসআলা-৩৯. হায়েয (মাসিক) অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া বিদআতী তালাক।

মাসআলা-৪০. মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর তালাক দেয়া বিদআতী তালাক।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ اَنْ يُّطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সুন্নাতী তালাক পদ্ধতি হলো (স্ত্রী মাসিক থেকে) পবিত্র থাকা অবস্থায়, তার সাথে সহবাস না করে তাকে তালাক দেয়া।" (ইবনে মাযা)

বিদআতী তালাক সুন্নাত বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তালাক হবে কিন্তু তালাকদাতা গোনাহগার সাব্যস্ত হবে।

اَلطَّلَاقُ الْبَاطِلُ
বাতিল তালাক

মাসআলা-৪১. বিবাহের আগেই তালাক দেয়া বাতিল তালাক।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

অর্থ : "আলী ইবনে আবূ তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, বিবাহের পূর্বে কোনো তালাক নেই।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা- ১/ ১৬৬৮)

মাসআলা-৪২. জোরপূর্বক দেয়া তালাক বাতিল।

মাসআলা-৪৩. নাবালেগ, পাগল, মাতাল ব্যক্তির দেয়া তালাক বাতিল।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ . وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يُكْبَرَ . وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ اَوْ يَفِيْقَ .

অর্থ : "আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন প্রকার লোক শরীয়তের বিধি-বদ্ধতার উর্ধ্বে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, অপ্রাপ্তবয়স্ক যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, পাগল যতক্ষণ না তার স্মৃতিশক্তি ফিরে পায়।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা-১/১৬৬০)

মাসআলা-৪৪. মনে মনে তালাক দেয়া বৈধ হবে না যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে তা বলা হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِيْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اَوْ تَكَلَّمْ بِهٖ.

অর্থ : "আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের মনে মনে পরিকল্পিত বিষয় গুলোকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা বাস্তবায়ন করে বা মুখে প্রকাশ করে।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা-১/ ১৬৫৯)

মাসআলা-৪৫. দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাউকে তালাক দেয়া যাবে না।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.

অর্থ : "আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে সে তাঁর দাদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার উপর মানুষের মালিকানা স্বত্ব নেই তাকে তালাক দিতে পারবে না।"

(আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা-১/১৬৬৬)

صِفَاتُ الطَّلَاقِ
তালাকের পদ্ধতি

মাসআলা-৪৬. হায়েয (মাসিক) থেকে পবিত্র হওয়ার পর এক তালাক দিতে হবে।

মাসআলা-৪৭. যেই পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে ঐ পবিত্রতার সময় সহবাস করা যাবে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ اَنْ يُّطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুন্নাতী তালাক পদ্ধতি হলো (স্ত্রী মাসিক থেকে) পবিত্র হওয়ার পর, তার সাথে সহবাস না করে তাকে তালাক দেয়া।" (আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান ইবনে মাযা- ১/১৬৪০)

মাসআলা-৪৮. রাজয়ী তালাকের ইদ্দত (মেয়াদ) চলাকালীন স্ত্রীকে স্বীয় ঘরে রাখা উচিত।

মাসআলা-৪৯. রাজয়ী তালাকের ইদ্দত (মেয়াদ) চলাকালে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বহন করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَّاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ اُخْرٰى.

অর্থ: "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সেখানে বাস করতে দাও তাদেরকে উত্যক্ত করো না সংকটে ফেলার জন্য। তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা পরামর্শ করবে, তোমরা যদি

নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।" (সূরা তালাক : আয়াত-৬)

মাসআলা-৫০. এক সাথে শুধু একটি তালাকই চলবে।

মাসআলা-৫১. তালাকের ইদ্দত (মেয়াদ) তিন হায়েয (মাসিক) অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : فِيْ طَلَاقِ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيْقَةً . فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا . وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ حَيْضَةٌ

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তালাকের সুন্নাত পদ্ধতি হলো প্রত্যেক মাসিক শেষে পবিত্র অবস্থায় একটি করে তালাক দেয়া, তৃতীয় মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্ত্রীকে (শেষ) তালাক দিবে, এরপর মহিলার যে মাসিক আসবে তা শেষ হওয়া মাত্র তার ইদ্দত (তালাকের মেয়াদ) শেষ হয়ে যাবে।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা-১/১৬৪২)

مُبَاحَاتُ الطَّلَاقِ
তালাকের বৈধ বিষয়সমূহ

মাসআলা-৫২. বিবাহর পর সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া বৈধ।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ : "স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং কোনো মোহরানা নির্ধারণ করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দিবে, আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা বহন করা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৬)

মাসআলা-৫৩. শর্ত সাপেক্ষে বা ঝুলন্ত তালাক দেয়া বৈধ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ .

অর্থ : "আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমানরা তাদের শর্ত রক্ষা করে চলে।"

(আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবূ দাউদ-২/ ৩০৬৩)

নোট : শর্তযুক্ত তালাক বলতে বুঝায় যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল যে, "তুমি যদি এ ঘর থেকে বের হয়ে যাও, তবে তোমাকে আমি তালাক দিয়ে দিব।" এ ধরনের তালাককে শর্ত যুক্ত তালাক বা ঝুলন্ত তালাক বলা হয়।

মাসআলা-৫৪. তালাকের ব্যাপারে স্ত্রীকে চিন্তার সুযোগ দেয়া বৈধ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ شَيْئًا.

অর্থ : "আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তালাকের ব্যাপারে চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু আমরা তাঁর সাথে জীবন-যাপন করাকেই বেছে নিয়েছি। এ সুযোগ দেয়াকে তালাক হিসেবে গণ্য করা হয়নি।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবূ দাউদ-২/১৯২৯)

নোট : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে, "যদি তুমি চাও তাহলে আমার সাথে জীবন যাপন করতে পার, আবার চাইলে চলেও যেতে পার, এতে যদি স্ত্রী তালাককে বেছে নেয় তাহলে তা তালাক হিসেবে গণ্য হবে।

মাসআলা-৫৫. গর্ভাবস্থায় তালাক দেয়া বৈধ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا اِذَا طَهُرَتْ اَوْ وَهِيَ حَامِلٌ .

অর্থ : "ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রীকে মাসিক চলাকালীন তালাক দিয়েছিলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে পুনরায় নেয়, এরপর তার স্ত্রী পবিত্র থাকাবস্থায় যেন তালাক দেয়, বা গর্ভাবস্থায় তালাক দেয়।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা-১/১৬৪৩)

تَطْلِيْقُ الثَّلَاثَاءِ

তিন তালাক

মাসআলা-৫৬. এক সাথে তিন তালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধী।

মাসআলা-৫৭. এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে।

মাসআলা-৫৮. উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাসনামলের কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এক সাথে তিন তালাক দেয়াকে শাস্তিস্বরূপ তিন তালাক হিসেবেই গণ্য করেছেন।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِيْ اَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ اِنَاةٌ فَلَوْ اَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَاَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ .

অর্থ : "ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক হিসেবেই গণ্য করা হতো। এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : যে বিষয়ে লোকদেরকে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল, ঐ বিষয়ে তারা তাড়াহুড়া করছে, (যা সুন্নাত বিরোধী) তাই আগামীতে আমি (শাস্তি স্বরূপ) এক সাথে দেয়া তিন তালাককে তিন তালাক হিসেবেই গণ্য করব। এরপর থেকে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন।" (মুসলিম : কিতাবুত তালাক, বাব তালাকুসলাস।)

মাসআলা-৫৯. যে স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করে সে তার স্বামীকে কিছু দিয়ে হলেও স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাইতে পারে। একে খোলা তালাক বলা হয়।

মাসআলা-৬০. খোলা তালাকের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ক. অপছন্দ নারীর পক্ষ থেকে হওয়া।

খ. অপছন্দ এ ধরনের হওয়া যে, সম্পর্ক ছিন্ন না করলে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা হবে।

মাসআলা-৬১. খোলা তালাকের ব্যাপারে যদি স্বামী এবং স্ত্রী বা তাদের আত্মীয়-স্বজন কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে সমমনা না হয় তাহলে স্ত্রীর জন্য ইসলামী আদালতের আশ্রয় নেয়ার অধিকার আছে।

মাসআলা-৬২. খোলা তালাকের ব্যাপারে স্ত্রীর কাছ থেকে নেয়া অনুদান মোহর পরিমাণ বা তার কম বা বেশি হতে পারে তবে কিছু পরিমাণে হলেও হতে হবে।

মাসআলা-৬৩. খোলা তালাকে শুধু এক তালাকেই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : "তালাক রাজয়ী হলো দু'বার পর্যন্ত, এরপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে আর না হয় সুহৃদয়তার সাথে বর্জন করবে, আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমার জন্য বৈধ নয় তাদের কাছ থেকে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী এ ব্যাপারে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তারা উভয়ে আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এ হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই সীমালঙ্ঘন করো না, বস্তুত যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, তারাই হলো যালেম।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২২৯)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اِمْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثَابِتُ بْنِ قَيْسٍ مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِىْ خُلُقٍ وَلَا دِيْنٍ

وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً .

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাবেত ইবনে কায়েসের ধর্মভীরুতা, চরিত্রের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বরং মুসলমান হয়ে স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া আমার পছন্দ নয়, রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাবেতের পক্ষ থেকে মোহরানা হিসেবে তোমাকে দেয়া বাগান ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছ? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল ﷺ সাবেত ইবনে কায়েসকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার বাগান ফেরত নিয়ে তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।"

(বোখারী : কিতাবুল খাল বাবুল খাল)

মাসআলা-৬৪. খোলা তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত (তালাকের জন্য পালিত মেয়াদ) এক হায়েয

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : اَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ اَوْ اُمِرَتْ اَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ .

অর্থ : "রাবি-ই বিনতে মুওয়াওয়িয ইবনে আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা তালাক নিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন সে যেন এক হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করে"। (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী-১/৯৪৫)

নোট : খোলা তালাকের পর স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রাখে না, তবে স্বামী স্ত্রী ইচ্ছা করলে নিজেরা আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (তাফহিমুল কোরআন-১/১৭৬)

মাসআলা-৬৫. বিনা কারণে খোলা তালাক গ্রহিতা নারী মুনাফিক।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ .

অর্থ : সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, (বিনা কারণে) খোলা তালাক দাবিকারী নারীরা মুনাফিক" ।

(আলবানী লিখিত, সহীহ সুনান তিরমিযী- ১/৯৪৮ ।)

মাসআলা-৬৬. যে স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যথাযথভাবে বহন না করে তাহলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে খোলা তালাক নিতে পারবে ।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلَ مَا يُنْفِقُ عَلَى اِمْرَاَتِهٖ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا .

অর্থ : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো, অথচ সে তার সাথে সহবাসের ক্ষমতা রাখে না, তাহলে ঐ পুরুষকে চিকিৎসার জন্য এক বছরের সুযোগ দিতে হবে, এ সময়ে যদি সে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে ভালো, আর তা না হলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে ।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, বাব আযাল আল্লাযি লা ইয়ামাচ্ছু ইমরাআতাহু)

أَحْكَامُ اللِّعَانِ
লিআ'নের বিধান

মাসআলা-৬৭. স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী বলে নিশ্চিত হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার উত্তম পদ্ধতি হলো স্বামী ইসলামী আদালতে গিয়ে চারবার নিজে এ সাক্ষী দিবে যে, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি- "এ নারী ব্যভিচারিণী" । আর পঞ্চম বারে বলবে, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, যদি নারী তা স্বীকার করে তাহলে ইসলামী আদালত তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিবে। আর যদি নারী তা অস্বীকার করে তাহলে সেও নিম্নোক্ত কথাটি চার বার বলবে, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি এ পুরুষ মিথ্যুক" । আর পঞ্চম বার বলবে যদি এ পুরুষ সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝের সম্পর্ক আদালত ছিন্ন করে দিবে। একে ইসলামের পরিভাষায় লিআ'ন করা বলা হয়।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ * وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ * وَيَدْرَاُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ * وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ.

অর্থ : এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার বলবে সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে, যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার বলে যে, তার

স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসবে।" (সূরা নূর : আয়াত-৬-৯)

মাসআলা-৬৮. লিআ'নের পর পুরুষের উপর থেকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে এবং নারীর ব্যভিচারের শাস্তিও রহিত হয়ে যাবে।

মাসআলা-৬৯. লিআ'ন কেবল শরঈ আদালতেই হতে পারে।

মাসআলা-৭১. লিআ'নের পূর্বে বিচারকের উচিত স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই অন্যায় স্বীকার করানোর জন্য উৎসাহিত করা যদি কেউ অন্যায় স্বীকার না করে তাহলে লিআ'ন করাতে হবে।

মাসআলা-৭২. ব্যক্তিগত ধারণার ভিত্তিতে বিচারক শাস্তি জারি করতে পারবে না যতক্ষণ না সাক্ষী পাওয়া যাবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلَالَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهٗ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبَيِّنَةُ اَوْ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَاٰى اَحَدُنَا عَلٰى امْرَاَتِهٖ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةَ وَاِلَّا حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّيْ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ فَقَرَاَ حَتّٰى بَلَغَ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوْهَا وَقَالُوْا اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا اَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ

سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তার স্ত্রীর সাথে শরিক ইবনে সামহার ব্যভিচারের অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : সাক্ষী উপস্থিত কর তা না হলে তোমার পিঠে শাস্তি কার্যকর করা হবে। হেলাল ইবনে উমাইয়া বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে ব্যভিচার করতে দেখবে, তখন কি সে সাক্ষী খুঁজতে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় বার একই কথা বললেন। সাক্ষী উপস্থিত কর তা না হলে তোমার পিঠে শাস্তি কার্যকর করা হবে। হেলাল ইবনে উমাইয়া বলল, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি সত্যবাদী, আর আল্লাহ এ ব্যাপারে অবশ্যই কোনো আয়াত অবতীর্ণ করবেন, যার মাধ্যমে আমার পিঠে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

অতঃপর জিব্রাঈল এ আয়াত নিয়ে আসলেন।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ فَقَرَاَ حَتّٰى بَلَغَ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে লোকেরা! যারা নিজের স্ত্রীর উপর অপবাদ দিয়ে থাক.......... যদি সে সত্যবাদী হয়" পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। (সূরা নূর : আয়াত-১০)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসল এবং লিআ'ন করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী স্ত্রী উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যে তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে কোনো একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তোমাদের কোনো একজন কি তার মিথ্যাকে স্বীকার করে তাওবা করবে? কেউ তাওবা করল না এবং নারী লিআ'ন করার জন্য উঠে দাঁড়াল, সে চার বার সাক্ষ্য দিল যে পুরুষটি মিথ্যুক। আর পঞ্চম বারে সাক্ষী দিতে গেলে লোকেরা তাকে বাধা দিল যে, পঞ্চম বারের সাক্ষ্য আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে। অতএব ভালো করে চিন্তা করে দেখ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: মহিলা থেমে গেল এবং জোরে জোরে কাঁদতে লাগল, আমরা ভাবছিলাম মেয়েটি হয়ত

তার ভুল স্বীকার করবে কিন্তু সে বলল, আমি আমার বংশকে অপমানিত করতে চাই না। এ বলে সে পঞ্চম বারের সাক্ষ্য দিয়ে দিল, "যদি পুরুষ সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর শাস্তি আসুক।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার প্রতি তোমরা লক্ষ্য রাখবে যদি সে কালো চোখ, বড় পাছা এবং মোটা গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে তা শরিকের সন্তান হবে, সন্তানটি এরূপই হয়েছিল। বাচ্চা হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি আল্লাহর কিতাবের বিধান লেআ'ন না হতো, তাহলে আমি ঐ নারীকে পাথর মেরে হত্যা করার ব্যবস্থা করতাম।" (বোখারী , আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবিহ-২/৩৩০৭)

মাসআলা-৭৩. লিআ'নের পর জন্মগ্রহণকারী সন্তান পিতার পরিবর্তে মায়ের দিকে সম্পৃক্ত হবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَاَتِهٖ فَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْاَةِ .

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন পুরুষ ও নারীর মাঝে লিআ'ন করালেন। পুরুষ বলল, এ সন্তান আমার নয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন এবং বাচ্চার বংশ সম্পর্ক নারীর সাথে করে দিলেন।" (বোখারী : কিতাবুত তালাক, বাব ইয়ুলহাকু ওলাদ বিলমোলাআনা)

মাসআলা-৭৪. লিআ'নের মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া নারী ও পুরুষ পরস্পরের মাঝে আর কখনো কোনোভাবে বিবাহ করতে পারবে না।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ حَضَرْتُ هٰذَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِى الْمُتَلَاعِنَيْنِ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا

অর্থ : "সাহাল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ওয়াইমের এবং তার স্ত্রীর মাঝে লিআ'ন করানোর সময়) আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন থেকে পরস্পরের মাঝে লিআ'নকারী নারী ও পুরুষের ব্যাপারে এ নিয়ম চালু হয়েছে যে, তারা উভয়ে পরস্পরে আর কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবূ দাউদ-২/১৯৬৯)

মাসআলা-৭৫. লিআ'নের পর নারী বা পুরুষকে কেউ ব্যভিচারী বললে তার উপর শাস্তি আরোপিত হবে।

মাসআলা-৭৬. লিআ'নের পর মায়ের প্রতি সম্পর্ককৃত বাচ্চা মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং মাও তার উত্তরাধিকারী হবে।

মাসআলা-৭৭. লিআ'নকারী নারী ও পুরুষের কোলে জন্মগ্রহণকারী সন্তানকে জারজ সন্তান বললে তার উপরও শাস্তি আরোপিত হবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهٗ يَرِثُ أُمَّهٗ وَتَرِثُهٗ أُمُّهٗ وَمَنْ قَفَاهَا بِهٖ جُلِدَ ثَمَانِيْنَ وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدُ زِنَا جُلِدَ ثَمَانِيْنَ .

অর্থ : "আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে, সে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ লিআ'নকারীদের সন্তানদের ব্যাপারে রায় দিয়েছিলেন যে, মা সন্তানের এবং সন্তান মায়ের উত্তরাধিকারী হবে, যদি কেউ ঐ নারীকে ব্যভিচারিণী বলে তাহলে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে,।"
(নাইলুল আওতার কিতাবুল্লিআ'ন বাব মাযায়া ফি কাযফিল মোতালায়েনা)

মাসআলা-৭৮. পুরুষ ও নারীর মাঝে যতক্ষণ পর্যন্ত লিআ'ন করানো না হবে ততক্ষণ বাচ্চা পিতার বংশের প্রতিই সম্পৃক্ত হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .

অর্থ : "আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছে, বাচ্চার অধিকারী স্বামী আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।"

(আলবানী লিখিত সহীহ সুনান নাসায়ী-২/৩২৫৮)

أَحْكَامُ الظِّهَارِ

জিহারের (সাদৃশ্যতার) বিধান

মাসআলা-৭৯. স্ত্রীকে মা বা বোন বলে সম্বোধন করে নিজের জন্য হারাম করা নিষেধ, ইসলামের দৃষ্টিতে তাকে জিহার বলা হয়।

মাসআলা-৮০. জিহারের কারণে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না, তবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার পূর্বে কাফফারা আদায় করতে হবে।

মাসআলা-৮১. জিহারের কাফফারা হলো একজন গোলাম আযাদ করা বা একাধারে দু'মাস রোযা রাখা বা ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।

وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِيْ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ * وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ : "আর তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, (মায়ের সাথে তুলনা করে) তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়, যারা তাদেরকে জন্ম দান করে শুধু তারাই তাদের মাতা, তারা তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ক্ষমাশীল, যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়। তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এর দ্বারা তোমাদেরকে সদুপদেশ দেয়া হয়, তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখে। কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে হবে,

যে তাতেও সামর্থ্য হবে না সে ৬০ জন মিসকিনকে আহার করাবে, এটা এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"

(সূরা মুজাদালা : আয়াত-২,৪)

মাসআলা-৮২. জিহার করার পর যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নেয় তাহলে তাকে তাওবা করতে হবে তবে এজন্য অতিরিক্ত কাফফারা দিতে হবে না

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ. قَدْ ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَاَتِهٖ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ ظَاهَرْتُ مِنْ اِمْرَاَتِيْ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ اَنْ اُكَفِّرَ . فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ. يَرْحَمُكَ اللهُ ؟ قَالَ : رَاَيْتُ خَلْخَالَهَا فِيْ ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ فَلَا تَقْرُبْهَا حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اَمَرَكَ اللهُ .

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট আসল, যে তার স্ত্রীর সাথে জিহার করেছিল, কিন্তু কাফফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে নিয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সাথে জিহার করেছি। কিন্তু কাফফারা আদায় করার পূর্বে আমি তার সাথে সহবাস করে ফেলেছি, তিনি বললেন : আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন, কিসে তোমাকে এ কাজে উৎসাহিত করেছিল? সে বলল, আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের অংশবিশেষ দেখেছিলাম এবং নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। তিনি বললেন, পরবর্তীতে কাফফারা আদায় করা না পর্যন্ত আর তার নিকটবর্তী হবে না।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী- ১/৯৫৮)

أَحْكَامُ الْإِيْلَاءِ
ঈলার বিধান

মাসআলা-৮৩. চার মাসের কম সময়ের জন্য সতর্কতাস্বরূপ স্ত্রীর যৌবনের চাহিদা পূরণ না করার অনুমতি আছে ইসলামে তাকে 'ঈলা' বলা হয়।

মাসআলা-৮৪. ঈলার সর্বাধিক মেয়াদ চার মাস অতিক্রম হওয়ার পর স্বামীকে হয় ঈলা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, আর না হয় তালাক দিতে হবে।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

অর্থ : "যারা স্বীয় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তীত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। পক্ষান্তরে যদি তারা তালাক দিতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী"।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৬,২৭)

নোট : কোনো প্রয়োজনে বা সুবিধার্থে উভয়ের সম্মতি চিত্তে স্বামীকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে চার মাস বা তার অধিক সময় দূরে থাকা বৈধ।

মাসআলা-৮৫. ক্ষতি করার জন্য ঈলা করা নিষেধ।

عَنْ اَبِيْ صِرْمَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ضَارَّ اَضَرَّ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ .

অর্থ : "আবু সিরমাহ ﷺ রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কারো ক্ষতি করবে আল্লাহ তায়ালা তার ক্ষতি করবেন, যে ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দিবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কষ্ট দিবেন।"

(আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা-২/১৮৯৭)

মাসআলা-৮৬. ঈলার সর্বোচ্চ মেয়াদ চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করলে বা তালাক না দিলে স্ত্রী ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে এবং আদালত স্বামীকে ইলা থেকে প্রত্যাবর্তন বা তালাক যে কোনো একটির জন্য বাধ্য করতে পারবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اِذَا مَضَتْ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ يُوْقَفُ حَتّٰى يُطَلِّقَ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামীকে বাধ্য করা যাবে সে যেন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়।" (বোখারী : কিতাবুততালাক, বাব কাওলিল্লাহ তায়ালা লিল্লাযিনা ইযুওয়ালুনা মিন নিসায়িহিম তারাব্বাসু আরবাযতা আশহুর)

নোট : ঈলার ফলে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রী সাধারণ তালাকের ইদ্দত পালন করবে।

মাসআলা-৮৭. যদি স্বামী কসমের সময় অতিক্রম করার পূর্বে ঈলা থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাকে স্বীয় কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلْيَفْعَلْ .

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম করে এরপর তার বিপরীত দিকটিকে ভালো মনে করে তাহলে সে তার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে ভালো দিকটি গ্রহণ করবে।"

(মুসলিম : কিতাবুল ঈমান, বাব নুদুব মান হালাফা ইয়ামিনান ফারাযা গাইরাহা খাইরাম মিনহা)

নোট : কসমের কাফফারা হলো : দশজন মিসকিনকে আহার করানো বা তাদেরকে কাপড় চোপড় দান করা বা একজন গোলাম আযাদ করা। এর কোনো একটি করার ক্ষমতা না থাকলে তিন দিন রোযা রাখবে।

(সূরা মায়েদা : আয়াত-৮৯)

মাসআলা-৮৮. রাসূল ﷺ এক মাসের জন্য ঈলা করেছিলেন

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ اٰلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ .

অর্থ : "আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ স্বীয় স্ত্রীগণের সাথে ঈলা করেছিলেন, তখন তাঁর পায়ে ব্যথা ছিল, নবী ﷺ ২৯ দিন পর্যন্ত আলাদা ঘরে অবস্থান করেছিলেন এবং ২৯ দিন পর ফিরে আসলেন, তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তো একমাসের জন্য কসম করেছিলেন? তিনি বললেনঃ ২৯ দিনেও মাস পূর্ণ হয়।"

(বোখারী : কিতাবুত তালাক, বাব কাউলিল্লাহি তায়ালা লিল্লাযিনা ইয়ূলূনা মিন নিসায়িহিম ।)

اَلْعِدَّةُ

ইদ্দতের (মাসিকের মেয়াদ) বিধান

মাসআলা-৮৯. বয়সের কারণে যে সমস্ত নারীদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের তালাকের ইদ্দত হলো তিন মাস।

মাসআলা-৯০. বয়স কম হওয়ার কারণে যে সমস্ত নারীদের মাসিক এখনো শুরু হয়নি তাদের তালাকের ইদ্দতও তিন মাস।

মাসআলা-৯১. গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত হলো সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত। চাই তা তালাকের কয়েকদিন পরে হোক বা কয়েক সপ্তাহ পরে হোক।

وَاللّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا * ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا .

অর্থ : "তোমাদের মধ্য থেকে যেসব স্ত্রীদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দত ধরা হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে উপনিত হয়নি তাদেরও, আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দিবেন।" (সূরা তালাক : আয়াত-৪)

মাসআলা-৯২. ইদ্দত চলাকালীন নারী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : "এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে তালাক দাও, এরপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়ে যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিবাহ করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমাদের জন্য এটা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম (ব্যবস্থা) এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আর তোমরা তা অবগত নও।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩২)

মাসআলা-৯৩. ইদ্দত চলাকালে রাজয়ী (ফিরতযোগ্য) তালাকের স্ত্রীদেরকে স্বামীর সাথে রাখতে হবে।

মাসআলা-৯৪. ইদ্দত চলাকালে রাজয়ী তালাকের স্ত্রীদের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর দায়িত্ব।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.

অর্থ : "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সেখানে বাস করতে দাও, তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্যক্ত কর না, তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা পরামর্শ করবে, তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।"

(সূরা তালাক : আয়াত-৬)

মাসআলা-৯৫. অগর্ভবতী ও যাদের সাথে সহবাস হয়েছে তাদের ইদ্দত তিন হায়েয (মাসিক) বা তিন (তুহর) পবিত্রতা।

মাসআলা-৯৬. যে সমস্ত স্ত্রীদের সাথে সহবাস হয়নি তাদের কোনো ইদ্দত নেই।

মাসআলা-৯৭. বিধবা নারীর ইদ্দত চার মাস দশ দিন।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

অর্থ : "উম্মু আতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, কোনো নারী মৃতের প্রতি শোক পালন হিসাবে তিন দিনের অধিক সময় অতিবাহিত করবে না। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। ঐ সময় নারী চাকচিক্য কোনো কাপড় পরবে না তবে সাধারণ রং বিশিষ্ট কাপড় পরতে পারবে। সুরমা ব্যবহার করবে না এবং সুগন্ধিও ব্যবহার করবে না। তবে মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার দুর্গন্ধ দূর করার জন্য সাধারণ সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।"

(মুসলিম : আলবানী লিখিত মুখতাসার সহীহ মুসলিম। হাদীস নং -৮৬৪।)

মাসআলা-৯৮. খোলা তালাক গ্রহণকারিনী মহিলার ইদ্দত এক মাস।

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ . فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ .

অর্থ : "রাবি-ই বিনতে মুওয়াওয়িয ইবনে আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা তালাক নিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন সে যেন এক হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করে"। (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী-১/৯৪৫)

মাসআলা-৯৯. বিধবা নারী তার ইদ্দত স্বামীর ঘরেই ইদ্দত পালন করবে।

মাসআলা-১০০. বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীর ঘর থেকে বের হতে পারবে তবে রাত্রিযাপন স্বামীর ঘরেই করতে হবে।

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ الْفَرِيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ اُخْتُ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَخْبَرَتْهَا : اَنَّهَا جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَسْاَلُهُ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِيْ بَنِيْ خُدْرَةَ فَاِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِيْ طَلَبِ عَبْدًا لَهُ اَبَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ (مَوْضَعٌ عَلٰى سِتَّةِ اَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِيْ فَاِنِّيْ لَمْ يَتْرُكْنِيْ فِيْ مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفْقَةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " نَعَمْ " قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ اَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِيْ اَوْ اَمَرَ بِيْ فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ " كَيْفَ قُلْتَ ؟ " فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِيْ ذُكِرَتْ مِنْ شَاْنِ زَوْجِيْ قَالَتْ فَقَالَ " اِمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ " قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَسَاَلَنِيْ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضٰى بِهٖ .

অর্থ : "যয়নাব বিনতে কা'ব ওজরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বোন ফুরাইয়া বিনতে মালেক ইবনে সিনান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) তাকে বলল, যে সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল যে, সে কি বনী খুদরায় তার ঘরে যেতে পারবে? কেননা আমার স্বামীর গোলাম পালিয়ে গেছে, সে তাকে সন্ধান করতে বের হয়ে গেছে, যখন তরফে কুদুম (একটি স্থানের নাম) পৌঁছল সেখানে গিয়ে গোলামদের পেল, আর গোলামরা আমার স্বামীকে হত্যা করে ফেলেছে, তাই আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম আমি কি আমার ঘরে ফিরে যাব? কেননা আমার স্বামী আমার জন্য কোনো কিছু রেখে মারা যায়নি।

ফারিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হ্যাঁ, তুমি চলে যাও। ফারিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, আমি সেখান থেকে বের হয়ে মসজিদ বা হুজরাতেই ছিলাম, এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, বা কাউকে পাঠালেন আমাকে ডাকতে, আমাকে ডাকা হলো, তিনি বললেন, তুমি কি বলেছিলে? আমি সব কথা দ্বিতীয়বার বললাম, যা আমি আমার স্বামী সম্পর্কে বলেছিলাম। ফারিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তুমি ঘরেই থাক, তখন আমি চার মাস দশ দিন ওখানেই থাকলাম। ফারিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, যখন ওসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলীফা হলেন, তখন তিনি আমার নিকট দূত পাঠালেন এবং তিনি এ মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন তখন আমি তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম এবং তিনি এ আলোকেই ফায়সালা দিলেন।"

(আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবূ দাউদ-২/২০১৬)

মাসআলা-১০১. লাপাত্তা স্বামীর স্ত্রী চার বছর অপেক্ষা করার পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে পরবর্তী বিবাহ করতে পারবে।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ اَيْنَ هُوَ فَاِنَّهَا تَنْتَظِرُ اَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ .

অর্থ : "সাঈদ ইবনে মোসায়্যিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, যে নারী তার স্বামীকে হারিয়ে ফেলল এবং তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে তার স্বামীর জন্য চার বছর অপেক্ষা করবে, এর পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে, এর পর ইচ্ছা করলে পরবর্তী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।" (মালেক : কিতাবুত তালাক, বাব ইদ্দাতুললাতি তাফাক্কাদা যাওযুহা)

أَحْكَامُ النَّفَقَةِ

স্ত্রীর ভরণ-পোষণের বিধান

মাসআলা-১০২. স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করা স্বামীর দায়িত্ব।

মাসআলা-১০৩. স্বামীর সাধ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করবে।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْاَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ اَنْ يُّطْعِمَهَا اِذَا طَعِمَ وَاَنْ يَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسٰى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ اِلَّا فِي الْبَيْتِ .

অর্থ : "হাকিম ইবনে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব কী? তিনি বললেন? যখন তুমি আহার করবে তখন তাকেও আহার করাবে, যখন তুমি নিজে পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে, তার চেহারায় আঘাত করবে না, গালি গালাজ করবে না, আর যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় তাহলে স্বীয় ঘরে রেখেই সম্পর্ক ছিন্ন করবে"।

(আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা-১/১৫০০)

মাসআলা-১০৪. স্ত্রীর ব্যয়ভার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের প্রতি খরচের চেয়ে অগ্রগণ্য।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ .

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে, একটি দিনার তুমি কোনো কৃতদাসকে আযাদ করার জন্য খরচ করলে, একটি দিনার তুমি কোনো

মিসকীনকে দান করলে, একটি দিনার তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, সওয়াবের দিক থেকে ঐ দিনারটি সবচেয়ে উত্তম যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ " ।

(মুসলিম : কিতাবুয যাকাত, বাব ফযলুনাফাকা আলাল ইয়াল ওয়াল মামলুক)

মাসআলা-১০৫. ইদ্দত চলাকালে স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব ।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُوْلَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَّاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ اُخْرٰى.

অর্থ : "তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সেখানে বাস করতে দাও তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্যক্ত কর না, তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা পরামর্শ করবে, তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে ।"

(সূরা তালাক : আয়াত-৬)

মাসআলা-১০৬. তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীর খরচ বহন করার কোনো দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তাবে না ।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ اِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا . فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُكْنٰى وَلَا نَفَقَةً .

অর্থ : "ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিল, তখন রাসূল ﷺ তার জন্য থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করেননি ।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনে মাযা-১/১৬৫৫)

মাসআলা-১০৭. যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করে না তাহলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিতে পারে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى اِمْرَاَتِهٖ قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا .

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় স্ত্রীর খরচ বহন না কারী স্বামীর ব্যাপারে বলেছেন, তাদের উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও।"

(দারকুতনী : নাইলুল আওতার কিতাবুন্নাফাকাত, বাবুল মারআ তানফুকু মিন মালি যাওযিহা)

মাসআলা-১০৮. স্বামী যদি প্রয়োজনীয় বৈধ খরচসমূহ না করে, তাহলে স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত এতটুকু পরিমাণে খরচ করতে পারবে, যা তার স্বামীর নিকট অস্বাভাবিক মনে না হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ اُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَّالِهٖ سِرًّا قَالَ خُذِيْ اَنْتِ وَبَنُوْكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ .

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মা হিন্দা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল : আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক (প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে না) যদি আমি তার সম্পদ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কিছু নিয়ে নেই তাতে আমার কি কোনো পাপ হবে? তিনি বললেন, ন্যায়ভাবে নিজের ও সন্তানদের খরচের জন্য যা প্রয়োজন তা নেও।"

(মোখতাসার সহীহ বোখারী লি যুবাইদী, হাদীস নং-১০৪১)

أَحْكَامُ الْحِضَانَةِ

বাচ্চা লালন পালনের বিধান

মাসআলা-১০৯. তালাকের পর সন্তানের প্রতি অধিকার পিতা-মাতার নয়।

মাসআলা-১১০. স্বামী স্ত্রীর মাঝে তালাকের পর সন্তানদের লালন পালনের ব্যাপারে মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশি।

মাসআলা-১১১. নারীর দ্বিতীয় বিবাহ হয়ে গেলে পূর্বের স্বামীর সন্তানদের প্রতি তার অধিকার শেষ হয়ে যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ . إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءٌ، وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءٌ، وَحُجْرِيْ لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِيْ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّيْ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ.

অর্থ : "আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নিবেদন করল হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার ছেলের জন্য আমার পেট ছিল তার আশ্রয় স্থল, আমার স্তন ছিল তার পানীয়, আমার কোল ছিল তার দোলনা, তার পিতা আমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে, আর এ সন্তানকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চায়। তিনি বলেন, তোমার দ্বিতীয় বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চার ব্যাপারে তোমার অধিকারই বেশি।" (আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবূ দাউদ-২/১৯৯১)

মাসআলা-১১২. যদি পিতা সন্তানের তালাক প্রাপ্তা মায়ের দুধ পান করাতে চায় তাহলে উভয়ের সন্তুষ্ট চিত্তে অর্থের বিনিময়ে তা করা যাবে।

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرٰى.

অর্থ : "তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা পরামর্শ করবে, তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।"

(সূরা তালাক : আয়াত-৬)

মাসআলা-১১৩. তালাকের পর মা এবং বাবা উভয়েই যদি সন্তান নিজের কাছে রাখতে চায় তাহলে লটারীর মাধ্যমে তাদের মাঝে ফয়সালা করতে হবে ।

মাসআলা-১১৪. বাচ্চা যদি জ্ঞানসম্পন্ন হয় তাহলে বাচ্চার ইচ্ছার উপরও রায় দেয়া যাবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ اِمْرَاَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ سَقَانِيْ مِنْ بِئْرِ اَبِيْ عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهٖ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ , فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهٖ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ .

অর্থ : "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমাকে তালাক দেয়ার পর আমার সন্তান আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চায়, অথচ সে আমার জন্য আবূ আম্বার কূপ থেকে পানি এনে দেয় এবং আমার আরো কিছু উপকার করে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- লটারী কর, স্বামী বলল, আমার ছেলের ব্যাপারে কে আমার সাথে ঝগড়া করবে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ হলো তোমার পিতা আর এ হলো তোমার মাতা, তুমি যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে যাও। ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরল, আর মা তাকে নিয়ে চলে গেল।"

(আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবূ দাউদ -২/১৯৯২)

মাসআলা-১১৫. মায়ের তালাক বা মৃত্যুর পর খালা সন্তানদের লালন পালনের ব্যাপারে সর্বাধিক হকদার।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّيْ وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّيْ وَخَالَتُهَا تَحْتِيْ وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِيْ فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ .

অর্থ : "বারা ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মেয়ের ব্যাপারে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মাঝে কথা কাটাকাটি হলে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : আমি তার লালন পালনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অধিকারী, সে আমার চাচার মেয়ে, জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও বললেন : সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী, অতএব আমি তার লালন পালনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অধিকারী। যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : সে আমার ভাতিজী তাই আমি তার লালন পালনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অধিকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফায়সালায় মেয়ের খালার পক্ষে রায় দিলেন এবং বললেন, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত।"

(মুত্তাফিকুন আলাইহি, নাইলুল আওতার, কিতাবুন্নফাকাত, বাব মান আহাক্কু বিকাফালাতি ত্বিফল)

মাসআলা-১১৬. তালাকের পর বাচ্চা চাই তার পিতার কাছেই থাকুক বা মায়ের কাছে, যখন সে অপর জনের সাথে সাক্ষাত করতে চাইবে তখন তাকে সে সুযোগ দিতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللهُ .

অর্থ : "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রেহেম (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আরশের সাথে ঝুলন্ত, আর সে বলতে থাকে যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখবেন, আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।"

(মুসলিম: কিতাবুল বিল ওয়াসসিলা বাব সিলাতুররেহেম ওয়া তাহরিম কাতিয়াতুহা)

শেষ কথা

বলাবাহুল্য যে উভয় পক্ষের শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ-এর মাঝে এমন চরিত্রবান ও সৎ লোক কতজন হবে, যারা ইসলামের এ শিক্ষার বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী?

এ প্রশ্ন যতই অপছন্দ হোক না কেন, আল্লাহর নির্দেশ উপযুক্তভাবে পালনকারী সৎ ও চরিত্রবান লোক থেকে এ পৃথিবী কখনো শূন্য ছিল না আর ভবিষ্যতেও কখনো শূন্য হবে না। যদিও এমন লোকদের সংখ্যা সর্বকালেই কম ছিল।

আল্লাহর বাণী–

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.

অর্থ : "আমার বান্দাদের মাঝে অল্প সংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবা : আয়াত-১৩)

ইসলামী শিক্ষা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ফলে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবতা ও সত্যতার উপর তো কোনো প্রভাব পড়ে না, অবশ্য যে ব্যক্তি এ শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকেই এর উপযুক্ত কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি কোনো একক ব্যক্তি হয়, তাহলে তাকে এককভাবে, আর যদি কোনো সমাজ হয়, তাহলে ঐ সমাজকে সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে, চাই তা কোনো নারীর ব্যাপারে হোক বা প্রচলিত সামাজিক কোনো বিষয় হোক, যতক্ষণ আমরা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত আগুনও জ্বলতে থাকবে। এ থেকে মুক্তির একটিই পথ রয়েছে আর তা হলো ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে না থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট আত্মসমর্পণ করা।

গত চৌদ্দশত বছর থেকে কুরআন আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে এ পথের আহ্বান করছে–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর হুকুম পালন কর। যখন তিনি তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করে।

(সূরা আনফাল : আয়াত-২৪)

হয়তোবা আমাদের কুরআন মাজিদে এ জীবন সঞ্চারক আহ্বানকে বুঝার জন্য চেষ্টা করার সুযোগ হবে এবং হয়তোবা আমরা কুরআনের এ জীবন সঞ্চারকমূলক আহবানে আমলেরও তাওফিক লাভ করব।

শুরুতে বিয়ে ও ত্বালাকের মাসয়ালাসমূহ একই গ্রন্থে সন্নিবেশন করছিলাম। কিন্তু বিষয়বস্তু দীর্ঘ হওয়ায় তা আলাদা আলাদা গ্রন্থে সন্নিবেশনের প্রয়োজন পড়েছে। আশা করছি এতে করে উভয়ে গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ আরো ব্যাপক হবে। ইনশাআল্লাহ।

বিয়ের তুলনায় তালাকের বিষয়টি বেশি বিশ্লেষণ, গবেষণা ও সতর্কতার দাবি রাখে। তাই আমি জ্ঞানীগণের কাছ থেকে এ বিষয়ে যথাসম্ভব নির্দেশনা নেয়ার চেষ্টা করেছি, যেকোনো ভুল ধরিয়ে দিলে আমি জ্ঞানীগণের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকব। যে সমস্ত আলেমগণ তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন আমি আন্তরিকভাবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা হাদীস গ্রন্থসমূহ প্রস্তুত ও তা বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর, প্রকাশ ও বিতরণে সহযোগিতা করছে তাদের সকলের জন্য দোয়া করছি যে আল্লাহ তাদের জন্য এ কল্যাণময় কাজটিকে কিয়ামত পর্যন্ত সদকায়ে যারিয়া হিসেবে কবুল করুন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে সম্মানিত করুন। আমীন!

হে আল্লাহ! তুমি তা আমার পক্ষ থেকে কবুল কর নিশ্চয়ই তুমি মহাজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা।

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী
রিয়াদ, সৌদী আরব।

সমাপ্ত

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)		১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN		২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান		
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)		৩০০
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী		৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ	-মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন	-মোঃ রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না	-আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম	-হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)	৪০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার)	-সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির	-মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	-ইকবাল কিলানী	১৫০
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মুকসূদুল মুমিনীন		
১৪.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ নেয়ামুল কুরআন		
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত		২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায	-মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন	-যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘন্টা	-মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়	-আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	-মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	-মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	-ইকবাল কিলানী	১৩০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	-ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	-ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	-ইকবাল কিলানী	১৫০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩১.	দোয়া কবুলের শর্ত	-মোঃ মোজাম্মেল হক	১০০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র		৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	-ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ		১৫০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা	-শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজার পর্দার বিধান		১২০
৩৭.	কবিরা গুনাহ্		২২৫
৩৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান		১২০
৩৯.	ইসলামী দিবসসমূহ ও বার চাঁদের ফযিলত	-মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী	১৮০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩. ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০	২০. চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০	২১. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০	২২. সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২৩. পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২৪. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৫. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯. ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৭. ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৮. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৯. সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	৩০. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	৩১. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	৩২. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩৩. ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩৪. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩৫. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

১. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০	৫. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
২. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০	৬. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৩. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০	৭. বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০
৪. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০		

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে .....

ক. আল কুরানুল কারীমের বিধি-বিধানের পাঁচ'শ আয়াত, খ. রাসূলুল্লাহ মিরাজ, গ. মহান আল্লাহর মারেফাত, ঘ. রাসূল ﷺ-এর অজিফা, ঙ. আল্লাহ কোথায়?, চ. পাঞ্জে সূরা, ছ. চল্লিশ হাদীস, জ. ক্বাসাসুল আম্বিয়া, ঝ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায়, ঞ. তওবা ও ক্ষমা, ট. আল্লাহর ৯৯টি নামের ফযীলত, ঠ. আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে, ঢ. তোফাতুল আরোজ (বাসর ঘরের উপহার), ণ. ফাজায়েলে আমল ।